আইএএইচএস
থেকে
ইউএসটিসি

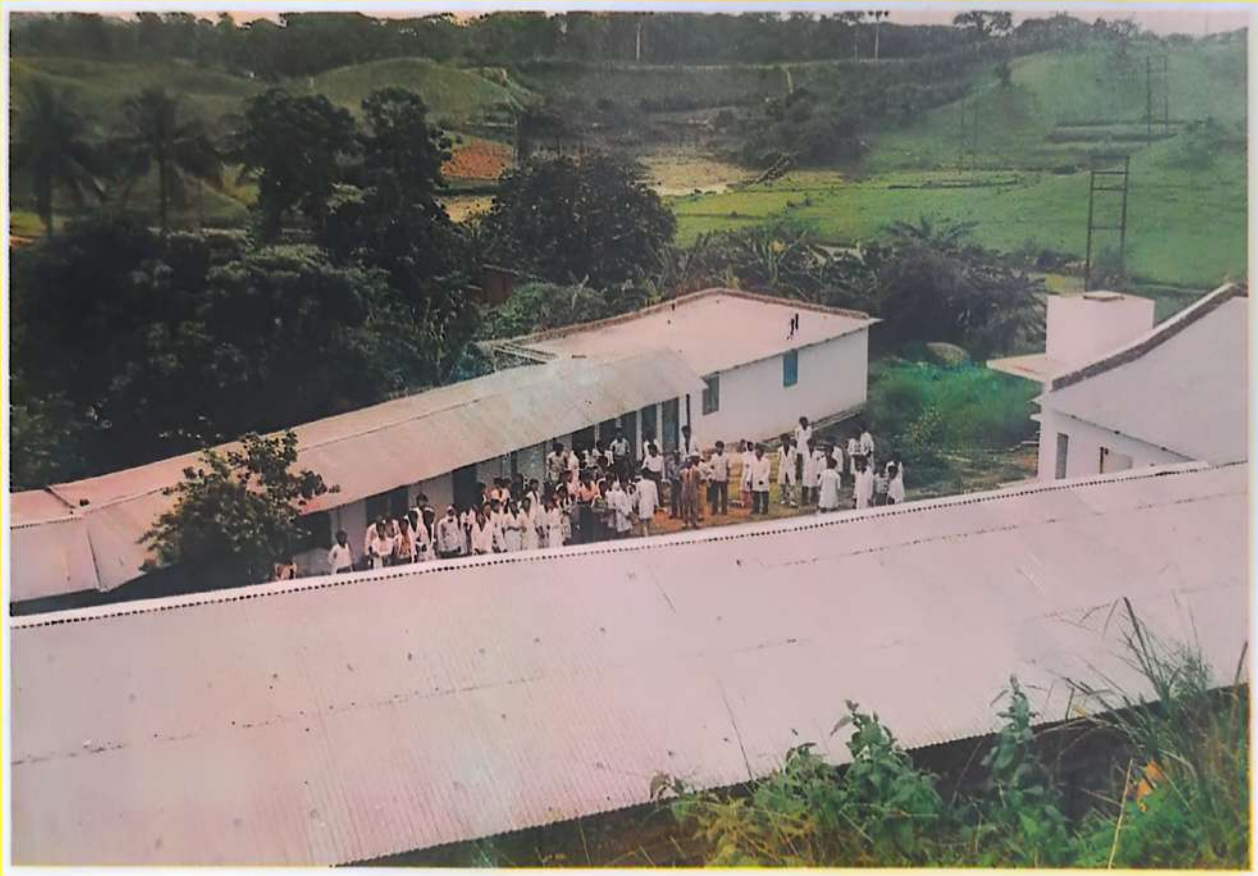

যেখান থেকে শুরু

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

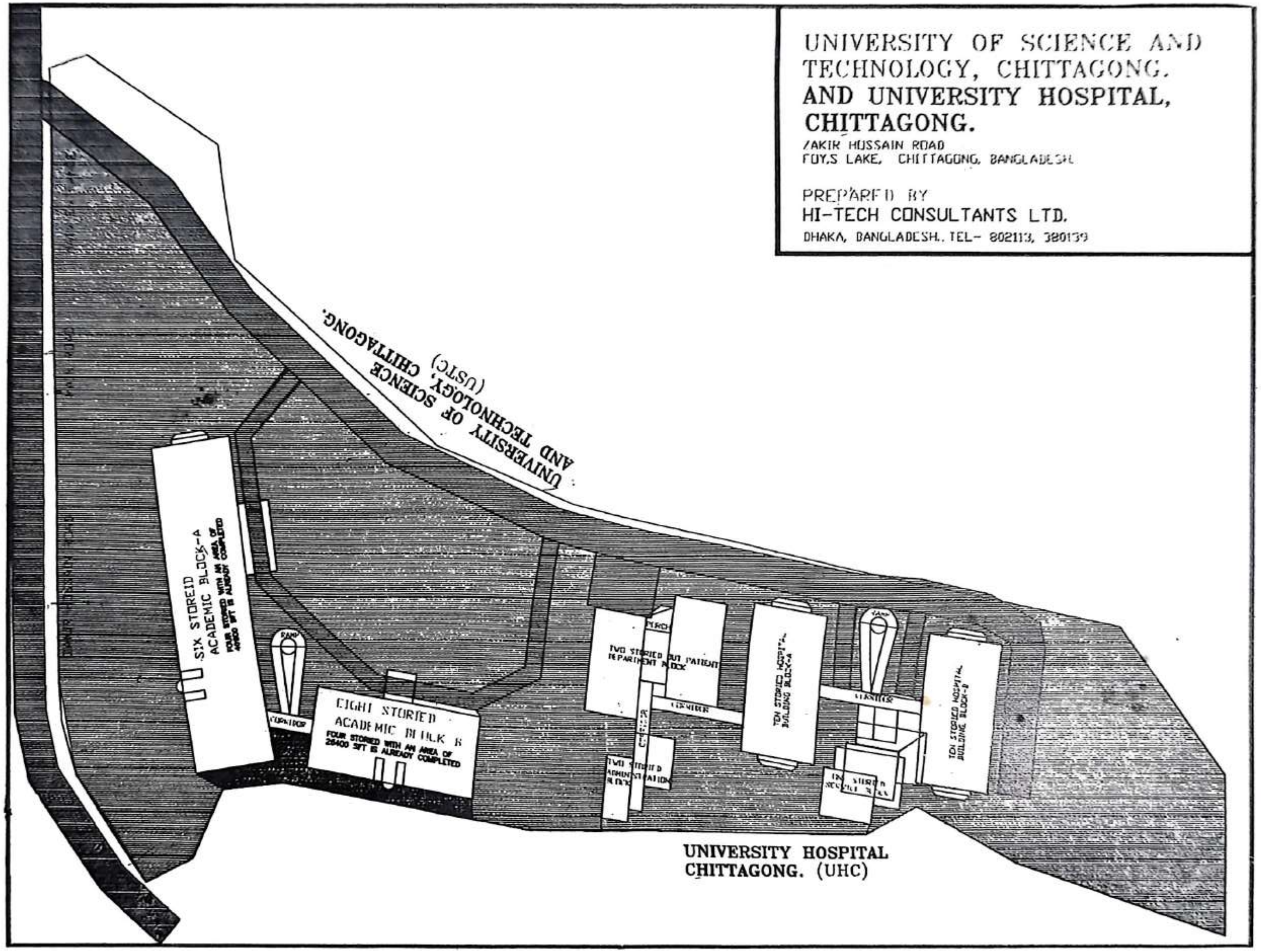
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHITTAGONG. AND UNIVERSITY HOSPITAL, CHITTAGONG.
ZAKIR HUSSAIN ROAD
FOY.S LAKE, CHITTAGONG, BANGLADESH
PREPARED BY
HI-TECH CONSULTANTS LTD.
DHAKA, BANGLADESH. TEL- 802113, 380139
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHITTAGONG. (USTC)
SIX STOREID ACADEMIC BLOCK-A
FOUR STORIED WITH AN AREA OF 49600 SFT IS ALREADY COMPLETED
EIGHT STORIED ACADEMIC BLOCK B
FOUR STORIED WITH AN AREA OF 26400 SFT IS ALREADY COMPLETED
CORRIDOR
RAMP
TWO STORIED OUT PATIENT DEPARTMENT BLOCK
TWO STORIED ADMINISTRATION BLOCK
TEN STORIED HOSPITAL BUILDING BLOCK-A
TEN STORIED HOSPITAL BUILDING BLOCK-B
UNIVERSITY HOSPITAL CHITTAGONG. (UHC)

আইএএইচএস
থেকে
ইউএসটিসি

১৯৮৯–১৯৯৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

CENTRAL LIBRARY
USTC
Acc No.........
Date...........
1992

আইএএইচএস থেকে ইউএসটিসি

মে ১৯৯৩

IAHS T0 USTC
MAY 1993

গ্রন্থনা :
আবুল কাসেম
সচিব
আইএএইচএস ও ইউএসটিসি

প্রকাশনায় : **জনসেবা ফাউন্ডেশন**
এবং
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কম্পোজ ও মুদ্রণ : **মমিন অফসেট প্রেস**
৯, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫০১৬৫৬, ৮৬৬৪৭১

আজ যাঁরা নেই

ক্যাপ্টেন ডা: বজলুর রহমান চৌধুরী

প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ

জনাব সেকান্দর হোসেন মিঞা

ডা: নুরুল আলম আজাদ

জনাব বশির উদ্দিন

অনুদানে অগ্রণী যাঁরা

জনাব এম এ সালাম
(২.২৫ একর জমি)

জনাব ইব্রাহিম মিঞা
(৭.০০ একর জমি)

জনাব এম এ কালাম
(বিশ লাখ টাকা)

জনাব ফরিদুল আনোয়ার
(দশ লাখ টাকা)

জনাব কবির আহমদ
(দশ লাখ টাকা)

জনাব রফিকুল আনোয়ার
(পাঁচ লাখ টাকা)

- জনাব নাজিউর রহমান পাঁচ লাখ টাকা।
- আনোয়ারা–নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট দশ লাখ টাকা।
  (আনোয়ারা–নুর প্রফেসর অব মেডিসিন)
- জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম গুলমেহের মহিলা হোস্টেল নির্মাণে ৭০ শতক জমি ও ৩৫ লাখ টাকা।

প্রথম গভর্নিং বডি, আইএএইচএস

জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান

ডা: এ এফ এম ইউসুফ
ভাইস চেয়ারম্যান

সদস্য গণ

প্রফেসর মোহাম্মদ আলী

প্রফেসর কে এম ফরিদ উদ্দিন

মোজাফফর আহমদ মিঞা
(জনাব সেকান্দর হোসেন
মিঞার স্থলাভিষিক্ত)

* প্রফেসর
কামাল উদ্দিন আহমেদ

* বিদেশে থাকায় ছবি সংগ্রহ
করা সম্ভব হয়নি।

জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী
(মেয়র, চট্টগ্রাম)

জনাব এম এ সালাম

জনাব এম এ কালাম
(ডোনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত)

ইঞ্জিঃ আফসার উদ্দিন আহমদ

জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী

জনাব এনায়েতুল্লাহ খান

ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস

প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ
পরিচালক ও সদস্য–সচিব

মুখবন্ধ

সঠিক ইতিহাস কালের সাক্ষী। সময়োচিত ব্যবস্থা না নিলে বিপর্যয়ের বিড়ম্বনা কাটে না। অনেক ক্ষেত্রে সত্য বিকৃত হয়ে যায় এবং ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যে প্রচারণার শিকার হতে হয়। এই প্রেক্ষিতে শুরু থেকেই আমরা আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের সঠিক বিবরণ সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলাম।

তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা ও প্রমাণের যথার্থতা ধরে রাখার জন্য চিঠিপত্র, সার্কুলার, বিবৃতি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর ও ছবি দিয়েই গ্রন্থনা করা হয়েছে দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই প্রকাশনা। প্রথম খণ্ডে ইউএসটিসি'র সনদ-প্রাপ্তি, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ ও সিন্ডিকেট গঠন পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এতে থাকছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরা-খবর, বিবৃতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ড বস্তুতঃপক্ষে একটি এলবাম। আমাদের এই প্রচেষ্টা ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

১৯৭৮ সালের পর স্বাস্থ্যখাতে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের যে হাওয়া বাংলাদেশেও লেগেছে তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও আন্দোলিত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী চার দশকের সাফল্য-ব্যর্থতাকে শতাব্দীর শেষ তিন দশকে কতটা পুষিয়ে নেয়া যায় তার লক্ষ্য সামনে রেখেই শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা। কঠিন এই অভিযাত্রার সূচনা করতেই আমাদের কেটেছে দীর্ঘ বারটি বছর।

ইসলামিক মেডিকেল মিশন, আইএএইচএস, জনসেবা ফাউন্ডেশন এবং ইউএসটিসি—প্রতিটি নামের আড়ালে আমরা যে কঠিন সংকল্পের বাঁধনে আবদ্ধ ছিলাম, তার ভেতরে ছিল বিশাল এক মানবিক স্বপ্নের ছোঁয়া। বাধা-বিঘ্ন যা কিছু এসেছে সবই আমরা অতিক্রম করেছি অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায়।

আমরা জানি সৎ কাজে শত বাধা আসতে পারে। আমাদের প্রচেষ্টায়ও যে বাধা-বিঘ্ন থাকবে না তা নয়। তবুও সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা আর সমর্থনের পাশাপাশি গঠনমূলক সমালোচনা ও সহমর্মিতা সকলের কাছ থেকে আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

আমাদের নিজেদের হাতে-গড়া সম্পৃক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের স্পর্শকাতর দিকগুলোকে আমাদের ভাবতে হয়েছে পরিপূর্ণ নিষ্ঠাময় আন্তরিকতায়। জনসেবা ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে আমাদের জন্য আইনগত ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। আমাদের বিগত ও আগামী দিনের সকল কাজ-কর্মের আইনানুগ রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে যাবে এ ফাউন্ডেশন ও ইসলামিক মেডিকেল মিশন।

একটা অস্থায়ী টিনশেড নিয়ে যে প্রশিক্ষণ কোর্সের সূচনা তা পরবর্তীতে আইএএইচএস এবং বর্তমানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত। প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে এ সফলতা আমার গৌরবের হলেও এ প্রচেষ্টায় আমি একা নই। একাধিক শুভাকাঙ্ক্ষীর শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা না থাকলে সফলতা বহুলাংশে বিঘ্নিত হত।

আজকের এই দিনে আমি তাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ, আলহাজ্ব ইব্রাহিম মিঞা ও ডা: ক্যাপ্টেন বজলুর রহমান চৌধুরীর মতো সহকর্মী ও সহযোগীদের। তাঁদের বর্তমান অবস্থান আমাদের আওতায় নেই। তবুও তাঁরা নিশ্চয় আমাদের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করছেন এবং তাঁদের আত্মায় শান্তি উপভোগ করছেন।

ইউএসটিসি বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম নামক এই নবজাত শিশুকে লালন করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আসুন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এর ভবিষ্যৎ আরও সুস্থ সবল করে তুলি।

গুলমেহের
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা
১৩ই মে ১৯৯৩

নুরুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট
ইউএসটিসি।

সূচীপত্র

১ মেডিকেল শিক্ষা : পরিবর্তনের হাওয়া
২ ইসলামিক মেডিকেল মিশন, বাংলাদেশ
৩ জনসেবা কমপ্লেক্স ও আইএএইচএস
৪ আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি
৫ নবরূপে আইএএইচএস
৬ প্রথম গভর্নিং বডি
৬ একাডেমিক কাউন্সিল
৭ ছাত্র ভর্তি
৭ ক্লাস শুরু
৮ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন
১৪ যাত্রা শুরুর কথামালা
১৬ মন্ত্রণালয়ের সাথে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি
২২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন
২৫ পরিদর্শন টিম গঠন
২৫ প্রথম পরিদর্শন ও বিতর্কিত রিপোর্ট
২৯ দ্বিতীয় পরিদর্শন
৩০ তৃতীয় পরিদর্শন
৪৩ পরীক্ষা প্রদানের বিশেষ অনুমতি
৪৮ চতুর্থ পরিদর্শন
৫৩ বিএমডিসি'র স্বীকৃতি
৫৬ গভর্নিং বডি ও একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যক্রম
৫৬ উন্নয়ন ও বিকাশ / নির্মাণ ও স্থাপনা
৫৭ আসবাব-পত্র, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ
৫৮ ছাত্র-শিক্ষক
৫৯ হাসপাতাল ও অন্যান্য সুবিধাদি
৬৮ কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ফলাফল
৬৯ পরিদর্শকগণ এবং তাঁদের মন্তব্য
৭৩ জনসেবা ফাউন্ডেশন
৭৪ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন
৭৬ বেসরকারী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইএএইচএস
৭৭ ইউটিসি, প্রথম উদ্যোগ
৭৮ ইউএসটিসি
৭৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ
৭৯ আইএএইচএস থেকে ইউএসটিসি
৮০ প্রেসিডেন্ট নিয়োগ
৮১ সিন্ডিকেট গঠন ও প্রথম সংবিধি প্রণয়ন
৮১ আন্তর্জাতিক বিশ্বে আইএএইচএস/ইউএসটিসি
৮৪ কয়েকটি স্মরণীয় দিন
৮৫ ক'জন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব
৮৬ এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম যারা
৮৮ গণমাধ্যমে আইএএইচ এস/ইউএসটিসি

মেডিক্যাল শিক্ষাঃ পরিবর্তনের হাওয়া

বর্তমানের বাংলাদেশ অন্ততঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিক থেকে অতীতের ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীকেই বুঝায়। এখানে বেসরকারীভাবে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয় ১৮০৩ সালে কলিকাতার দেশীয় হাসপাতালের একটা শাখা হিসেবে। সরকারের সাহায্য হিসেবে কিছু ঔষুধ এবং মাসিক ২৫০/– টাকা করে অনুদান পাওয়া যেত। মোট চল্লিশ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

তৎকালীন কালেক্টর মিঃ রবার্ট মিটফোর্ড এর রেখে যাওয়া আট লক্ষ টাকা তহবিল নিয়ে ১৮৫৮ সালের পহেলা মে মিটফোর্ড হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালের দিকে এ হাসপাতাল এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। স্বদেশী এবং বিদেশী ব্যক্তিবর্গের দানে এ হাসপাতাল উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করতে থাকে। ১৮৮১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১৯২৫ সালের ২৯শে নভেম্বর ৫৩ নং জনসন রোডের একটা ভবনে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের জন্ম। এটাও দানশীল কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে। ১৯২১ সালে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

কালের গতিতে চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়েছে। তবে বেসরকারী পর্যায়ে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে এখনও জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট।

সরকারী উদ্যোগের সাথে সাথে দেখতে পাওয়া যায় এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের দিকে জনগণের উৎসাহ যেন ভাটা পড়ে। শুধু তা নয়, বেসরকারী পর্যায়ে একের পর এক নার্সিং হোম তৈরী করে অনেকে ঝুঁকে পড়ছে ব্যবসার দিকে। চিকিৎসা, শিক্ষা সরকারেরই দায়িত্ব, এ ধারণা ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হতে থাকে। ফলে চিকিৎসা এবং শিক্ষা দুটোরই মান নিম্নগতিতে যেতে থাকে।

শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় সামগ্রিকভাবে সরকারী পর্যায়ে নানা কারণে উন্নতি যেভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে তা অনুধাবন করে বর্তমান সরকার যে ক'টি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ বেসরকারীকরণ। শিল্প থেকে শিক্ষা সকল স্তরে এ উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। অনেকে এগিয়ে এসেছেন এ সুযোগ গ্রহণ করতে।

বস্তুতঃ এদেশের মাটিতে বৃটিশ আমলে এর যাত্রা বেসরকারী পর্যায়ে শুরু হলেও কালের গতিতে এর অগ্রগতি শুধু ব্যাহত হয়নি; বরং এ প্রচেষ্টার বহুলাংশে বিলুপ্তি ঘটে। এ অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসে কিছু উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে। ঢাকায় একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন, বাংলাদেশ।

১৯৮১ সালে অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলামের উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খানকে সভাপতি করে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংগঠন। ২৪শে জানুয়ারী ১৯৮১ ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে এবং ১৯৮৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিদেশী অনুদান গ্রহণের অনুমোদন পায়।

ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচীর লক্ষ্যার্জনে গ্রাম পর্যায়ে ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সম্পৃক্ত করা। এই লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে একটি স্বাস্থ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই সেবামূলক কর্মকান্ড প্রসারের জন্য অধ্যাপক ইসলামের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব ইব্রাহিম মিঞা ১৯৮৫ সালের ৪ঠা জুন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন এলাকায় সাত একর এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক জনাব এম, এ সালাম ১৯৮৩ সালের ১৩ই মে ফিরোজ শাহ কলোনী সংলগ্ন এলাকায় সোয়া দুই একর জমি দান করেন।

অধ্যাপক ইসলামের আবেদনে সাড়া দেন প্রাক্তন উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) সুলতান আহমদ। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (রেলপথ বিভাগ) ১৯৮৫ সালের ১০ই মার্চ ফয়'জ লেক সংলগ্ন তিন একর পাহাড়ী জমি ৯৯ বছরের জন্যে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের অনুকূলে ইজারা দেয়। অত্যন্ত স্বল্প সময়ে বিনামূল্যে এ জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করে জনাব সুলতান এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

পরবর্তীতে যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রমের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক একর ৭৮ শতক জমি বরাদ্ধ দেয়া হয়। ১৯৯২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর উক্ত ভূমি হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ বছরের ১৪ই অক্টোবর ষোলশহর রেল ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আরো ১.৪৩ একর জমি বরাদ্ধ দেয়া হয়।

জনসেবা কমপ্লেক্স ও আইএএইচএস

১৯৮৪ সালের মে মাসে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নে সমন্বয় সাধন এবং সেবা ধর্মী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে জনসেবা নামে একটি কম্যুনিটি হেলথ্ ও সোশ্যাল সার্ভিস প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের তিনটি মূল উপাদান হচ্ছে ঃ

১। ইমাম, মুয়াজ্জিন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অন্যান্য ধর্মের পুরোহিতগণসহ সকল স্তরের অব্যবহৃত, অর্ধ ব্যবহৃত জনশক্তিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সকল স্তরে স্বাস্থ্য জনশক্তির কাজের সমন্বয়ের লক্ষ্যে এমবিবিএস পর্যায়ের চিকিৎসক সৃষ্টির জন্যে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।

২। প্রত্যক্ষভাবে আর্ত মানবতার সেবার লক্ষ্যে ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষুধের সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করার জন্যে একটি ওষুধ কারখানা স্থাপন।

ফয়'জ লেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রদত্ত তিন একর জমির দশভাগের একভাগও ব্যবহার উপযোগী ছিলনা। পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট উঁচু পাহাড় ঘেরা ত্রিভূজাকৃতির স্থানটির দক্ষিণ–পশ্চিমাংশ ছিল নীচু জমি। এমনকি উপরে উঠার কোন পথও ছিলনা।

ক্যাপ্টেন ডাঃ বজলুর রহমান চৌধুরী চট্টগ্রামে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৮৫ সাল থেকে স্থানটি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নেন তিনি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সময়ে প্রচন্ড পরিশ্রমে ভূমি চিহ্নিত করণ, অধিগ্রহণ, উন্নয়ন, পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন, জংগল পরিস্কার করে কাঁটাতারের বেড়া প্রদান এবং প্রায় পাঁচ হাজার বর্গফুট আয়তনের টিন শেড নির্মাণের কাজ তিনি একাই তদারক করে যান। যার উপর ভিত্তি করে আইএএইচএস এর ভবিষ্যৎ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ডাঃ রহমানের মৃত্যুর আগ থেকে ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রাজশাহী বদলী হলে জনাব আবুল কাসেম এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮৬–৮৭ সালে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের অনুকূলে ফয়'জ লেকে রেলওয়ে বিভাগের দেয়া জমিতে দু'টি শেড নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৮৮সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মী প্রশিক্ষণ ও সীমিত চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত থাকে।

এ সময়ে এখাতে ব্যয়ের সিংহভাগই মিটানো হতো জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলামের ব্যক্তিগত অনুদান ও ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের সীমিত সামর্থ্য থেকে। কিন্তু এত বড় একটি প্রকল্প এই সামান্য অনুদানে চলা অসম্ভব। ফলে কাজের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর। এতে বিভিন্ন মহলে সংশয় এবং শঙ্কার সঞ্চার হচ্ছিল। সাহায্যের জন্যে দ্বারে দ্বারে ফিরেও তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

১৯৮৮ সালের ১৮ই আগস্ট সৌদি আরবের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আবদুল লতিফ আবদুল্লাহ আল মায়মানী জনসেবা কমপ্লেক্স পরিদর্শন এবং সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম ফলক উম্মোচন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী টি, কে গ্রুপের জনাব এম.এ. কালাম দশ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন। এই অনুদান ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা ও উৎসাহ বয়ে আনে। জনাব কালাম অনুদান প্রদান করে কোন প্রচার-প্রপাগান্ডা চাননি। বস্তুতঃ তিনি বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকেই অধ্যাপক ইসলামকে বড় ধরণের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন।

অধ্যাপক ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ট দু'জন কূটনীতিক সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল লতিফ আবদুল্লাহ আল মায়মানী এবং ফরাসী রাষ্ট্রদূত এম এস ফিলিওলের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁদের নিকট থেকে তাৎক্ষণিক কোন সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়নি। এসময়ে তিনি তার সহকর্মী, শুভাকাংখী এমনকি ছাত্রদেরকেও জনসেবা প্রকল্প তথা আইএএইচএস প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান এবং তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই প্রকল্প রূপায়নে সকলের উৎসাহ ছিল প্রচুর। কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে প্রবল বাধা হেতু তাঁকে বেছে নিতে হয় ভিন্নপথ।

আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি

১৯৮৪ সালের ১৮ই আগস্ট তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্সটিটিউট অব মেডিসিন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন।

২৩শে অক্টোবর ১৯৮৪ অনুষ্ঠিত ১০০ তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় উক্ত প্রস্তাব বিবেচিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্সটিটিউট অব হেলথ্ সায়েন্সেস (Institute of Health Science) নামে একটি ইন্সটিটিউট স্থাপনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করার জন্য অধ্যাপক ইসলামকে অনুরোধ করা হয়। একই সংগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে প্রস্তাবটি পেশ করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়।

১৯৮৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১১১তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় নীতিগতভাবে অধ্যাপক ইসলাম প্রদত্ত প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সভায় ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস নাম ঠিক করা হয় এবং প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য অধ্যাপক ইসলামকে অনুরোধ জানানো হয়। একই সভায় সংশোধিত প্রস্তাব পুনরায় একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করার জন্য বলা হয়।

১৯৮৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ১১২তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভা প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রকল্পটি ফরমেট আকারে প্রস্তুত করতঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলা হয়।

১৯৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত ২০২তম সিণ্ডিকেট সভায় প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে আর্থিক সাহায্য ও অনুদান প্রাপ্তির ব্যাপারে বিভিন্ন এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য অধ্যাপক ইসলামকে অবৈতনিক সমন্বয়কারী (Co-ordinator) হিসেবে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। **কিন্তু সরকার এই প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন না করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গীভূত ইন্সটিটিউট হিসেবে আইএএইচএস এর প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সরকারের উর্ধতন মহলে বহু দেন-দরবার করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাস্থ্য সেবা খাতে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।**

নবরূপে আইএএইচএস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এঁর অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএএইচএস এর বিলুপ্তি ঘটলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যে অপরিমেয় আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে অধ্যাপক ডা:নুরুল ইসলামকে আইএএইচএস এর সমন্বয়কারীর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তার মৃত্যু হয়নি। তাই তিনি তাঁর উপর অর্পিত সেই দায়িত্ব একাই পালন করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এবং সংকল্পের দৃঢ়তায়।

১৯৮৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সমমনা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও সহকর্মীদের চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। উদ্দেশ্য ছিল আইএএইচএস এর গভর্ণিং বডি গঠন। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে 'আইএএইচএস ' এর প্রথম গভর্ণিং বডি গঠন করা হয় এবং রাত ১১ টায় একই স্থানে এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনতিবিলম্বে আইএএইচএস-এ

ছাত্র ভর্তি এবং সেশন শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহকে পরিচালক এবং জনাব আবুল কাসেমকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

প্রথম গভর্ণিং বডি

চেয়ারম্যান	ঃ	জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, (প্রতিষ্ঠাতা)।
ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ	ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ।
সদস্যবর্গ	ঃ	প্রফেসর কামালুদ্দীন আহমেদ। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। প্রফেসর কে এম ফরিদ উদ্দিন। জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, এম. পি। জনাব সেকান্দর হোসেন মিঞা, এম. পি। ইঞ্জি: আফসার উদ্দিন আহমদ, এম. পি। জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী। জনাব এম এ সালাম। ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস। জনাব এনায়েত উল্লাহ্ খান।
সদস্য—সচিব	ঃ	প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ্।.

প্রথম একাডেমিক কাউন্সিল

একই সভায় ইন্সটিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কমিটি ছিল নিম্নরূপঃ

চেয়ারম্যান	ঃ	জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম।
ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ	ডাঃ রবিউল হোসেন।
সদস্যবর্গ	ঃ	ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ। প্রফেসর এ এফ এম আমিনুল ইসলাম। প্রফেসর পি বি রায়। প্রফেসর ফজলুল কাদের। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম। ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ। ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, চ:বি:।
সদস্য—সচিব	ঃ	প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ।
প্রথম ইমারত নির্মাণ কমিটি	ঃ	জনাব এম, এ সালাম (কনভেনর)।

প্রথম ছাত্র ভর্তি

১৯৮৯ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক ইত্তেফাকে আইএএইচএস এ ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ঢাকাস্থ মতিঝিল ও চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ শাখা থেকে ইন্সটিটিউটের ভর্তি ফরম ও প্রসপেকটাস বিতরণ শুরু হয়।

২৩ শে মার্চ হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বিকেল তিনটা থেকে কাতালগঞ্জস্থ জনসেবা ফার্মাসিউটিক্যালসের কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এতে অংশ নেন অধ্যাপক ইসলাম, ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ, ডাঃ কর্ণেল এম মহসিন, প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ ও ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস। পরদিন ২৪শে মার্চ পরীক্ষা শেষ হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ১লা এপ্রিল ১৯৮৯ প্রকাশ করা হয়।

যোগাযোগের অসুবিধা হেতু জনসেবা ফার্মাসিউটিক্যালসের অফিসকেই আইএএইচএস এর প্রথম ব্যাচের ছাত্র ভর্তির জন্যে ব্যবহার করা হয়।

ক্লাস শুরু

এ সময় ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের নির্মিত এল–আকৃতির টিন শেডে কয়েকটি টেবিল চেয়ার ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখানে একজন মেডিক্যাল অফিসার বর্হিবিভাগীয় রোগী দেখতেন। এমবিবিএস ক্লাস আরম্ভ করা ছিল খুবই কঠিন। অন্ততঃ একটি ব্যাচের ক্লাস নেয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সবাই তৎপর হয়ে উঠেন। প্রথমেই টি. কে গ্রুপের কালাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জায়গা দেখেন এবং বিস্তারিত প্লান পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। অথচ সময় এত সংক্ষিপ্ত যে, একটি মাষ্টার প্লান দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আরো একটি শেড নির্মাণ করে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৮৯ সালের ৭ই এপ্রিল ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের আজীবন সদস্য জনাব এ এম মাহবুব শেড নির্মাণে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইন্সটিটিউটের পরিচালক নির্মাণ কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করে অনুকূল সুপারিশ করায় আইএএইচএস চেয়ারম্যান তাঁকে প্রাথমিক নির্মাণ কাজের

দায়িত্ব প্রদান করেন। ৮ই এপ্রিল ১৯৮৯ থেকে আরম্ভ হয় নির্মাণ কাজ। সড়ক নির্মাণসহ প্রায় পাঁচ হাজার বর্গফুট আয়তনের পাহাড়ী ভূমি সুবিন্যস্ত করণের মাধ্যমে শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততায়। এসময়ে আসবাব-পত্র, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের জন্যে সক্রিয় হতে হয়। প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠান ফিডকোর সাথে যোগাযোগ করেন। ফিডকোর পক্ষ থেকে দু' মাসের আগে কোন ফার্ণিচার দেয়া সম্ভব নয় বলে জানানো হলে পরিস্থিতি আরো বিবর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে ২৯শে এপ্রিল আশকার দীঘির পাড়ের একটি দোকানে সীমিত সংখ্যক আসবাব-পত্রের অর্ডার দেয়া হয়। আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংগৃহীত হতে থাকে। বছর ঘুরতেই অর্ধশত নতুন মুখের আগমনে মুখর হয়ে উঠে আইএএইচএস।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৮৬ সালের ২৪শে জুলাই জনসেবা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় শর্তাধীনে জাপানী অনুদানের জন্য দরখাস্ত করার অনুমতি প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পত্রটি নিম্নরূপঃ-

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
(HEALTH WING)
DEV-1 SECTION

No. DEV-1 FVO-21/86/239 Dated 24.7.1986

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Exploring the possibility of inviting Japanese assistance for implementation of the Project "JANASHEBA", a Community Health and Social Services Project.

Ref: DSS-sha-11 (SS-3)/M-25/86/178 Dated 23. 6. 86

With reference to the memo quoted above on the above subject the undersigned is directed to say that the Ministry of Health and Family Planning (Health Wing) has no objection to the implementation of the project "JANASHEBA", a Community Health and Social Services Project" by the Islamic Medical Mission on the following terms and conditions:

1. Islamic Medical Mission must be registered as Voluntary organisation with the Department of Social Services of Bangladesh if not already done.
2. All expenses in connection with implementation of the project shall have to be borne by the Islamic Medical Mission & no expenditure will be borne by this Govt.
3. The organisation shall abide by the provision of the Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Ordinance 1978 and the rules framed thereunder.
4. The Annual and quarterly, activities report of the organisation and project shall have to be submitted to the Secretary, Ministry of Health and Family Planning and Director General of Health Services.
5. The Local Civil Surgeon as a representative of the Ministry will inspect the activities of the organisation and the project.
6. The Budget of the project shall have to be finally approved by the Standing Committee in ERD through the Ministry of Health and Family Planning.

(Tapan Kumar Das)
Assistant Secretary.

To
The Secretary,
Ministry of Social Welfare & Women Affairs,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
(Atten: Mrs. Ashura Begum)
Sr. Asstt. Secretary.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(স্বাস্থ্য বিভাগ)
ডেভ-১ সেকশন

নং ঃ ডেভ-১/এফডিও-২১/৮৬/২৩৯ তারিখ ঃ ২৪-৭-১৯৮৬

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ কম্যুনিটি হেলথ্ ও সোস্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট "জনসেবা" বাস্তবায়নে জাপানী সাহায্য আহবানের সম্ভাব্যতা যাঁচাই।

সূত্র ঃ ডিএসএস-এসএইচএ-১১(এসএস-৩)/এম-২৫/৮৬/১৭৮.
তারিখ ঃ ২৩-৬-১৯৮৬।

উপরোক্ত স্মারকে বর্ণিত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাচ্ছেন যে, ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন কর্তৃক কম্যুনিটি হেলথ্ ও সোশ্যাল সার্ভিস প্রকল্প 'জনসেবা' বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত শর্ত ও নিয়মাধীনে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য বিভাগ) এর কোন আপত্তি নেইঃ

১। ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন বাংলাদেশের সমাজ সেবা বিভাগের অধীনে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল ব্যয়ভার ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনকে বহন করতে হবে এবং সরকার কোন ব্যয়ভার বহন করবেন না।

৩। সংগঠনটিকে বিদেশী সাহায্য (স্বেচ্ছাসেবী তৎপরতা) বিধি অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এবং তার বিধান সমূহ মেনে চলতে হবে।

৪। সংগঠন ও প্রকল্পের বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সচিব এবং মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সিভিল সার্জন সংগঠন ও প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন।

৬। প্রকল্পের বাজেট স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইআরডি'র স্টান্ডিং কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

(তপন কুমার দাশ)
সহকারী সচিব

সমীপে,
সচিব,
সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মিসেস আশুরা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উক্ত অনুমোদন পত্রে স্পষ্টভাবে জনসেবা প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। যার অনিবার্য উপাদান আইএএইচএস।

তাই আইএএইচএস প্রতিষ্ঠায় কোন রকমের বাধা থাকার কথা ছিল না।

১৯৮৯ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন এবং ১লা এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরও মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

অধিকন্তু, ১৯৮৯ সালের ২৮শে মার্চ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করে যা ৬ই এপ্রিল আইএএইচএস কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে। আইএএইচএস এর উদ্যোক্তাগণ একে স্বাভাবিক বলে মনে করেন।

জরুরী
রেজিষ্ট্রিকৃত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

নং- ডি.জি.এইচ.এস/ এম.ই.এম.পি.ডি.এইচ/৮৪/৮৬/৩৪২৫ তারিখঃ ২৮/৩/৮৯

প্রতিঃ ডাঃ সিদ্দিক উল্লাহ
অধ্যক্ষ,
জনসেবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
ফয়েজ লেকের নিকটে ও
বি এন এস বি হাসপাতালের সাথে,
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

বিষয়ঃ **"প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের তথ্যাবলী সংগ্রহ প্রসংগে"।**

বাংলাদেশের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।

ক) কখন কলেজটি আরম্ভ হইয়াছে।

খ) প্রত্যেক বৎসর ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা কত নেওয়া হয়।

গ) ১৯৮৯ইং সাল পর্যন্ত মোট কত জন ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে।

ঘ) উক্ত কলেজে অধ্যাপক/লেকচারার কাহারা তাহাদের একটি তালিকা।

ঙ) কোন কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান উক্ত কলেজের প্রশিক্ষণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

অধ্যাপক গোলাম রসুল
পরিচালক
চিকিৎসা শিক্ষা, জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য মহা পরিচালকের পক্ষে,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপরিউক্ত পত্র আইএএইচএস কর্তৃপক্ষের হাতে পৌছার তিন দিন আগে মন্ত্রণালয় থেকে ভিন্নরূপ একটি পত্র ইস্যু করা হয়। যা ৮ই এপ্রিল ১৯৮৯ ইং পৌছে। পত্রটি নিম্নরূপঃ

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত
রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

নং চিঃ শিঃ হাঃ / বিবিধ-৩/৮৯/২৬০

তারিখঃ ৩-৪-১৯৮৯ ইং / ২০-১২-৯৫ বাং

বিষয়ঃ চট্টগ্রামস্থ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্স (আই.এ.এইচ.এস) এর কার্যক্রম প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছেন যে, সরকারের গোচরীভূত হয়েছে যে, সম্প্রতি চট্টগ্রামে "ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্স" নামে একটি প্রতিষ্ঠান চলতি শিক্ষা বর্ষে (১৯৮৮-৮৯) ১ম বর্ষ এম.বি.বি.এস. ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৮০ এর ৩১ নং ধারা অনুযায়ী সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ নিষিদ্ধ। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান তাদের এই কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট হতে কোন অনুমোদন গ্রহণ করেছেন বলে আমরা অবগত নহি।

২। অতএব, কিসের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে তা অনতিবিলম্বে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও অনুমোদন গ্রহণ না করা পর্যন্ত চট্টগ্রামস্থ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্স (আই.এ.এইচ.এস) এর এম.বি.বি.এস. কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ সকল প্রকারের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

৩। নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম অনতিবিলম্বে বন্ধ করা না হলে সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

(মোঃ মতিয়ুর রহমান)
উপ-সচিব।

প্রাপক ঃ
অধ্যাপক ছিদ্দিক উল্লা,
অধ্যক্ষ,
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্স
ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম।

নং চিঃ শিঃ হাঃ / বিবিধ-৩/৮৯/

তারিখঃ ৩-৪-১৯৮৯ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ-

১। ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম,
চেয়ারম্যান,
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্স,
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।

৪। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ইন্সটিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ ১৯৮৯ সালের ১৭ই এপ্রিল উক্ত পত্রের নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেন ঃ

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস
পরিচালকের (একাডেমিক) কার্যালয়
জনসেবা কমপ্লেক্স, ফয়'জ লেক, চট্টগ্রাম।

সূত্র ঃ – ম/ ৩২০/ তারিখ ঃ ১৭-৪-৮৯ ইং

বরাবরে,
উপ–সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস (আই.এ.এইচ.এস) এর কার্যক্রম প্রসংগে।

সূত্র ঃ নং চি.শিঃহাঃ/বিবিধ–৩/৮৯/২৬০ তারিখ ৩-৪-৮৯ ইং

সূত্রে বর্ণিত আপনার পত্রের জবাবে জানান যাইতেছে যে–

১। জনসেবা একটি কমিউনিটি হেলথ্ এণ্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট।

২। "ইন্সটিটউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস" জনসেবা প্রজেক্টের একটি অংগ।

৩। জনসেবা বা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য শাখা) এর অনুমোদন রহিয়াছে। (স্বারক নং– ডেভ–১/এফ.ভি.ও – ২১/৮৬/২৩৯ তারিখ ২৪–৭–৮৬)।

৪। উপরোক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমরা পত্রিকা মারফত যথাযথ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্বাচনী পরীক্ষা দ্বারা মেধাভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ে ছাত্র ভর্তি সম্পন্ন করিয়াছি।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে "ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস" এর কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আমরা একান্তভাবে বিশ্বাসী।

ধন্যবাদান্তে –

(অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ)
পরিচালক (একাডেমিক)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

১। ভাইস চ্যান্সেলার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। মহা–পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

মন্ত্রণালয় প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর উপরোক্ত পত্রের কোন জবাব না দিয়ে ৫ই মে ১৯৮৯ইং বাংলার বাণী ও অন্যান্য দৈনিকে এক তথ্য বিবরণী ছাপে। এখানে বাংলার বাণীতে প্রকাশিত তথ্যবিবরণী তুলে ধরা হলো ঃ

বাংলার বাণী

ঢাকাঃ বুধবার ২০ বৈশাখ ১৩৯৬

চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে অনুমোদন নেই

চট্টগ্রামে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্স নামে বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

চট্টগ্রামে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে সরকার কোনরূপ অনুমোদন প্রদান করেনি। তাছাড়া সরকারী অনুমতি ব্যতীত ঐরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন রীতি বিরুদ্ধ এবং আইনতঃ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরূপ যোগাযোগের বিষয়ে সরকারের কোন দায়–দায়িত্ব নেই। তথ্য বিবরণীর।

আইএএইচএস এর ক্লাশ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি অভিভাবকদের মনে স্বভাবতই নানা বিভ্রান্তি ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। এর মোকাবিলা করতে হয় একদিকে শান্ত স্বভাবের পরিচালক ডাঃ ছিদ্দিকুল্লাহ এবং তাঁর সহকর্মীদের। অন্যদিকে নানা প্রকট প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয় আইএএইচএস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে। স্বল্প কথায় তাঁর অকপট বস্তুনিষ্ঠ জবাব ছিল– "আইএএইচএস" নামক শিশু জন্ম নিয়েছে – এর বেঁচে থাকার অধিকার আছে – নিরপরাধ শিশু হিসাবে। এর জন্ম বৈধ না অবৈধ সেই প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তবে একে বাঁচিয়ে রাখার ভার আমাদের নিতে হবে। এ শিশুকে সুস্থ–সবল করে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কোন অপশক্তি এ নিষ্পাপ শিশুকে বিনাশ করতে পারবে না" – এ জবাব অনেক অভিভাবকের মনে সাহস জুগিয়েছিল। ছাত্র–ছাত্রীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তা না হলে আইএএইচএস এর কার্যক্রম নিঃসন্দেহে বিলম্বিত হত। এভাবে কুচক্রীদের বেড়াজাল ভেদ করে এ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলে।

যাত্রা শুরুর কথামালা

১৩ই মে ১৯৮৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রী, তাদের পিতা–মাতা, অভিভাবকগণ, দাতা এবং গভর্ণিং বডি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি যোগদান করেন। ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। আইএএইচএস গভর্ণিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার

সভাপতি ডাঃ এল. এ কাদেরী, ডাঃ রবিউল হোসেন এবং দু'জন অভিভাবক প্রফেসর এস. কে বড়ুয়া ও প্রফেসর এম,এস রসুলসহ অনেকে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এর কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হ'ল।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

"মেডিক্যাল শিক্ষায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সম্পৃক্ত একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছিল আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন। আজ তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এটা এক স্মরণীয় সূচনা আমি আনন্দিত এ জন্যে যে, জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সংগ্রামে আজ আমি একা নই। এখানে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহই জ্ঞাপন করেননি, একই সঙ্গে এই কর্মসূচী রূপায়নে সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন। জমি প্রদানের মাধ্যমে সরকার যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, সমাজ সেবা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে যে উৎসাহ আমরা পেয়েছি এবং সর্বোপরি নেটওয়ার্কের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি তার সবই অনাড়ম্বরভাবে সূচিত এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় আস্থাশীল করেছে। আমাদের সকল শিক্ষার্থীদের এই ভেবে গর্ব অনুভব করা উচিৎ যে, তারাই প্রথম। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের সাথে তাদের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকবে।

তবে আমি এই বলে তাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, তারা যে রূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে তাও ইতিহাসে স্থান পাবে।"

ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ

"আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। আজ এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখতে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। সূচনা পর্বটা কারো কারো কাছে উৎসাহব্যঞ্জক মনে না হলেও এর যা কিছু সম্ভাবনা রয়েছে তা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগীত প্রদানের জন্য যথেষ্ট।"

ডাঃ রবিউল হোসেন

"দু'মাস আগে যখন আমি এখানে আসি তখন ভাবতেই পারিনি এত কম সময়ে কি করে এখানে একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। আজ আমি পুনরায় নিশ্চিত হলাম যে, ক'জন ত্যাগী পুরুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কত বড় বিস্ময়কর কাজ সমাপ্ত করতে পারে।"

ডাঃ এল. এ কাদেরী

"একশ দশ মিলিয়ন লোক অধ্যুষিত বাংলাদেশে আজ ৮টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। আমাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয় যে, দেশে আরো অনেক মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ থাকা উচিৎ। সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা উচিৎ। ঢাকায় ক'জন উৎসাহী লোকের প্রচেষ্টায় একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসাহব্যঞ্জক। আইএএইচএস প্রতিষ্ঠা একটি প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। আমি আশা করবো বেসরকারী উদ্যোগে এ ধরণের আরো অনেক মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠবে।"

প্রফেসর এস. কে বড়ুয়া

"এই ইন্সটিটিউটের উদ্যোক্তাদের উপর আমাদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে অভিভাবক হিসেবে আমরা গর্বিত।"

প্রফেসর এম,শফিকুর রসুল

"তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি স্মরণ করছি যে, আজ এই ইন্সটিটিউটের যে অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ ছিল তার অবস্থা। সাদা মাটা ধরণের কয়েকটি আধা-পাকা ঘর, অল্প ক'জন শিক্ষক এবং তার চেয়েও কম ছিল সুযোগ-সুবিধা। অনেকেই কলেজটি টিকবে কিনা ভাবতেন। আর কেউ কেউ আমাদের বিদ্রুপ করতেন। আমি আমার মেয়েসহ সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, কোন বাধাই এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারবেনা। কারণ এর রয়েছে সময়োচিত ও যোগ্যতর নেতৃত্ব।"

মন্ত্রণালয়ের সাথে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

১৩ই মে ১৯৮৯ আইএএইচএস এ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে কিছুকাল মন্ত্রণালয় চুপ থাকে। কিন্তু আবার শুরু হয়ে যায় সেই পুরানো কথামালা। সর্বশেষ পর্যায়ে ১৯৮৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত পত্র প্রদান করেন ঃ

অতি জরুরী

পত্র প্রাপ্তির স্বীকারোক্তিসহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(চিঃ শিঃ হাঃ শাখা)

নং – চিঃ শিঃ হাঃ /বিবিধ–৩/৮৯/৭৩৩ তারিখঃ ২০/৯/৮৯ ইং / ৫/৬/৯৬ বাং

বিষয় ঃ চট্টগ্রামস্থ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্স (আই এ এইচ এস) এর কার্যক্রম প্রসংগে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং – চিঃ শিঃ হাঃ / বিবিধ–৩/৮৯/৩৮৯ তারিখ ২৭/৫/৮৯ ইং

উপরোক্ত বিষয়ে বর্ণিত সুত্রের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছেন যে, সরকারের জারীকৃত মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এ্যাক্টের ৩১ ধারার (২) উপ–ধারার বিধানানুযায়ী সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, প্রসূতি বিদ্যা, সেবাবিদ্যা, ঔষধ শাস্ত্র, ধাত্রীবিদ্যাসহ চিকিৎসা বিদ্যার পাঠক্রম পরিচালনা করা এবং এর প্রেক্ষিতে স্নাতক, উপাধি, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স কিংবা সনদপত্র বিতরণ করতে পারে না। যিনি এই বিধির পরিপন্থী কাজ করবেন তাঁকে বি.এম.ডি.সি আইনের ৩১(২) ধারার আওতায় শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

২। মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আপনি অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

৩। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আপনার কোনরূপ বক্তব্য থাকলে তা আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে আপনার নিকট হতে সন্তোষজনক জবাব না পেলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবে।

(অপূর্ব কুমার বিশ্বাস)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ২৩০০০–৩৫০১।

প্রাপক ঃ
পরিচালক (একাডেমিক),
জনসেবা কমপ্লেক্স

এক্ষেত্রে সকল ভুল–বুঝাবুঝির অবসান কল্পে অবশেষে ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম সরাসরি বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বর স্বাস্থ্য সচিবের কাছে একটি পত্র পাঠান। এতে সমাজ কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাবনা এবং তাদের নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয় যে, আইএএইচএস শুরু থেকেই সরকারী সমর্থন পেয়ে আসছে। নিয়ম বর্হির্ভূত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তথ্যভিত্তিক এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ১৯৯০ সালের ১১ই জানুয়ারী স্বারক নং চিঃ শিঃ হাঃ / বিবিধ–৩/৮৯/২৭ এর মাধ্যমে আইএএইচএসকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি এখানে প্রকাশিত হল ঃ

# INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road
Dhaka- 1205
Bangladesh

12 Nov. 1989

The Secretary,
The Ministry of Health and Family Planning,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Bangladesh Secretariat Dhaka.

Sub: JANASHEBA - A Community Health and Social Services project.
Ref: Memo, No.Health FA/S-2/D-45/89/543 Dated 31-10-89.

Dear Sir,

1. Please refer your memo quoted above.
2. The ERD was requested vide our letter No. IMM/86/11(2) dated 17.5.86 through the Department of Social Services, Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, the lead Ministry of Islamic Medical Mission for exploring Japanese assistance for the project JANASHEBA of which Institute of Applied Health Sciences (IAHS) is one of the components.

   A copy of the project JANASHEBA was enclosed along with the said letter.
3. The letter along with enclosure were sent to the Ministry of Health and Family Planning by the Ministry of Social Welfare and Women's Affairs vide their No. DSS-Sha-11(SS-3)/M-25/86/178 dated 23-6-86.
4. The Ministry of Health and Family Planning vide their No. Dev-1/IFVC-21/86/239 dated 24.7.86 accorded no objection to implement the project JANASHEBA, a Community Health and Social Services Project of which Institute of Applied Health Sciences is an integral part with condition that all expenditure for implementation of the project would be borne by the Islamic Medical Mission and no expenditure would be borne by the Government along with a few other conditions which are applicable mainly for foreign aided projects.
5. Since no commitment for foreign assistance for JANASHEBA Project has yet been received either from Japan or any other country the project is being implemented through local initiative with local donations. As such other conditions do not appear to be applicable.
6. By now the Institute of Applied Health Sciences (IAHS) an integral component of the project JANASHEBA earned wide reputation in the locality and could create confidence in people.
7. It may be mentioned here that the present Government is putting much importance in private initiative towards health for all. This is evident from the public speeches of the Minister for Health.
8. Involvement and active participation of the personalities (List attached) as members of the Governing Body reflects the status of the Institute in the eyes of the national representatives/administrators/scientists.

   Hope this will clarify the position of IAHS of the JANSHEBA· project of the Islamic Medical Mission.

Yours faithfully,

(N. Islam)

Encl: As above.

Copy to:
The Secretary,
The Ministry of Social Welfare & Women's Affairs,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Bangladesh Secretariat, Dhaka.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road
Dhaka- 1205
Bangladesh

১২ই নভেম্বর ১৯৮৯

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণ—প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ কম্যুনিটি হেল্‌থ ও সোস্যাল সার্ভিস প্রজেক্ট 'জনসেবা'।

সূত্রঃ মোমো নং – স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এফএ/এস–২/ডি–৪৫/৮৯/৫৪৩ তারিখ ৩১–১০–৮৯

প্রিয় মহোদয়,

১। উপরোক্ত সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২। ১৭–৫–৮৬ ইং আমরা আমাদের পত্র নং আই এম এম /৮৬/১১(২) এর মাধ্যমে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয় সমাজ সেবা ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমাজ সেবা বিভাগের মাধ্যমে বর্হিসম্পদ বিভাগের নিকট জাপানী অনুদানে জনসেবা প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাঁচাইএর জন্য যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলাম ইন্সটিটিউট অব্ এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) তার অন্যতম উপকরণ।

ঐ পত্রের সাথে জনসেবা প্রকল্পের একটি কপি সংযুক্ত ছিল।

৩। সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্মারক নং ডি এস এস/ এস এইচ এস–১১ (এস এস–৩).এম–২৫/৮৬/১৭৮ তারিখঃ ২৩–৬–৮৬ সংযুক্ত কাগজ পত্রাদিসহ ঐ পত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।

৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় স্মারক নং – ডেভ–১/আই এফ ডিও–২১/৮৬/২৩৯ তারিখঃ ২৪–৭–৮৬ এর মাধ্যমে কম্যুনিটি হেলথ্ ও সোস্যাল সার্ভিস প্রজেক্ট জনসেবা বাস্তবায়নে অনাপত্তি জ্ঞাপন করেন। ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস জনসেবা প্রকল্পের অন্যতম উপকরণ। মন্ত্রণালয় ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন কর্তৃক সকল ব্যয়ভার বহন করা হবে এবং সরকার কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করবেন না এবং সেই সাথে মূলতঃ বিদেশী সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিছু শর্তারোপ করেন।

৫। এ পর্যন্ত জাপান কিংবা অন্য কোন দেশ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অনুদানের উপর নির্ভর করে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিধায় অন্যান্য শর্তাদি প্রযোজ্য হচ্ছে না।

৬। ইতোমধ্যে জনসেবা প্রকল্পের অঙ্গীভূত হিসেবে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং জনমনে আস্থার সঞ্চার করতে পেরেছে।

৭। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য' কর্মসূচীর লক্ষ্যার্জনে বেসরকারী উদ্যোগের উপর জোর দিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

৮। ইন্সটিটিউটের গভর্ণিং বডির সদস্য হিসেবে (তালিকা সংযুক্ত) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ জাতীয় প্রতিনিধিগণ/প্রশাসকবর্গ এবং বিজ্ঞানীদের কাজে ইন্সটিটিউটের মর্যাদার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

৯। আশা করবো এতে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের জনসেবা প্রকল্পাধীন আই এ এইচ এস এর অবস্থান ব্যাখ্যা করা হবে।

আপনার একান্ত

(এন. ইসলাম)

সংযুক্তিঃ উপরের বর্ণনা মত।

অনুলিপিঃ সচিব,
সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

উক্ত পত্র প্রেরণের পর মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ শুরু হয় এবং অবশেষে ১৯৯০ সালের ১১ই জানুয়ারী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষা ও হাসপাতাল শাখা থেকে আইএএইচএসকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আইএএইচএসকে প্রদত্ত স্বীকৃতি-পত্রটি নিম্নরূপঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(চিঃ শিঃ হাঃ শাখা)

নং চিঃ শিঃ হাঃ/ বিবিধ-৩/৮৯/ ২৭ তারিখঃ ১১-০১-১৯৯০ ইং,
(২৮-০৯-১৩৯৬ বাং)

বিষয়ঃ **চট্টগ্রামস্থ্ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্স (আইএএইচএস) নামক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা প্রতিপালন সাপেক্ষে চট্টগ্রামের ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের বিষয়ে সরকারের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করছেন।

(অপূর্ব কুমার বিশ্বাস)
সহকারী সচিব

প্রাপকঃ
পরিচালক (একাডেমিক),
জনসেবা কমপ্লেক্স,
ফয়েজ লেক,
চট্টগ্রাম।

এ পর্যায়ে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের স্মৃতিকথা 'জীবনস্রোতে'র একটি অংশ উদ্ধৃত করা হলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে ঃ

"যাহোক আবার পটপরিবর্তন। মন্ত্রীমহোদয়ের (ডা: এম এ মতিন এর) দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। কিছুদিনের মধ্যে নতুন মন্ত্রী ডাঃ আজিজুর রহমান এফ.আর.সি.এস.কে নিয়োগ করা হল। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। খোলা মন। কুটিলতা নেই। যা মনে আসে মুখে প্রকাশ করেন। এক কথায় তিনি বহুরূপী কিংবা নীচমনা নন। বস্তুতঃ নতুন দায়িত্ব নেবার পর তিনি সশ্রদ্ধভাবে যাঁদের শুভেচ্ছা কামনা করেন, আমি তাঁদের একজন।

একদিন তিনি বলে বসলেন আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউটে তাঁর এক বন্ধুর মেয়েকে ভর্তি করতে হবে, অবশ্য সে যদি বাছাই পরীক্ষায় টিকে থাকে। উপযুক্ত বিবেচিত হলে নিশ্চয় তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া হবে এ আশ্বাস দিলাম। বস্তুতঃ তাঁর প্রস্তাবে আমি নিশ্চিত হলাম এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর পূর্বসূরীর মতো অসূয়া ও হীনমনোভাব তাঁর নেই, বরং সমর্থন আছে। বহুলপ্রচারিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ক্যুরিয়ার' সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ্ খান আইএএইচএস এর গভর্ণিং বডির একজন প্রভাবশালী সদস্য। তাঁর সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা দু'জন মন্ত্রীমহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অনুমতিপত্র নিয়ে আসব। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচিব হাসান আহমদ শুরু থেকেই আমাকে এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়ে ছিলেন। মন্ত্রী এবং সচিবের সমঝোতা ছিল চমৎকার। সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় তাঁরা উৎসাহ দিয়ে থাকেন। সে সুযোগে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে রাখা আমরা নিতান্ত সমীচীন মনে করি। দু'তিন দিন পর আমি এবং এনায়েতউল্লাহ্ খান মন্ত্রীমহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করি। সচিব মহোদয় তখন উপস্থিত ছিলেন। দরখাস্ত পেশ করার সাথে সাথে মন্ত্রীমহোদয় তাঁর সমর্থন জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আমি ও এনায়েতউল্লাহ্ খান বারান্দা দিয়ে হাঁটতে বলাবলি করছিলাম মানুষে মানুষে কত ব্যবধান।

কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারী অনুমতি পেলাম। প্রত্যেকটি খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল 'আইএএইচএস সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হল' শিরোনামে। ভূতপূর্ব মন্ত্রীমহোদয়ের বৈরীভাব না থাকলে আমরা হয়ত সতর্কতার সাথে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যেতাম না। অহেতুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তিনি আমাদের প্রতিযোগী হবার সুযোগ দিয়েছেন এবং সেজন্যই আমরা সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হয়েছি। স্বল্প সময়ে আমাদের সফলতার পেছনে অতীত এবং বর্তমান

মন্ত্রীমহোদয়ের অবদান স্বীকার করতেই হবে। এঁদের একজন সাহায্য করেছেন পরোক্ষভাবে, অপর জন প্রত্যক্ষভাবে। ”

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন

১৯৮৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী আইএএইচএস চেয়ারম্যান শিক্ষাক্রম পরিচালনার অনুমোদন চেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে নিম্নোক্ত পত্র দেন ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road
Dhaka- 1205
Bangladesh

১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

সমীপে,
উপাচার্য,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেসকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক উপযোজন ও ১৯৮৮–৮৯ শিক্ষা বর্ষে প্রথম বর্ষ এম বি বি এস কোর্সে ছাত্র ভর্তি প্রসংগে।

জনাব,

উপরিউক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানাচ্ছি যে,

১। উক্ত ইন্সটিটিউটে প্রথম বর্ষ এম বি বি এস কোর্সে ভর্তির জন্যে ইতিমধ্যে সংবাদ–পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা সারা দেশে বিপুল উৎসাহ– উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

২। ইতিমধ্যে উক্ত ইন্সটিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশ পরিচালনার উপযোগী স্থাপনা, শিক্ষক, পাঠাগার, গবেষণাগার ও অন্যান্য আনুষাংগিক ব্যবস্থাদি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

৩। উক্ত ইন্সটিটিউট স্থায়ী উপযোজনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। যা পদ্ধতিগত কারণে বিলম্বিত হতে বাধ্য।

এমতাবস্থায় বর্তমান শিক্ষা বর্ষে এই পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে যাতে ছাত্র ভর্তি ও ক্লাশ নেয়া ব্যাহত না হয় সে জন্যে উক্ত ইন্সটিটিউটে শিক্ষাক্রম চালাবার অনুমতি প্রদানের জন্যে আপনার নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত

ধন্যবাদান্তে,

(ডাঃ নুরুল ইসলাম)
জাতীয় অধ্যাপক,
চেয়ারম্যান
ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্‌ সায়েন্সেস।

১৯৮৯ সালের ১২ই মার্চ সকালে চট্টগ্রামের পিডিবি রেস্ট হাউজ থেকে অধ্যাপক ইসলাম টেলিফোনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের সাথে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করেন। প্রফেসর আলমগীর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্যে ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ–পরিচালক (প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট) জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া ও সহকারী রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) শ্রী অশোক কুমার দত্তকে প্রেরণ করেন।

প্রফেসর আলমগীর নতুন মেডিক্যাল কলেজের সাফল্য কামনা করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তবে তিনি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এই নামটি বদলে দেয়ার প্রস্তাব করেন। প্রফেসর আলমগীর আইএএইচএস নাম রাখা হলে ভুল–বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে বলেও আশংকা প্রকাশ করেন। প্রফেসর ইসলাম কলেজ শুরুর আগেই নাম পরিবর্তনের ধারণা নাকচ করে দিয়ে বলেন, শুরু করার আগেই নাম পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। এতে সকল স্তরে অনাস্থা ও বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তবে তিনি গভর্ণিং বডিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান।আর এই আইএএইচএস নামটি নিয়ে হয়েছে যত বিড়ম্বনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের–বাইরের অনেকেই মনে করতে থাকেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউটটি বুঝি অন্যদের হাতে শুরু হতে যাচ্ছে।

আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউটটির জন্ম হবার আগেই বিলুপ্তি ঘটেছিল। বিলুপ্তি ঘটেনি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস এই নামটির। তা ছাড়া ইন্সটিটিউটের ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন প্রাপ্ত (Affiliated to the University of Chittagong) কথাটার উল্লেখ থাকায় একদিকে আস্থা, অপর দিকে অনাস্থা দেখা দেয়। অধিকন্তু, পরবর্তীতে উপযোজন লাভের প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সময় লাগায় আরো অনেক জটিলতা দেখা দেয়।

১৯৮৯ সালের ২২শে আগষ্ট ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট ইন্সটিটিউটকে উপযোজন প্রদানের আহবান জানান। পত্রটি এখানে তুলে ধরা হলঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road
Dhaka- 1205
Bangladesh

সূত্র– ৪৩৬/৮৯

২২শে আগষ্ট ১৯৮৯

উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেসকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন (Affiliation) প্রদান সংক্রান্ত।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১৩ই মে ১৯৮৯ ইং সাল থেকে চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এ প্রথম বর্ষ এমবিবিএস ক্লাশ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ৪২ জন শিক্ষার্থী অত্র ইন্সটিটিউটে অধ্যয়ন করছে।

দু'জন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ৯জন প্রভাষক নিয়মিত লেকচার, টিউটোরিয়াল , ডেমনেষ্ট্রেশন ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ পরিচালনা করছেন। দু'জন কর্মকর্তা ও ৩জন টেকনিশিয়ান ইনষ্টিটিউটের যাবতীয় প্রশাসনিক এবং ল্যাবরেটরীসমূহ পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠাগার ও কমন রুম সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ইন্সটিটিউট পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য আমাদের রয়েছে।

এমতাবস্থায় অত্র ইনষ্টিটিউটকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন (Affiliation) প্রদানের জন্যে আমরা আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ছাত্রদের প্রভিশনাল রেজিষ্ট্রেশন দিলে বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার একান্ত,

(ডাঃ নুরুল ইসলাম)
জাতীয় অধ্যাপক,
চেয়ারম্যান
ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস

তারিখঃ চট্টগ্রাম
২২-৮-৮৯

১৯৮৯ সালের ২৬ শে আগষ্ট ইন্সটিটিউটের পরিচালক উপযোজন প্রদানের জন্য উপযোজন ফি সহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন।

১৯৮৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রেরণের জন্যে উপযোজনের আবেদন পত্র ফেরৎ পাঠান।

১৯৮৯ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।

পরিদর্শন টিম গঠন

১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইন্সটিটিউটটি পরিদর্শন এবং যে সব বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে সে সব বিষয়ে উপযোজন পাওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে যাঁচাই করার জন্য একটি টিম গঠন করেন।

১৯৮৯ সালের ২৮ শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৯ই নভেম্বরের স্মারকের আংশিক সংশোধন করে ডীন, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদকে উক্ত পরিদর্শক টিমের আহবায়ক মনোনীত করেন।

টিমের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন ঃ

ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর এস. এইচ চৌধুরী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, চঃ বিঃ

ডাঃ মাহবুব কামাল চৌধুরী, প্রফেসর মেডিসিন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ।

ডাঃ এল.এ কাদেরী সহযোগী অধ্যাপক, নিউরো সার্জারী, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ।

প্রথম পরিদর্শন ও বিতর্কিত রিপোর্ট ঃ

১৯৮৯ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রফেসর কে.এম. ফরিদউদ্দিনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন টিম ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন টিমের পক্ষ থেকে কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road
Dhaka- 1205
Bangladesh

December 13, 1989

To
The Dean,
Faculty of Medicine,
Chittagong University.

Subject: <u>Affiliation of IAHS.</u>

The Following facts/clarifications about IAHS, Chittagong may be useful:

i. IAHS is a component of JANASHEBA Project of Islamic Medical Mission (IMM).

ii. IMM is a registered social welfare organisation with national status.

iii. Ministry of Social Welfare received no objection from the Ministry of Health for implementation of JANASHEBA Project by IMM.

iv. BRIDEM is an organisation comparable with IAHS. This is run by the DAB under the administrative control of Ministry of Social Welfare.

v. BRIDEM runs several academic courses and this is a Health Institute under the Ministry of Social Welfare.

vi. Questions raised by the Ministry of Health were answered. Presumably reply given by us had been accepted by the Ministry or else according to their version legal action might have been taken. My discussion with the Ministry of Social Welfare supports this view.

vii. Since IAHS is an organisation of IMM and this is on record no separate allotment of land for IAHS by IMM may be necessary.

It is hoped that the inspection team would consider IAHS suitable for affiliation of the course.

Yours faithfully

(Dr. N. Islam)

Enclosure:
Statement by Dr. A.R. Khan
Maj. Gen (Retd) Chief Consultant & Director
Diabetic Association of Bangladesh
Dhaka.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman :
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.) FCPS (Pak),, FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63, Central Road.
Dhaka- 1205
Bangladesh

তাং ১৩ই ডিঃ ১৯৮৯

সমীপে,

ডীন, চিকিৎসা অনুষদ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়ঃ আইএএইচএস এর উপযোজন।

নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা সমূহ আইএএইচএস, চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারেঃ

১। আইএএইচএস ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের (আই এম এম) জনসেবা প্রকল্পের একটি উপকরণ।

২। আইএমএম জাতীয় মর্যাদাপূর্ণ একটি নিবন্ধিত সমাজ কল্যাণ সংগঠন।

৩। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় আইএমএম কর্তৃক জনসেবা প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি লাভ করেছে।

৪। বারডেম আইএএইচএস সাথে তুলনীয় একটি সংস্থা। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডেব) এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে।

৫। বারডেম বেশ কিছু সংখ্যক একাডেমিক কোর্স পরিচালনা করে থাকে এবং তা হচ্ছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন একটি হেলথ্ ইন্সটিটিউট।

৬। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উথাপিত প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়া হয়েছে। আমাদের জবাব তাঁদের নিকট গৃহীত হয়েছে মনে হচ্ছে। তা না হলে তাঁরা যে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেছিলেন তা-ই নিতে পারতেন। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আমার আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হয়েছে।

৭। যেহেতু আইএএইচএস আইএমএম' এর একটি প্রতিষ্ঠান এবং তা স্বীকৃত তাই আইএমএম কর্তৃক পৃথকভাবে আইএএইচএস' এর অনুকূলে জমি বরাদ্দের প্রয়োজন নেই।

আমি আশা করবো পরিদর্শন টিম আইএএইচএসকে এই কোর্সের জন্য উপযোজনের উপযুক্ত বিবেচনা করবেন।

আপনার একান্ত

(ডাঃ এন ইসলাম)

সংযুক্তঃ

বারডেমের চীফ কনসালটেন্ট ও পরিচালক

মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এ আর খানের বিবৃতি।

পরিদর্শন টিমের তিনজন সদস্য ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে উপযোজন প্রদানের জন্য কোন প্রত্যক্ষ সুপারিশ না করে এমবিবিএস প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনষ্টিটিউটে চাহিদা পরিমাণ সুযোগ সুবিধা রয়েছে বা "The facilities available are Just sufficient to run the first and second year MBBS classes" বলে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু টিমের অপর দু'জন সদস্য প্রফেসর আবু সালেহ্ (ডীন, বিজ্ঞান) এবং প্রফেসর এস এইচ চৌধুরী উক্ত রিপোর্টে সই না করে একটি পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন এবং ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার ও ভর্তিকৃত ছাত্রদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা নেওয়া যায় বলে মন্তব্য করেন।

এই মন্তব্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কারণ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তির এখতিয়ার সরকারের, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। অধিকন্তু, ১৯৮৯-৯০ সালে ছাত্র ভর্তি বারণ করার অর্থ হচ্ছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুরুতেই তার অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়া।

অবস্থা যাই হোক না কেন, ১৯৯০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন কমিটির ১০৬তম সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং উপযোজন কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন ঃ

"সুপারিশ ২১ঃ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস (চট্টগ্রাম) এ পরিদর্শন-রিপোর্টের বর্ণনা মোতাবেক সুবিধাদির অপ্রতুলতাহেতু

(ক) ১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বর্ষে উপযোজন বিবেচনা করা যায় না। কাজেই ছাত্র ভর্তি বারণ করা যায়।

(খ) বর্তমানে (১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া যায়।"

১৯৯০ সালের ৯ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এক পত্রে এফিলিয়েশন কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ আইএএইচএস কর্তৃপক্ষকে জানান।

১৯৯০ সালের ১৪ই মে আইএএইচএস এর পক্ষ থেকে ১৯৮৯ সালের ২রা ডিসেম্বর পরিদর্শনের পর অর্জিত অগ্রগতির সবিস্তার বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল এফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ স্থগিত রাখেন।

দ্বিতীয় পরিদর্শন

১৯৮৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য উপযোজনের আবেদন পত্র পেশ করা হয়। ফলে ১৯৯০ সালের ২৫শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৮-৮৯ইং এবং ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষের উপযোজনের আবেদন বিবেচনার জন্য পুনঃপরিদর্শন কল্পে একটি টিম গঠন করেন। এই টিমে কনভেনর হিসেবে প্রফেসর কে.এম. ফরিদউদ্দিনের পরিবর্তে প্রফেসর মোঃ নুরউন নবী অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর প্রফেসর মোঃ নুরউন নবীর নেতৃত্বাধীন কমিটি দ্বিতীয় বারের মত আইএএইচএস পরিদর্শন করেন এবং ২৯ শে অক্টোবর আইএএইচএসকে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ এমবিবিএস ক্লাসের জন্য উপযোজনের সুপারিশ করেন। ১৯৯০ সালের. ২৬ শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক বিবরণী এবং আয়-ব্যয় এর রেকর্ডসহ বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে পাঠায়। আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ সাথে সাথেই এই বিবরণী পাঠায়। ১৯৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী উক্ত সুপারিশমালা ১১১তম এফিলিয়েশন কমিটির সভায় উত্থাপিত হয়। এফিলিয়েশন কমিটি পরিদর্শন টিমের সুপারিশ বাস্তবায়নসহ নিম্নোক্ত শর্তে উপযোজন প্রদানের সুপারিশ করেন ঃ

(ক) সকল শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী নিয়মানুসারে "বেতন স্কেল" প্রবর্তন।

(খ) কোর্সের প্রতি বিষয়ে সুষ্ঠু পাঠদানকল্পে ন্যূনতম শিক্ষক সংখ্যা, ক্যাটাগরী ইত্যাদি নির্ধারণ এবং তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি নির্ধারণ।

(গ) টিউশন ফি, এডমিশন ফিসহ অন্যান্য যাবতীয় ফি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও সরকারী অনুমোদন গ্রহণ।

(ঘ) কলেজ গভর্ণিং বডি, একাডেমিক কাউন্সিল গঠন ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ।

(ঙ) আপাততঃ কলেজের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নেবার জন্য একটি এড-হক পরিচালনা কমিটি গঠনের ব্যাপারে উপাচার্য (চঃবিঃ) মহোদয়ের নিকট প্রস্তাব দান। অনতিবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এ সকল শর্তাবলী পূরণ সংক্রান্ত পরিপালন রিপোর্ট পাবার পর কলেজটি পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়।

উক্ত সুপারিশ সমূহ ১৯৯১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ১৪৯তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় পেশ করা হলে কাউন্সিল উপযোজন প্রদানের পরিবর্তে উক্ত শর্তাদি পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ফলে উপযোজনের ব্যাপারটি আরো পিছিয়ে যায়। এ পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ২রা মার্চ ১৯৯১

এক পত্রে উক্ত শর্তাদি পূরণ করতে বলেন। ৭ই মার্চ কলেজ পরিদর্শকের পত্র হাতে আসার তিনদিনের মধ্যে আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ সকল শর্তাদি পূরণ করে পরিপালন রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত পরিপালন রিপোর্ট সরাসরি একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হলে উপযোজন প্রক্রিয়া সহজতর হয়ে যেতো এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সহজ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো। কিন্তু তা না করে আবার পরিদর্শন টিম গঠন এবং পরিদর্শনের কর্মসূচী নেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৩ শে মে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

তৃতীয় পরিদর্শন

নব গঠিত কমিটিতে প্রফেসর এস এইচ চৌধুরীর পরিবর্তে প্রফেসর ক্বামার বানু অন্তর্ভুক্ত হন। নবগঠিত কমিটি ১৯৯১ সালের ২৮শে মে পুনরায় ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন এবং ১৯৯১ সালের ১৪ই জুলাই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট উপযোজনের সুপারিশ করা হয় সত্য তবে পর্যবেক্ষণ 'observation' কলামে "অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সমুহ আমাদের ২৯-১০-৯০ ইং এর রিপোর্টের অনুরূপ" বা "The other observation and recommendations are same as on our Report dated 29-10r -90" বলে মন্তব্য করায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

১৯৯১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এফিলিয়েশন কমিটির ১১৪তম সভায় বিষয়টি উথাপিত হলে কমিটি পূর্বোক্ত শর্তগুলো পূরণের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। তবে তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রদের উপযোজন দেয়ার সুপারিশ করেন।

তারপর শুরু হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকালীন ছাত্র ধর্মঘট । যার ফলে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের আগে একাডেমিক কাউন্সিলের আর কোন সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এতে আইএএইচএস কে উপযোজন প্রদানের বিষয়টি আটকে পড়ে। ওদিকে নানা ধরণের সমস্যাও দেখা দিতে থাকে। বিশেষতঃ ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রদের প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা এসে যায়। মে ১৯৯১ এ অনুষ্ঠিতব্য এই পরীক্ষা পিছিয়ে সেপ্টেম্বরে নেয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তা আবার পিছিয়ে জানুয়ারী ১৯৯২-এ চলে যায়।

১২ই সেপ্টেম্বর বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম অধ্যাপক নুরুল ইসলামের অফিসে যান। সেখানে আইএএইচএস সম্পর্কে আলোচনা হয়। জনাব সেলিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং আইএএইচএস এর সাথে ভুল-বুঝাবুঝি নিরসনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

জনাব সেলিমের নির্দেশে বাংলার বাণীর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি আখতার উন নবী ১৯৯১ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর উপাচার্য মহোদয়ের বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। আইএএইচএস সচিব আবুল কাসেম এতে অংশ নেন। উক্ত আলোচনার পর আইএএইচএস এর পক্ষ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর এক পত্রে প্রতিপালন রিপোর্ট গ্রহণ এবং উপযোজনের ব্যাপারটি তরান্বিত করার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে আবেদন জানানো হয়।

এর জবাবে ১লা অক্টোবর ১৯৯০ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক পত্রে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস স্থাপন ও উপযোজনের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিষদের অনুমোদন লাভের নিমিত্তে একখানা করে খসড়া অর্ডিনান্স (ordinance) এবং সংবিধি (statute) তাদের অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। পত্রে বলা হয়; "খসড়া অর্ডিনান্স ও সংবিধি ফর দ্যা ইস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম। সংশ্লিষ্ট পর্ষদগুলি যথা অর্ডিনান্স কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট দ্বারা অনুমোদনের পর পরবর্তী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। "

পত্রটি আরো বিভ্রান্তি এনে দেয় এবং দীর্ঘ দুই বছর পর মূল প্রক্রিয়াকে আরো পিছিয়ে দেয়ার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। অবশ্য ১৩ই অক্টোবর ১৯৯১ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পত্র প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯১ সালের ১৩ই অক্টোবর কলেজ পরিদর্শকের পত্রে ঃ

ক) সত্বর জিবি গঠন এবং তাতে উপাচার্যের তিনজন মনোনীত প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করার অনুরোধ জানান।

খ) পরিদর্শন রিপোর্টে বর্ণিত শর্তাবলীর পরিপালন রিপোর্ট পৃথকভাবে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

গ) অর্ডিনান্স ও সংবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত পত্র প্রত্যাহার করেন।

১৩ই অক্টোবর আইএএইচএস্ চেয়ারম্যান টেলিফোনে ভিসির সাথে আলাপ করেন এবং ১৪ই অক্টোবর নিম্নোক্ত পত্র দেন ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.), FCPS (Pak), FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63 Central Road
Dhaka-1205
Bangladesh

Ref: IAHS /CU/130/01/91

Date: 14.10.1991

Dear Professor Sirajuddin,

I write this letter to thank you for allowing me time, while I was in Chittagong on 13.10.91 to discuss with you over telephone the issue of affiliation of Institute of Applied Health Sciences (IAHS) to your University which has been hanging fire for sometime now.

May I take this opportunity to confirm the substance of our telephonic conversation which was as follows:-

(a) I began by referring to the recent memo by the Inspector of Colleges addressed to Director, Institute of Applied Health Sciences (IAHS) in which it was suggested that a draft Statute/Ordinance appropriate for a University Constituent College/Institute be prepared and submitted to the University Authority for further action.

(b) I tried to explain the essential difference between an Institute of the University and the type of institution like Institute of Applied Health Sciences (IAHS) that we had in mind. In this connection I gave you the instances of Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM), Dhaka, Bangladesh Institute of Medical Sciences and Research (BIMSR), Bangladesh Medical College, Dhaka and Institute of Ophthalmology.

(c) These institutions are affiliates of the University of Dhaka: the University of Dhaka however has no obligations to these institutions, financial, administrative or otherwise. The linkage is purely academic. The University therefore, did not require any Ordinance / Statute to be framed prior to establishment of this linkage.

(d) To this submission you responded by saying that while you were not aware of the particular communication under reference, the question of Statute/Ordinance had come up by way of a general, long term thinking about Institute of Applied Health Sciences (IAHS). You added, however, that there should be no problem of according affiliation to Institute of Applied Health Sciences as a purely private institution similar to Bangladesh Medical College; and in that case the present set up of Institute of Applied Health Sciences (IAHS) with its

Governing Body and Academic Council should be quite acceptable to the University of Chittagong for the purpose of affiliation.

(e) At this stage, I broached the suggestion, in order to make the private sector character of IAHS more explicit, that as Chairman I could place before the Governing Body of IAHS a proposal for adding the words 'Lake Medical College' as an adjunct name of IAHS. I was glad to note that you expressed enthusiasm for the idea as this would help remove certain difficulties raised in the letter of the Inspector of Colleges. Subsequent to this conversation, I called an immediate meeting of the Governing Body of IAHS on 13.10.91 i.e. the same day.

I apprised the Governing Body of my conversation with you; and placed before it the proposal for inscribing the words 'Lake Medical College' as an adjunct to IAHS. I am pleased to advise that the proposal was passed by Governing Body.

You will appreciate, Mr. Vice-Chancellor, that we in the IAHS have endeavoured our best to fulfil such conditions as are normally applicable to private institutions before these are affiliated by your University.

My colleagues and I would therefore, greatly appreciate an early and sympathetic action on your part towards recognising IAHS (Lake Medical College, Chittagong) as an affiliated organisation of the University of Chittagong.

With kindest regards,

Yours sincerely,

(NURUL ISLAM)
National Professor
&
Chairman
Governing Body, IAHS, Chittagong.

Professor Alamgir M. Sirajuddin,
Vice-Chancellor
University of Chittagong
Chittagong.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.), FCPS (Pak), FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63 Central Road
Dhaka-1205
Bangladesh

সূত্রঃ আইএএইচএস/চ,বি/ ১৩০/০১/৯১ তারিখঃ ১৪, ১০, ১৯৯১

প্রিয় প্রফেসর সিরাজউদ্দিন,

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর উপযোজনের বিষয়টি বেশ কিছুদিন থেকে নিষ্পত্তি না হবার প্রেক্ষিতে গত ১৩.১০.৯১ ইং আপনার সাথে টেলিফোনে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ প্রদানের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আমি এই পত্র লিখছি।

আমাদের টেলিফোনের আলোচনার নিম্নোক্ত সারাংশ উপস্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করছি ঃ

ক) ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) এর পরিচালকের নিকট কলেজ পরিদর্শকের সাম্প্রতিক পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজ/ইন্সটিটিউটের জন্যে প্রযোজ্য একখানা সংবিধি/অধ্যাদেশের খড়সা প্রণয়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের যে কথা বলা হয়েছিল তার উল্লেখ করে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম।

খ) আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত একটি ইন্সটিটিউট এবং ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) এর ন্যায় একটি ইন্সটিটিউটের মধ্যকার অনিবার্য পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে আমি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্স এন্ড রিহিবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিক এন্ডোক্রিন এন্ড মেটাবলিক ডিজঅর্ডারস (বারডেম), ঢাকা, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স এন্ড রিসার্স (বিএমআইএসআর) বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এবং ইন্সটিটিউট অব অপথালমোলজি, ঢাকার উদাহরণ তুলে ধরেছি।

গ) এসব ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজিত প্রতিষ্ঠান হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ ধরণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবিধি কিংবা অধ্যাদেশ প্রণয়নের প্রযোজন হয় না।

ঘ) এসব বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনি বর্ণিত পত্র সম্পর্কে আপনার অনবহিতির কথা ব্যক্ত করে জানিয়ে ছিলেন যে, আইএএইচএস সম্পর্কিত সাধারণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা-ভাবনা

থেকেই সংবিধি/অধ্যাদেশ প্রণয়নের ব্যাপারটি এসেছে। আপনি এও অবশ্য বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হিসেবে আইএএইচএস এর উপযোজনে কোন সমস্যাই থাকবেনা যদি গভর্ণিং বডি ও একাডেমিক কাউন্সিলসহ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর বর্তমান গঠন কাঠামো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপযোজনের যোগ্য বিবেচিত হয়।

ঙ) এই পর্যায়ে আইএএইচএস এর বেসরকারী চরিত্র আরো স্পষ্টতর করার জন্যে চেয়ারম্যান হিসেবে আমি আইএএইচএস নামের সাথে 'লেক মেডিকেল কলেজ' শব্দ ক'টি যোগ করার প্রস্তাব করবো বলে জানাই। কলেজ পরিদর্শকের পত্রে বর্ণিত কতিপয় অসুবিধে দূর করতে এই ধারণা সহায়ক হবে বলে আপনি উৎসাহ প্রকাশ করায় আমি নিজেও প্রীত হই। এই আলোচনার পর আমি তাৎক্ষণিকভাবে ১৩.১০.৯১ অর্থাৎ ঐ দিনই গভর্ণিং বডির সভা আহবান করি।

আমি আপনার সাথে আমার আলোচনা সম্পর্কে গভর্ণিং বডিকে অবহিত করি এবং 'আইএএইচএস' এর সাথে 'লেক মেডিকেল কলেজ' এই শব্দগুলো যোগ করার প্রস্তাব করি। আমি আনন্দিত যে, গভর্ণিং বডি প্রস্তাবটি পাস করেন।

জনাব উপাচার্য মহোদয়, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজনের আগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, একথা আপনি অনুভব করবেন।

আমি এবং আমার সহকর্মীগণ তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএএইচএস (লেক মেডিকেল কলেজ), চট্টগ্রাম এর স্বীকৃতির ব্যাপারে আপনার দিক থেকে আশু এবং সহমর্মীতা পূর্ণ পদক্ষেপ আশা করছি।

অশেষ শুভেচ্ছাসহ

আপনার একান্ত

(নুরুল ইসলাম)
জাতীয় অধ্যাপক
এবং
চেয়ারম্যান গভর্ণিং বডি
আইএএইচএস, চট্টগ্রাম

প্রফেসর আলমগীর মুহম্মদ সিরাজউদ্দিন
ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

১৯ শে অক্টোবর আইএএইচএস এর নতুন গভর্ণিং বডি এবং উপাচার্য মহোদয়ের তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু তাতেও কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।

২৩ শে অক্টোবর ১৯৯১ আইএএইচএস এর পরিচালক ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রদের পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করে উপাচার্য সমীপে পত্র দেন।

২৬শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৪৯(২) ধারা অনুযায়ী গভর্ণিং বডি গঠনের নির্দেশ দেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজিত কলেজ সমূহের উপযোজন এবং গভর্ণিং বডি গঠন, কার্যাবলী ও ক্ষমতা (Affiliation, Inspection, constitution, Powers and Duties of Governing Bodies of Colleges affiliated to the University of Chittagong) এর একটি কপি পাঠান। দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংবিধিটি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের জন্য প্রযোজ্য। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (specialised) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন উল্লেখও তাতে নেই। তাই এ ধরণের গভর্ণিং বডি গঠন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এতে করে আইএএইচএস এর ন্যূনতম স্বাতন্ত্রও রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় ৩০শে অক্টোবর ১৯৯১ আইএএইচএস এর এক প্রতিনিধিদল ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রফেসর মোঃ নুর-উন নবী, ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, প্রফেসর ডি.পি বড়ুয়া, পরিচালক, আইএএইচএস, প্রফেসর এ.এস.এম.এফ করিম ও ডাঃ রবিউল হোসেন। দীর্ঘ দেড় ঘন্টাকালীন আলোচনায় কোন সমাধান আসেনি।

১৫ই নভেম্বর ১৯৯১ ইং অনুষ্ঠিত হয় আইএএইচএস গভর্ণিং বডির সবচেয়ে স্মরণীয় সভা। এই সভায় আইএএইচএস এর উপযোজনের ব্যাপারে চিকিৎসা অনুষদের ডীন প্রফেসর নুর উন নবী এবং সার্জারীর অধ্যাপক এ এস এম ফজলুল করিম তাঁদের সাথে ৩০শে অক্টোবর ভাইস চ্যান্সেলরের অনুষ্ঠিত আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন।

বিস্তারিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাময়িক উপযোজন কিংবা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রদানের বিশেষ অনুমতি প্রদানের শর্ত হিসেবে বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালার অধীনে আইএএইচএস এর গভর্ণিং বডিতে পরিবর্তন আনতে চান। সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভিসি'র ইচ্ছানুযায়ী আইএএইচএস গভর্ণিং বডিতে এ ধরণের

পরিবর্তন আনা হলেও তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া উপযোজন দিতে পারেন না। সভা সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন অবস্থাতেই বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা আইএএইচএস এর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। **বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম—কানুন প্রণয়নের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হলেও তাঁরা আজ পর্যন্ত এজন্যে কোন সংবিধি ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেননি।** অধিকন্তু, ১৯৯১ সালের ১লা অক্টোবর খসড়া সংবিধি ও অধ্যাদেশ প্রেরণের জন্য প্রদত্ত আদেশও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নেন। অপর দিকে আইএএইচএস গভর্ণিং বডিতে ভাইস চ্যান্সেলরের মনোনয়নের জন্য প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে বলা হয়।

সভায় সর্বসম্মতভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, জনসম্মুখে আইএএইচএস এর ভাবমূর্তি খর্ব করার জন্যে এসব করা হচ্ছে। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আইএএইচএস এর সাথে সহযোগিতা করতে চাইলে ১৯৭৩ সালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১৩(৩)উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আইএএইচএস এর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দানের বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠানে অপারগতার কারণে ১৯৭৩ সালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে ১৩(৩) উপধারার অধীনে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রদানের বিশেষ অনুমতি প্রদানের জন্য উপাচার্যের নিকট আবেদন পত্র পেশ করা হবে।

খ) উপরোক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আইএএইচএস চেয়ারম্যানকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সেলরের নিকট বিষয়টি উত্থাপন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হ'ল।

২১ শে নভেম্বর আইএএইচএস চের্য়ারম্যান ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেনঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.), FCPS (Pak), FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63 Central Road
Dhaka-1205
Bangladesh

Date: 21.11.91

My dear Vice-Chancellor,

I find myself once again under painful necessity to write to you on the issue of affiliation of Lake Medical College, Chittagong Institute of Applied Health Sciences, (IAHS) to your University. This is further to my letter to you dated 14.10.91 and also in reference to your discussion with Professor M. Nurun Nabi, Dean, Faculty of Medicine, Chittagong University and Professor Fazlul Karim as reported to the meeting of Governing Body of IAHS held on 15.11.91.

What transpired from their report was that, (a) The Governing Body of IAHS must be so formed as to conform to statutes of Chittagong University relating to either its Institutes or Private Colleges within its territorial jurisdiction before IAHS could be accorded affiliation of the University. (b) In any case, the question of affiliation of IAHS had to be decided by the Academic Council of Chittagong University as and when it met. (c) You did not, however, rule out the possibility of considering modifications in the formation of the Governing Body of IAHS as prayed for from time to time. Again, you made this absolutely clear that the only body which could authorize such modification was the Academic Council as and when it met. (d) As Vice-Chancellor, you pleaded your inability to depart from the normal practice followed in the matter of affiliation.

If you will please bear with me, may I state once again that IAHS (Lake Medical College, Chittagong) is neither an Institute of the type you have on your campus nor is it a run-of-the mill private college. It is indeed an institution of a special nature --- a medical college founded and, under process of development, through private enterprize --- the like of which does not exist within your jurisdicition. It is therefore, perfectly legitimate to presume that no such institution was envisaged in the statutes of your University when these were originally framed.

You will recall that in my last letter I gave the instances of affiliated institutions, similar to IAHS functioning under the University of Dhaka.

The memorandum No. 2103/ I.C. /C.U.1/255(1)91 dated 13.10.91 from your Inspector of Colleges addressed to our Director-in-charge gave us

the distinct indication that you had accepted our implementation report; and all you required was a re-constituted Governing Body with Vice-Chancellor's nominee on it. And submission of a panel of three persons was in fact requested in that memo. from which a nominee of the Vice-Chancellor was to be named. Furthermore, this memo under reference advised withdrawal of the earlier letter No. 2040 dated 1.10.91. It was not without reasons therefore, that our expectations for a positive and favourable action on your part were aroused.

The last Inspection Team that visited IAHS on 28.5.91 did recommend IAHS for temporary affiliation as did the earlier one. Besides, the highest regulatory Authority in respect of medical studies in the country, Bangladesh Medical and Dental Council, has allowed IAHS provisional recognition. Vis-a-Vis IAHS the position of the Government of Bangladesh is no different. (The foundation Stone of the main complex of IAHS now under construction, was laid by the Communication Minister on 18.7.91 Col. Oli Ahmed on behalf of the Hon'ble Prime Minister whose visit had to be cancelled owing to inclement wheather.) The first batch of students, now at the end of their Second Year, are ready to take their First Professional MBBS Examination in January, 1992. These students are liable to suffer great mental frustration and set-back in their studies should they be barred from appearing at this examination along with their peer groups in the two Medical Colleges under your University.

I would therefore, earnestly request you to grant these students permission to take the ensuing examination, pending disposal of the question of affiliation, in exercise of your power as Vice-Chancellor vested in clause 13(iii) of Chittagong University Act. of 1966. I make this request especially in view of the situation now prevailing in the University Campus rendering the possibility of holding a meeting of Academic Council rather uncertain.

I do hope and trust that you will consider the whole matter with the urgency and compassion that it merits.

With warmest regards,

Yours sincerely,

(Prof. N. Islam)

Professor Alamgir Mohammad Sirajuddin
Vice-Chancellor,
Chittagong University, Chittagong.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

Chairman
National Professor (Dr.) N. Islam
MB (Cal.), FCPS (Pak), FRCP (Lond)
FRCP (Ed), FCCP (USA) FAS

Gulmeher
63 Central Road
Dhaka-1205
Bangladesh

২১.১১.৯১

প্রিয় উপাচার্য মহোদয়,

আমি পুনরায় আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লেক মেডিক্যাল কলেজের (ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস) উপযোজনের ব্যাপারে বিরক্তিকর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার নিকট আমার ১৪.১০.৯১ তারিখের পত্র এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন প্রফেসর এম.নুর উন নবী এবং প্রফেসর ফজলুল করিমের সাথে আলোচনার যে বিবরণ ১৫-১১-৯১ইং আইএএইচএস এর গভর্ণিং বডির সভায় পেশ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি এই পত্র লিখছি।

তাঁদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে যে সব বিষয়াদি প্রতিভাত হচ্ছে তা হ'ল ঃ ক) আইএএইচএসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন প্রদানের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগলিক সীমার আওতায় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ইন্সটিটিউট না হয় উপযোজিত কলেজের ন্যায় গভর্ণিং বডি গঠন করতে হবে। খ) অবস্থা যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকেই আইএএইচএস এর উপযোজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সে বৈঠক যখনই অনুষ্ঠিত হোক। গ) আপনার কাছে সময়ে সময়ে গভর্ণিং বডি সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংশোধনের যে আবেদন জানিয়ে আসা হচ্ছিল আপনি তা অবশ্য খারিজ করে দেননি। তবে একথাও বলেছেন যে, এ ধরণের পরিবর্তনের অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার একমাত্র একাডেমিক কাউন্সিলেরই রয়েছে এবং তা সম্ভব যখন একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক বসবে, তখনই। ঘ) উপাচার্য হিসেবে আপনি স্বাভাবিক পদ্ধতি থেকে সরে আসতে আপনার অপারগতার কথা জানিয়েছেন।

আপনি আমার সাথে একমত হবেন জেনেই আমি বলতে চাই যে, আইএএইচএস (লেক মেডিক্যাল কলেজ) আপনার ক্যাম্পাসে যে সব ইন্সটিটিউট রয়েছে সে সবগুলোর মত যেমন নয়, তেমনি সাধারণ বেসরকারী কোন কলেজের ন্যায় প্রতিষ্ঠানও নয়। **এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান– বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং বিকাশমান একটি মেডিক্যাল কলেজ। যার দ্বিতীয় কোন নজীর আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় নেই।** এটা তাই যথার্থভাবে ধরে নেয়া যায় যে, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি প্রণয়নের সময় এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠানের বিষয় বিবেচনায় আনা হয়নি।

আপনি নিশ্চয় স্মরণ করতে পারছেন যে, আমি আমার পূর্ববর্তী পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একই ধরণের প্রতিষ্ঠান সমূহ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেভাবেই আইএএইচএস কে উপযোজন প্রদানের কথা বলেছিলাম।

১৪-১০-৯১ইং আমাদের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের নিকট প্রেরিত কলেজ পরিদর্শকের স্মারক নং - ২১০৩/কঃপ/চঃবিঃ-১(২৫৫)(১)/৯১ থেকে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনার নিকট আমাদের পরিপালন রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে এবং আপনার যা প্রয়োজন তা হ'ল ঃ ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গভর্ণিং বডি পুনর্গঠন। ঐ স্মারকে উপাচার্য কর্তৃক একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তিনজনের নাম প্রস্তাব করতে বলা হয়েছিল। অধিকন্তু, ঐ স্মারকে ১-১০-৯১ইং ইস্যুকৃত স্মারক নং

২০৪০ প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। আমরা তাই আপনার দিক থেকে ইতিবাচক ও অনুকূল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এমন আশায় উদ্বেলিত হওয়াকে অসংগত মনে করিনি।

২৮-৫-৯১ইং অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পরিদর্শনেও পরিদর্শন টিম পূর্বোক্ত টিম সমূহের ন্যায় সাময়িক উপযোজন প্রদানের সুপারিশ করেছিলেন। অধিকন্তু, দেশে মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইএএইচএস কে সাময়িকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। একই সঙ্গে আইএএইচএস এর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীও ভিন্নতর নয়। ১৮-৭-৯১ (খারাপ আবহাওয়ার জন্য সফর বাতিল করতে হওয়ায় মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ আইএএইচএস এর নির্মীয়মান মূল কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।) প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এখন দ্বিতীয় বর্ষের শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অপর দু'টি মেডিক্যাল কলেজের একই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে না পারলে তারা প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণার শিকার হবে।

আমি তাই ১৯৬৬ সালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৩(৩) উপধারায় ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপযোজনের বিষয়াদি নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই সব শিক্ষার্থীগণকে আসন্ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য আপনার নিকট আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকানুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

পুরো ব্যাপারটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আপনি বিবেচনা করবেন এ আশা এবং আস্থা আমার রয়েছে।

অশেষ শুভেচ্ছাসহ

আপনার একান্ত

(প্রফেসর এন. ইসলাম)

প্রফেসর আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন
ভাইস চ্যান্সেলর. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

২৩শে নভেম্বর ইন্সটিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ ছাত্রদের পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দেয়ার জন্য আবেদন জানান। আবেদন পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

An Associate on the Network of Community- Oriented Educational Instituttions for Health Sciences

সূত্রঃ জি.৮/৯১/৫১৬(৪) ২৩ শে নভেম্বর ১৯৯৩

সমীপে
উপাচার্য মহোদয়,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ ১৯৮৮–৮৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রথম প্রফেশনাল এম বি বি এস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার বিশেষ অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ আমাদের পত্র নং – জি. ৮/৯১/৫০০ তারিখ ২৩-১০-৯১ এবং জি. ৮/৯১/৪৯৬ তারিখ ১৯-১০-৯১। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শকের স্মারক নং – ২১০৩/ ক,প/ (চ,বি=১) ২৫৫ (১১) ৯১ তারিখ ১৩-১০-৯১ ও স্মারক নং – ২২১৪ (১)/ক,প/ চ,বি,) ২৫৫(১)/ ৯১ তারিখ ৩০-১০-৯১।

জনাব,

উপরোক্ত বিষয় সূত্রের আলোকে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,

১। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিম অত্র ইন্সটিটিউটকে সাময়িক উপযোজন প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েশন কমিটিও কতিপয় শর্তাধীনে অত্র প্রতিষ্ঠানকে উপযোজন প্রদানের সুপারিশ করেছেন।

৩। ১৩-১০-'৯১ ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রদত্ত পরিপালন রিপোর্ট (Compliance Report) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাই মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের একজন নমিনির জন্য তিন সদস্যের একটি প্যানেল পাঠাতে অনুরোধ করা হয়।

৪। এই প্রেক্ষিতে আমাদের গভর্ণিং বডি গঠন এবং ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য নামের প্যানেল বিগত ১৯শে অক্টোবর পাঠানো হয়।

৫। বিগত ৩০-১০-৯১ ইং প্রেরিত পত্রে যে গভর্ণিং বডি গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয় উহা সরকারী-বেসরকারী ডিগ্রী ও ল' কলেজের জন্য প্রযোজ্য। আইএএইচএস (IAHS) এর ন্যায় একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং বেসরকারী মেডিকেল কলেজের কোন উল্লেখও ঐ সংবিধিতে নেই।

৬। এমতাবস্থায় সাধারণ ডিগ্রী কলেজের জন্য প্রযোজ্য সংবিধি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের জন্য প্রয়োগ করাটা গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু ১৩-১০-৯১ ইং এর পত্রে বেসরকারী মেডিকেল কলেজের জন্য সংবিধি/অধ্যাদেশ (Statate/Ordinance) প্রণয়নের নির্দেশও প্রত্যাহার করা হয়।

৭। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থায় একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে উঠায় আমরা শিক্ষার্থীদের আগামী ১লা জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা শুরুর আগে এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ অনুভব করছি।

এই প্রেক্ষিতে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের ১৩(৩) উপধারায় মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র ইন্সটিটিউটকে সাময়িক উপযোজন প্রদান/পরীক্ষার্থীদের আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

(ডাঃ এএফএম ইউসুফ)
ভাইস চেয়ারম্যান,
আইএএইচএস।

সংযুক্তঃ- বর্ণিত ৪টি পত্রের অনুলিপি।

অনুলিপিঃ-

১। কলেজ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ডেপুটি রেজিষ্টার (একাডেমিক), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ)
ভাইস চেয়ারম্যান।

পরীক্ষা প্রদানের বিশেষ অনুমতি

কিন্তু তাতেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক ইসলাম এ সমস্ত অহেতুক বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করার জন্য প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক চাপের আশ্রয় নেন। যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ ইন্সটিটিউটের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং এর অগ্রগতিতে উৎসাহী। তাঁর অনুরোধে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯১ পেট্রন হিসাবে তিনি উপাচার্যের নিকট নিম্নোক্ত পত্রটি দেন ঃ

Col. Oli Ahmad (Retd), Bir Bikram
Minister
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
Government of the peoples Republic of Bangladesh &
Patron, IAHS

D.O. NO. HM/COM-91/610 Dated: 01-12-1991.

Dear Vice-Chancellor,

I am forwarding herewith a letter addressed to you by the Chairman of IAHS dated 21.11.91. This letter is self explanatory and I would like to draw your attention to para 2 and 3 on page No 2.

The innocent students of IAHS are suffering for no fault of them.

We must all help them within our legal power. It is very much within the legal power of Vice-Chancellor under clause 13(iii) of Chittagong University Act of 1966.

With best wishes.

(Oli Ahmad)

To
Professor Alamgir Mohammad Sirajuddin
Vice-Chancellor
Chittagong University
Chittagong.

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

কর্ণেল অলি আহমদ (অবঃ), বীর বিক্রম
মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং পেট্রন, আইএএইচএস

ডি,ও,নং এইচএম/সিওএম-৯১/৬১০ তারিখঃ ০১-১২-১৯৯১ ইং

প্রিয় উপাচার্য মহোদয়,

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্‌ সায়েন্সেস এর চেয়ারম্যান কর্তৃক আপনার বরাবরে ২১-১১-৯১ইং লিখিত পত্রের একটি অনুলিপি আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি। পত্রটি থেকেই তার বিষয়বস্তু জানা যাবে এবং আমি এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দুই ও তিন নং প্যারার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আইএএইচএস এর নিরপরাধ শিক্ষার্থীরা নিজেরা কোন অন্যায় না করেই কষ্ট পাচ্ছে।

আইনগত ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে হবে। আর তা ১৯৬৬ সালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৩(৩) উপধারার অধীনে সম্ভব।

শুভেচ্ছাসহ -

(অলি আহমদ)

প্রফেসর আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন
ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

একই সময় ইন্সটিটিউটের গভর্ণিং বডির সদস্য জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী নিম্নোক্ত পত্রটি দেন ঃ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

Akhtaruzzaman Chowdhury M.P

Dated 4th December '91.

Prof. Alamgir Md. Sirajuddin,
Vice Chancellor,
Chittagong University,
CHITTAGONG.

My Dear Vice Chancellor,

Assalamualikum,

I tried to contact you over telephone from Dhaka and Chittagong for several times, but I failed as your telephone lines were disrupted by the Shibir miscreants.

So, being deprived of the privilage to talk to you directly, I am writing this letter to you for your kind consideration and immediate action.

As you know, I am a founder member and donor of the Institute of Applied Health Sciences (IAHS), I was very much shocked when I heard that the Shibir miscreants are not allowing you to hold the meeting of the Academic Council of the University. As a result you are unable to accord affiliation to our Institute.

I would, therefore, request you to please exercise your emergency power to resolve the problem, so that the students can appear 1st professional MBBS Examination w.e.f. 01.01. 92.

I shall be happy for such act of Co-operation.

with warmest regards,

Akhtaruzzaman Chowdhury

পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

আখতারুজ্জামানচৌধুরীএম,পি

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯১।

প্রফেসর আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন
ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

প্রিয় উপাচার্য মহোদয়,

আসসালামুআলাইকুম।।

আমি বহুবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আপনাকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শিবিরের দুষ্কৃতকারীরা আপনার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়ায় আপনাকে টেলিফোনে পাইনি।

তাই টেলিফোনে কথা বলতে না পেরে আপনার সদয় বিবেচনা ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আমি এই পত্র লিখছি।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আমি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর (আইএএইচএস) একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দাতা। শিবিরের দৃষ্কৃতকারীরা আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা করতে দিচ্ছেনা শুনে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। কারণ এতে করে আপনার পক্ষে আমাদের ইন্সটিটিউটকে উপযোজন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আমি তাই আপনার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ০১.০১.৯২ ইং থেকে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা আমাকে সুখী করবে।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ–

আখতারুজ্জামান চৌধুরী

এবার উপাচার্য মহোদয় নিজেই সক্রিয় হন এবং ডাঃ এ.এফ এম ইউসুফের সাথে যোগাযোগ করেন।

অবশেষে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯১ আইএএইচ এস এর প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেন।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯১ ছাত্রদের রেজিষ্ট্রেশন করা হয় এবং একই দিন তাদের পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়া হয়।

১লা জানুয়ারী ১৯৯২ থেকে ছাত্র–ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়।

৫ই মার্চ ১৯৯২ ইং বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করলেও আইএএইচএস এর পরীক্ষার্থীদের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। ১২ই মার্চ ১৫২ তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্তক্রমে এই ফলাফল প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ পরিদর্শন ঃ

ঐ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ভারপ্রাপ্ত ডীন প্রফেসর সাইয়েদা নূর জাহান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আর একটি পরিদর্শন টিম ১৯৯২ সালের ১৯শে মে আইএএইচএস পরিদর্শন করেন এবং ১৬ই জুন নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করেন ঃ

INSPECTION REPORT
ON
THE INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES,
FOY'S LAKE, PAHARTALI, CHITTAGONG.

We were cordially received by Professor D.P.Barua, Director and other Faculty members of the Institute. After discussion with the Director we have inspected the campus, the department of Anatomy, Physiology, Pharmacology, Forensic Medicine, Pathology and Community Medicine including Dissection Hall and different laboratories and also the building now under construction for hospital and academic purpose as per memo. No. 336(5)/COP/(CU)/255(1)/92 dated 22-4-92 comprising the following members in the Inspection Team :-

1. Prof. Syeda Nur Jahan Begum Bhuiyan,
   Dean of the Faculty of Medicine &
   Principal, Chittagong Medical College.

2. Prof. Mahbub Kamal Chowdhury,
Professor & Head of the Deptt. of Medicine,
Chittagong Medical College.

3. Prof. Md. Rezaul Karim,
Professor & Head of the Deptt. of Surgery,
Chittagong Medical College.

4. Dr. Shafique Haider Choudhury,
Professor of Zoology,
University of Chittagong.

5. Prof. Lutful Anwar Quadery,
Associate Professor of Neuro-Surgery,
Chittagong Medical College.

At the time of Inspection of the Institute of Applied Health Sciences, the following observations were made :-

1. Teaching staff : The lists of teachers supplied by the IAHS
are enclosed herewith - Appx 1 to 8.

2. Histo-pathology laboratory works are at present being done in Anatomy Histology laboratory.

3. Microbiolgy and Pathology laboratory works are at present being done in Biochemistry laboratory.

4. Two lecture halls with seating capacity of 100 and 50 students each.

5. Hospital building and academic block :-

Three floors of the six storied building now under construction are expected to be completed within four months. The departments of Pathology and Microbiology, Biochemistry and administrative block will be accommodated in the ground floor and the departments of Pharmacology, Physiology, Lecture hall, Library etc. will be accomodated in the first floor of the building. The department of Community Medicine will be accomodated in a separate building to be constructed with Japanese donation.

6. Transport : - One Microbus is available with the Institute for the use of students, duty doctors and also for community visit. The Inspection Team was informed that sometimes private transport is hired when they are required for the above purpose.

7. Pemission for new batch of students (session 1991 - 92) has been sought. In the meantime test for selection of students to be admitted to first year class had been conducted.

8. Teacher for Behavioural Science - Teaching managed by a part-time teacher.

9. Field training of students in Boalkhali Health Complex - Adequate.

10. Pathology laboratory - Teaching is conducted in Physiology laboratory and is adequate.

11. Clinical training of 3rd year M.B.B.S. students - Chittagong Port Authority Hospital is serving the purpose temporarily.

Recommendations :

1. The Institution may be given temporary affliation from First year to Fourth year M.B.B.S class (Sessions 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92).

2. Age limit of full-time teachers should be fixed.

3. Governing Body in conformity with the Rules of the University of Chittagong and the Bangladesh Medical & Dental Council should be formed immediately.

4. Teaching Hospital must be established as early as possible.

5. Some teachers of the Chittagong Medical College are teaching in IAHS on a part-time basis. Necessary permission from the Principal, Chittagong Medical College should be sought and received as per Ministry of Health Circular No. Per-1.Misc-26/90/820 dated 1-10-91.

6. At present the Inspection Team includes the Dean of the Faculty of Medicine and the heads of the Department of Medicine and Surgery. It is felt that future inspection teams should include the Head of the department of Obstetrics and Gynaecology and also the senior most Professor of the subject concerned when the Dean happens to be the Head of the department of that subject.

1. (Prof. Syeda Nur Jahan Begum Bhiyan)
Dean of the Faculty of Medicine &
Principal, Chittagong Medl. College.

2. (Prof. Mahbub Kamal Chowdhury)
Professor &
Head of the Deptt. of Medicine,
Chittagong Medical College.

3. (Prof.Md. Rezaul Karim)
Professor & Head of the Deptt. of Surgery, Chittagong Medl. College.

4. (Dr. Shafique Haider Chowdhury)
Professor of Zoology, University of Chittagong.

5. (Prof. Lutful Anwar Quadery)
Asso. Professor of Neuro -Surgery,
Chittagong Medical College.

১৯৯২ সালের ২রা জুলাই অনুষ্ঠিত এফিলিয়েশন কমিটির সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়ঃ

"বিষয়-৪৩ঃ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সাইন্সেস (চট্টগ্রাম) এরএমবিবিএস কোর্সে উপযোজন নবায়নের ব্যাপারে অনুষ্ঠিত ১৬-৬-৯২ তারিখের পরিদর্শন রিপোর্ট বিবেচনা। (১৫২ তম একাডেমিক কাউন্সিল সভার ৮ নং সিদ্ধান্তে '৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষে এমবিবিএস কোর্স ১ম ও ২য় বর্ষে উপযোজন দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ঃ ১ম বর্ষে নুতন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পূর্বে এক্সপার্ট টিম দ্বারা ইন্সটিটিউটটি পরিদর্শনের নির্দেশ হলে উক্ত পরিদর্শন করা হয়। এ রিপোর্টে শর্ত সাপেক্ষে ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে উপযোজন দানের জন্যে সুপারিশ করা হয় (শিক্ষাবর্ষ-১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২)।

সিদ্ধান্ত-৪৩ঃ সুপারিশ করা গেল যে, ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সাইন্সেস এ (আইএএইচএস, চট্টগ্রাম) এম বি বি এস কোর্সে '৮৯-৯০, ৯০-৯১, ৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর অনুমতি প্রদান করা হোক।

পরিদর্শন রিপোর্টে উল্লেখিত যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ সহ নিম্মোক্ত শর্তগুলোও পুরণ করার জন্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হোক।

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লিনিকেল প্রশিক্ষণের জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালটি ব্যবহার করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে যথানিয়মে চুক্তি সম্পাদন করতঃ এর অনুলিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ।

(২) বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালটি ব্যবহারের বিষয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যথারীতি চুক্তি সম্পাদন করতঃ এর অনুলিপি প্রেরণ। এ সকল শর্তাবলীর পরিপালন রিপোর্ট পাবার পর পুনরায় ইন্সটিটিউটটি পরিদর্শন করানো হোক এবং তদানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।"

CENTRAL LIBRARY
USTC
Acc. No.........
Date.........
1992

পরবর্তীতে একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন ক্রমে কলেজ পরিদর্শক

২০-১০-৯২ইং নিম্মোক্ত পত্র প্রেরণ করেনঃ

ফোনঃ পি এ বি এক্স

কলেজ পরিদর্শক

২১০১৩১-৩৯

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২১০১৪১-৪৪

এক্সটেনশন-২২৫

স্মারক নং ঃ ১১৭৭/ক প(চ. বি) ২৫৫-৯২ তারিখঃ ২০-১০-১৯৯২

প্রাপক,

পরিচালক,

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ- উপযোজন নবায়ন।

সূত্রঃ- অ্যাফিলিয়েশন কমিটির ১১৭তম সভার ৪৩ নং সিদ্ধান্ত।

জনাব,

উল্লেখিত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার ইন্সটিটিউটে এম বি বি এস কোর্সে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

পরিদর্শন রিপোর্টে উল্লেখিত যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ সহ নিম্নোক্ত শর্তগুলোও পুরণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

১। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লিনিকেল প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালটি ব্যবহার করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে যথানিয়মে চুক্তি সম্পাদন করতঃ এর অনুলিপি প্রেরণ।

২। বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল ব্যবহারের বিষয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যথারীতি চুক্তি সম্পাদন করতঃ এর অনুলিপি প্রেরণ। এ সকল শর্তাবলীর পরিপালন রিপোর্ট পাবার পর পুনরায় ইন্সটিটিউটে পরিদর্শন করানো হবে এবং তদানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আবু তৈয়ব চৌধুরী)
কলেজ পরিদর্শক,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
তারিখ-২০-১০-১৯৯২ইং

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধরে চলে আসা এক বিরক্তিকর বিড়ম্বনার অবসান ঘটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের ফলে। আইএএইচএস এর প্রথম চার ব্যাচ শিক্ষার্থীর জীবন থেকে আলো–আঁধারীর খেলা শেষ হয়ে যায়। উদ্ভাসিত হয়ে উঠে নতুন আলোয়। যার অংশীদার আজকের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও।

এদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোজন পেতে এত সময় লাগেনি। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ এবং ছাত্র ভর্তির অনুমোদন পেতে ১৩৪৯ দিন লেগেছে আইএএইচএস এর। সময়ের দীর্ঘ কঠিন পরীক্ষা এর উদোক্তা ছাত্র–শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী অভিভাবক এবং শুভাকাংখী সবাইকে করেছে সফল। যা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে আইএএইচএস কে কেন্দ্র করে দেশের প্রথম কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ভিত্তি স্থাপনে। সে দিনের সেই আইএএইচএস আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের গর্বিত জননী। প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত ঘটনা–দুর্ঘটনা, বাধা–বিপত্তি, সহযোগিতা–অসহযোগিতার সুদীর্ঘ কঠিন পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছে সৎ উদ্দেশ্য কখনও বৃথা যায়না। সফলতা আসবেই। শুধু বিলম্বিত হতে পারে।

বিএমডিসির স্বীকৃতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের 'প্রণীত নীতিমালা প্রতিপালন সাপেক্ষে' অত্র ইন্সটিটিউট স্থাপনে সম্মতি প্রদান করা হয়। এই অনুমোদন প্রদান করা হয় ১১ই জানুয়ারী ১৯৯০।

ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯০ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের নিকট স্বীকৃতির আবেদন জানানো হয়।

১৯৯০ সালের ১৫ই মার্চ প্রফেসর খবির উদ্দিনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বিএমডিসি পরিদর্শন টিম আইএএইচএস পরিদর্শন করেন। টিমের অপর দু'জন সদস্য ছিলেন প্রফেসর মোঃ কছিম উদ্দিন ও প্রফেসর এ কে এম নুরুল আনোয়ার। ২৮শে মার্চ ১৯৯০ উক্ত পরিদর্শন টিম আইএইচএস কে স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৯০ সালের ১২ই জুলাই বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি আইএএইচএস কে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তা ১২ই মার্চ ১৯৯১ অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সাধারণ সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করে। অনুরূপভাবে ১৯৯৩ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী বিএমডিসি'র তিন সদস্যের আরেকটি টিম আইএএইচএস পরিদর্শন করেন। এই টিমের নেতৃত্ব দেন প্রফেসর সৈয়দ এরশাদ আলী। টিমের অপর দু'জন সদস্য হচ্ছেন প্রফেসর চৌধুরী হুমায়ুন কবির ও প্রফেসর মোবিন খান। তাঁরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত রিপোর্টে স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশ করেন।

বিএমডিসি'র পত্রগুলো এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

বাংলাদেশ চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা পরিষদ
Bangladesh Medical & Dental Council
86, Bijoy Nagar, Dhaka-1000, Phone: 235538, 258399

স্মারক নং বি এম এণ্ড ডি সি/১১-সি-৯০/৮৩ তারিখ ঃ ১২/০৭/১৯৯০ ইং / ২৭/০৩/১৩৯৭ বাং

প্রাপকঃ পরিচালক (একাডেমিক)
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস
ফয়েজ লেক
চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর স্বীকৃতি প্রসংগে।

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এর পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রদত্ত ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম এর পরিদর্শন রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভায় নিম্নে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঃ

"ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) চট্টগ্রাম এর পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত ইনষ্টিটিউটকে ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সাময়িকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইল।"

এই স্বীকৃতি বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্য্যকর হইবে।

রেজিষ্টার,
বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল।

বাংলাদেশ চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা পরিষদ
Bangladesh Medical & Dental Council
86, Bijoy Nagar, Dhaka-1000, Phone: 235538, 258399

স্মারক নং বি এম,এণ্ড ডি সি/১১-সি-৯০/৯৭৫ তারিখঃ ২৯/০৪/১৯৯১ ইং
১৫/০১/১৩৯৮ বাং

প্রাপকঃ পরিচালক (একাডেমিক)
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস
ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর স্বীকৃতি প্রসংগে।

অত্র অফিস স্মারক নং বি এম এণ্ড ডি সি/১১-সি-৯০/৮৩ তারিখ ১২/০৭/১৯৯০ ইং মোতাবেক জানানো হইয়াছিল যে, উপরোক্ত ইনষ্টিটিউটকে ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সাময়িক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইল যাহা কাউন্সিলের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

এতদার্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কাউন্সিলের ১১/০৩/১৯৯১ ইং অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইয়াছে।

রেজিষ্ট্রার,
বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল।

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল
৮৬, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০
ফোন নং-২৩৫৫৩৮, ২৫৮৩৯৯

স্মারক্ নং বি এম এন্ড ডি সি/২-সি-৯২/১৬৮০ তারিখ ঃ ২৩-০৬-৯৩ ইং
০৯-০৩-১৪০০বাং

প্রতিঃ (১) অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ (বি, এম, এস, আর, আই)
বাড়ী নং ৩৫, রোড নং ১৪.এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(২) পরিচালক
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সাইন্স
জি, পি ও বক্স নং ১০৭৯, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ (বি এম এস আর আই) ঢাকা এবং ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সাইন্স, চট্টগ্রাম থেকে প্রদত্ত এম,বি,বি,এস ডিগ্রীর স্বীকৃতি প্রদান প্রসংগে।

জনাব,

উপরোল্লিখিত বিষয়ে আপনার অবগতির জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের ১৫-০৬-৯৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

(১) "ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সাইন্স, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (বিএস এস আর আই) থেকে প্রদত্ত এম, বি, বি, এস, ডিগ্রী যথাক্রমে জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং এবং ২৫-০৪-১৯৯২ ইং হইতে স্বীকৃতি_প্রদান করা হইল।"

(২) "উক্ত কলেজদ্বয় হইতে কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ এবং তফসীল সংশোধন করিয়া উপরোক্ত কলেজদ্বয় থেকে প্রদত্ত ডিগ্রী তফসীলের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য উপরোক্ত যৌথ কমিটির সিদ্ধান্তও অনুমোদন করা হইল।"

রেজিষ্ট্রার,
বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল।

গভর্ণিং বডি ও একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যক্রম

১৯৮৮ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর আইএএইচএস 'এর গভর্নিং বডির প্রথম সভা চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বিগত সময়ে গভর্ণিং বডির মোট ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় আইএএইচএস কর্মকান্ডের প্রতিটি দিক মূল্যায়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি সভায় পূর্বোক্ত সভার কার্যবিবরণী পাঠ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনীসহ অনুমোদন করা হয় এবং প্রতিটি সভায় উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সবিস্তার পর্যালোচনার মাধ্যমে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

একইভাবে ১৯৮৯ সালের ১২ই মে আইএএইচএস একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২টি সভায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী অগ্রগতির জন্যে একাডেমিক কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়া গভর্ণিং বডির প্রতিটি সভায় একাডেমিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অবশ্য বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিল ও গভর্ণিং বডির জরুরী সভাগুলো এ হিসেবের বহির্ভূত। এছাড়া একটি নির্মাণ ও উন্নয়ন কমিটি, একটি আবাসন কমিটি, একটি কারিকুলাম বহির্ভূত কর্মকান্ড কমিটি ও একটি সিলেকশন কমিটি গভর্ণিং বডিকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে এসেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১লা জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে সভাপতি করে একটি এড হক কমিটি গঠন করেন। এতে প্রফেসর পি, বি রায় অভিভাবক ও ডাঃ রবিউল হোসেন শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য ছিলেন এবং আইএ এইচ এস পরিচালক প্রফেসর ডি,পি বড়ুয়া সদস্য সচিব ছিলেন।

উন্নয়ন ও বিকাশ

নির্মাণ ও স্থাপনা

১৯৮৭ সালের পর ডাক্তার ক্যাপ্টেন বজলুর রহমানের তত্বাবধানে আইএমএম'এর দেয়া প্রায় ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত শেডটি দিয়ে শুরু হয় ভবিষ্যতের ব্যাপক নির্মাণ কাজের সূচনা।

১৯৯০ সালে আইএএইচএস এর মাস্টার প্লান চূড়ান্ত হয় এবং গভর্ণিং বডির মনোনীত নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিনের তত্ত্বধানে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ হাজার বর্গফুট আয়তনের একাডেমিক ভবনের 'এ' ব্লকের ত্রিশ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট তিনটি ফ্লোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

এরপর নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডাঃ রবিউল হোসেন। তিনি পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালের ম্যানেজিং ট্রাস্টি এবং জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির মহাসচিব। নানা ধরণের ব্যস্ততা হেতু তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করায় গভর্ণিং বডির প্রবীন এবং অন্যতম দাতা সদস্য জনাব এম, এ সালামের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি পূর্বে নির্মিত ত্রিশহাজার বর্গফুট আয়তনের ভবনের সাজ–সজ্জা এবং বিদ্যুতায়নের দায়িত্ব নেন। এ সময়ে জাপানী ত্রাণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ ফ্রেন্ডশীপ ফাউন্ডেশন কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে একাডেমিক ভবনের দশতলা বিশিষ্ট বি ব্লকের কাজে হাত দেন। যার তিন তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত প্রায়।

পরবর্তীতে অধ্যাপক ইসলাম আইএএইচএস' এর বিপরীত দিকে ব্যক্তিমালিকানায় কিছু জমি ক্রয় করেন এবং তাঁর মায়ের নামে মহিলাদের জন্যে গুলমেহের হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তিনি এ জন্যে প্রয়োজনীয় জমি এবং প্রাথমিক নির্মাণ কাজের জন্য সর্বমোট ৬০ লাখ টাকা দানের প্রস্তাব দেন।

উল্লেখ্য আই এ এইচ এস কর্তৃপক্ষ কখনোই ছাত্রবাস প্রদানের অঙ্গীকার করেননি। তবে ছাত্র–ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান করে এসেছেন।

১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড়ে ইন্সটিটিউটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সময় প্রায় পাঁচ হাজার বর্গফুট আয়তনের টিনের চাল উড়ে যায়। কানাডীয় ত্রাণ সংস্থা ইউএসসিসিবি'র অনুদানে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে যাবতীয় মেরামত সম্পন্ন করা হয়।

আসবাব–পত্র, যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ

প্রথম পর্যায়ে সীমিত সংখ্যক আসবাব–পত্র দিয়ে ক্লাশ শুরু করা হয় সত্য। তবে কিছু দিনের মধ্যে জনাব এম এ কালাম আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য প্রায় পাঁচ শ ' ঘনফুট কাঠ প্রদান করেন এবং আসবা–পত্র তৈরীর ব্যবস্থা করে দেন।

ফলে অল্পদিনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশ শুরু করার জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত হয়। এছাড়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ক'জন দাতার নিকট থেকেও আসবাব-পত্র পাওয়া যায়।এদের মধ্যে রয়েছে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাই কমিশনার এবং চট্টগ্রামের জনাব মোজাফফর আহমদ মিঞা এবং জনাব আবুল খায়ের চৌধুরী।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারটিও অনুরূপ। প্রথমেই আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম একটি ওভারহেড প্রজেক্টার দিয়ে এর সূচনা করেন। তারপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রায় ৫ হাজার ডলার মূল্যের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করেন। অবশ্য নগদ অর্থেও ইপিডায়াস্কোপ, স্লাইড প্রজেক্টারসহ কিছু কিছু শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। ফলে অতি প্রয়োজনীয় প্রায় সকল শিক্ষা উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে আইএএইচএস।

এরপর আসে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি। এ ক্ষেত্রে দেশ একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পুরানো আমলের যান্ত্রিক ইনস্ট্রুমেন্ট আজকাল সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আবার আধুনিক স্বয়ংক্রিয় কিংবা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যয় খুব বেশী। ফলে প্রযুক্তি নির্বাচন সংকটে যাচ্ছে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা। বিশেষ করে প্রি-ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট সমূহের ক্ষেত্রে। ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে ভারত, সিঙ্গাপুর, এবং মালয়েশিয়ায় ব্যাপক খোঁজ-খবর ও প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা হয় নানা যন্ত্রপাতি। এজন্যে কখনো সরাসরি আমদানী, কখনো কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়, আবার কখনো ব্যাগেজ হিসেবে নিয়ে আসা হয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। একই সময়ে অফিস সামগ্রী, টাইপ রাইটার, ফটোকপিয়ার প্রভৃতিও সংগ্রহ করা হয়।

ছাত্র-শিক্ষক

মাত্র ৪২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সূচিত আইএএইচএস এ এখন দেশ-বিদেশের ২৭৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে ছাত্র ১৮০ জন। ছাত্রী ৯৯ জন। বাংলাদেশ ছাড়াও ফিলিস্তিনের ২জন (ছাত্র১,ছাত্রী১) ভারতের একজন ছাত্র এবং নেপালের ১৯জন (ছাত্র-১২, ছাত্রী-৭) শিক্ষার্থী ইন্সটিটিউটে অধ্যয়ন করছে।

১৯৮৯ সালে মাত্র দু'জন অধ্যাপক এবং ৯জন লেকচারার নিয়ে কলেজ শুরু হয় সত্য, আজ সেখানে প্রায় ষাটজন সার্বক্ষণিক, খন্ডকালীন ও অবৈতনিক শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন।

হাসপাতাল ও অন্যান্য সুবিধাদি

ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং এর জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল এবং মেমন হাসপাতালের ৫১০টি বেড ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতাল ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইন্সটিটিউটের পাঠাগার দিনে ১৬ঘন্টা খোলা থাকে। উদ্দেশ্য ছাত্র–ছাত্রীদের দীর্ঘ সময় পড়াশুনা করার সুযোগ দেয়া।

কয়েকটি ভাড়া করা বাড়িতে প্রায় একশ জন ছাত্র–ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং এবং খন্ডকালীন শিক্ষকগণের আসা–যাওয়ার জন্য যানবাহন আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ প্রদান করে থাকেন।

এখানে হাসপাতাল সুবিধের ব্যাপারটি আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এক সময় চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম হাসপাতাল। ১৯২৫ সাল থেকে এই হাসপাতালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের এল এম এফ কোর্স পরিচালিত হোত। ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই হাসপাতাল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হোত। তারপর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। পাশাপাশি বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল এবং মেমন হাসপাতালের ন্যায় বেশ কিছু আধা সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল গড়ে উঠলেও সেবামানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয়। বিশেষতঃ উচ্চতর ডিগ্রী সম্পন্ন বিশেষজ্ঞানের অভাবে এসব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

দেখা যায় যে, এসব হাসপাতালে শয্যা সংখ্যার তুলনায় রোগীর সংখ্যা কম এবং তার চেয়ে কম হচ্ছে উপযুক্ত চিকিৎসা পাবার সম্ভাবনা। আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ বিরাজমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখতে পান যে, তাড়াহুড়া করে একটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু একটি টিচিং (Teching) হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ জন্যে প্রয়োজন সময় এবং উপযুক্ত কর্মসূচী। দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং মেমন হাসপাতালে উপযুক্ত শিক্ষক ও রোগ নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে ছাত্রদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব। আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে বিএমডিসি'র নিয়মানুযায়ী বাধ্য। অপরদিকে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা উন্নত মানের না হলে প্রশিক্ষণ ব্যাহত হয়। এ দু'টো দিক বিবেচনা করে আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল এবং মেমন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের সুযোগ সুবিধে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন ঃ–

ক) আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য এসব হাসপাতাল ব্যবহার করলে প্রশাসনিক পর্যায়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি হবেনা।

খ) ছাত্রদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিতে গেলে চিকিৎসার মান উন্নত হবে।

গ) হাসপাতালে রোগীদের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে ছাত্র–ছাত্রীদের তরফ থেকে অধিকতর তদারকির ফলে চিকিৎসা ও সেবা উন্নতমানের হবে।

ঘ) প্রয়োজনে আইএএইচএস কর্তৃপক্ষ রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

মোট কথা, বর্তমান হাসপাতালগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

এই ব্যবস্থা সরকারী–বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখবে। শুধু বাংলাদেশে নয় অনেক উন্নত দেশে এ ব্যবস্থা বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। **ইতোমধ্যেই নিজস্ব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী নাগাদ তা চালু হবে।** দেশের প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজও অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তা এখনো অব্যহত রয়েছে।

নিম্নে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পত্র তুলে ধরা হ'ল ঃ-

মহা-ব্যবস্থাপক এর কার্যালয়,
বাংলাদেশ রেলওয়ে/পূর্বাঞ্চল/চট্টগ্রাম।

নং- জিএম/এ/মেডিকেল/১৪০(লুজ) তারিখঃ ১১/৩/১৯৯০ ইংরেজী।

প্রাপকঃ সি এম ও /পূর্ব,
বাংলাদেশ রেলওয়ে,
চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালে ইনষ্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের সেবা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে ইন্সটিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর পরিচালক কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব অনুসারে আপনার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি জেনারল ম্যানেজার/পূর্ব মহোদয় অনুমোদন করিয়াছেন।

সংলগ্নী প্রস্তাবের কপি।

(জাহাংগীর আলম)
এজিএম,
পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ রেলওয়ে/পূর্বাঞ্চল/চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ পরিচালক, উপ-সচিব/প্রশাসন, রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল। ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষের পত্র নং - জি, ৩৩/৯০/১১৭/১ তারিখ- ০৩/৩/৯০ ইংরেজী এর ফটোকপি এতদসংগে প্রেরণ করা হইল। সংলগ্নী - ৩।

অনুলিপিঃ পরিচালক (একাডেমিক), ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, ফয়'জ লেক, জি পি ও বক্স নং - ১০৭৯, চট্টগ্রাম। তাঁহার পত্র নং - জি,৩৩/৯০/১১৭/১ তারিখ- ০৩/৩/৯০ ইংরেজী এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরণ করা হইল।

(জাহাংগীর আলম)
১১-৩-৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

রেলপথ বিভাগ

নং- ই-৪/৫-১/৯১-১০৩

তারিখ ঃ ৮/৭/৯১ ইং / ২৩/০৩/৯৮ বাং

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালে "ইনষ্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস" এর ছাত্র/ছাত্রীদের বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রসংগে।

সূত্রঃ আই এ এইচ এস/ সিটিজি/১৩০/৪২/৯১/৯৬ তাং ২/৭/৯১ ইং

নির্দেশক্রমে উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের (কপি সংযুক্ত) প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব এর মতামত সাপেক্ষে ইন্সটিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর ছাত্রদের বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রামস্থ হাসপাতাল ব্যবহারে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগের কোন আপত্তি নাই।

সংযুক্তিঃ ১ কপি।

(আনোয়ারা বেগম)
সহকারী সচিব
ই-৪ শাখা

১। মহা-ব্যবস্থাপক /পূর্ব,
বাংলাদেশ রেলওয়ে,
সি আর বি/ চট্টগ্রাম।

২। সি এম ও / পূর্ব,
বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি,
চট্টগ্রাম।

নং- ই-৪ / ৫-১ / ৯১-১০৩ (৩)

তারিখ ঃ ৮/৭/৯১ ইং / ২৩/৩/৯৮ বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

চেয়ারম্যান,
ইন্সটিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস,
গুল মেহের, ৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫।

এজিএম,
পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ রেলওয়ে/পূর্বাঞ্চল/চট্টগ্রাম

সা–৬১
চ.ব.ক

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নং ঃ মেড/জিএল/১৩৮/৪৮১৮ তারিখ ঃ ১৫–০৬–৯১ ইং

বরাবরে ঃ
পরিচালক (একাডেমিক)
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস,
জি. পি. ও বক্স নং– ১০৭৯,, চট্টগ্রাম– ৪০০০

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস বিশেষজ্ঞদের সেবা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ আপনার পত্র নং জি. ৩৩/৯১/১২৭(১) তাং ৪–৬–৯১ ইং।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আগামী ১৫–৮–৯১ ইং থেকে অত্র হাসপাতালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। তবে এতে অত্র কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না।

প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা–১২১২।

স্মারক নং ডিজিএইচএস/এমই/৮৪/৮৬/১০৮৯ তারিখ ঃ ১৫/২/৯৩ ইং

প্রতিঃ জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান,
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস,, চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল মর্গ এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে।

সূত্র নংঃ আই.এ.এইচ.এস/আর সি/৫৫/৯৩/৬৫ তারিখ ঃ ২–২–৯৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, অধ্যাপক ডি,পি বড়ুয়া পরিচালক, ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, চট্টগ্রামের (সূত্র ঃ ৮৪/৯/২৯৬ তারিখ ঃ ১৯–৮–৯২ ইং এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, উপরোক্ত বিষয় আপত্তি নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। অত্র অধিদপ্তরও এই ব্যাপারে অধ্যক্ষের মন্তব্যে অনাপত্তি জ্ঞাপন করিতেছে।

(অধ্যাপক এ কে শামসুদ্দিন সিদ্দিকী)
পরিচালক,
চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য মহা–পরিচালকের পক্ষে–
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা শাখা।

নং- চিশি/বিবিধ-৩/৮৯/৬১৮

তারিখ ঃ ২২/১০/১৯৯২ ইং / ০৭/৭/১৩৯৯ বাং

বিষয়ঃ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম এর ছাত্র/ ছাত্রীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্তে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ব্যবহারের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

সূত্রঃ এই এম / কম-৯২/৬৮-২ তারিখ ১৪/৭/১৯৯২ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম এর ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে (provisionally) এবং রীতিমালা প্রণয়ন-সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে সরকারের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করছেন ঃ -

(ক) জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর প্রশাসনিক ও উক্ত হাসপাতালের ডাক্তারগণের পেশাগত কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

(খ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে হাসপাতালের কোন জিনিষ বা যন্ত্রপাতির ক্ষতি হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিস্থাপন (Replacement) ও সংস্কার (Repair) 'ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর কর্তৃপক্ষ করবেন।

(গ) প্রশিক্ষণ বাবদ সরকার কোন নির্দ্ধারিত ফি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে তা হাসপাতাল ব্যবহার করার তারিখ হতে 'ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস' এর কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

(ঘ) ভবিষ্যতে প্রাইভেট মেডিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রণিতব্য নীতিমালার আলোকে 'ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস' এর কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ ও পালন করতে হবে। এবং

(ঙ) 'ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস' কর্তৃপক্ষ নিজস্ব হাসপাতাল স্থাপন ত্বরান্বিত করবেন।

(মোঃ আবুল হোসেন মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

১। চেয়ারম্যান,
জনসেবা ফাউণ্ডেশন,
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।

২। পরিচালক,
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস
চট্টগ্রাম।

৩। সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ-

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পার–১ শাখা।

নং–পার–১/বিবিধ–২৬/৯০/ তারিখঃ ....

প্রেরক ঃ এম, মনির হোসাইন,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান,
ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস,
গুলমেহের,
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।

বিষয়ঃ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকদের খন্ডকালীন লেকচার।

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার ২–৯–৯১ ইং তারিখের পত্রের সূত্রে আপনাকে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজী, কমিউনিটি মেডিসিন এবং ফার্মাকোলজী বিভাগত্রয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ যদি অবৈতনিক ভিত্তিতে আপনার প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন লেকচার দিতে রাজী থাকেন এবং তাহাতে যদি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হইবে না বলিয়া উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে উপরোক্ত শিক্ষকদের খন্ডকালীন লেকচারার প্রদানে সরকারের কোন আপত্তি থাকিবে না।

স্বাক্ষর/–এম. মনির হোসাইন,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

নং – পার–১/বিবিধ–২৬/৯০/৮২০/১(৩) তারিখ ঃ ১/১০/৯১ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ–

১। অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

... ...

স্বাক্ষর/–এম. মনির হোসাইন,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্মারক নং– চমেক/ তারিখঃ / /৯১ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ–

১। অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওলজি বিভাগ, চমেক।

২। সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্মাকোলজী বিভাগ, চমেক।

৩। সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, চমেক।

ইহা তাহার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তাকে জ্ঞাত করানোর জন্য তাহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

স্মারক নং – চমেক/ ৩৩০৮(৩)/১ তারিখঃ ১৫/১০/৯২ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (একাডেমিক), ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস, জন সেবা কমপ্লেক্স, ফয়েজ লেক, জিপিও বক্স নং– ১০৭৯, চট্টগ্রামের নিকট প্রেরণ করা হইল।

অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।

স্মারকঃ ৯৬/স্বাস্থ্য/ ১২৮৯ তারিখঃ ৮/৪/৯৩ইং

প্রতি ঃ পরিচালক,
আইএএইচএস, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ মেমন হাসপাতাল ও মাতৃসদনে এম.বি.বি.এস শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান প্রসংগে।

আপনার সূত্র নং জি/৯৩/১৪ তাং ২৯-১-৯৩ ইং এ লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সূত্রে উল্লেখিত প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশনের মেমন হাসপাতালের মাতৃসদন বিভাগে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া গেল।

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

স্মারক নং - তারিখ ঃ / /৯৩ ইং

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য।

১। মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, মেমন হাসপাতাল ও মাতৃসদন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক নিম্নরূপঃ

MINUTES OF THE JOINT MEETING HELD ON 6 JULY 1991 BETWEEN CHITTAGONG SISHU HOSPITAL AND THE INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES

A Joint Meeting held today the 6th July 1991 at 9 a.m. between Hospital Management Committee (HMC) of Chittagong Sishu Hospital (CSH) and the Institute of Applied Health Sciences with Prof. A.S.M. F. Karim, Vice President, CSH and Chairman, HMC in the chair.

The meeting was attended by :-

1. Dr. A.F.M. Yusuf, Vice Chairman, IAHS, Founder President, CSH and Member, CSH-HMC.
2. Dr. Md. Sahidullah, Vice President, CSH.
3. Dr. L.A. Quaderi, Member, CSH and HMC.
4. Prof. Siddiqullah, Director (Academic), IAHS.
5. Col (Retired) M. Mohsin, Director, CSH.
6. Dr. Md. Badrudozza, Asstt. Prof. Paediatrics, IAHS.

RESOLUTIONS :

The meeting adopted the following resolutions :-

1. That the Chittagong Sishu Hospital gladly welcomes the proposal of the IAHS for extending clinical training to the students of the IAHS by the CSH.
2. That both the parties mutually agree to and give full consent to continue the programme even after launching of the own clinical hospital of the IAHS.
3. That a Joint Committee is hereby constituted with the following experts for smooth implementation of the programme.

Prof. A.S.M.F Karim	- Convenor
Prof. Siddiqullah	- Member
Col (Retired) M. Hohsin	- Member
Dr. Anjuman Ara Islam	- Member
Dr. Md. Badrudozza	- Member

4. That the committee shall work out a detailed plan of action keeping in view the existing curriculum and course of studies etc.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(Prof. Siddiqullah)
Director (Academic)IAHS

(Col (R) M. Mohsin)
Director, CSH.

কারিকুলাম ও পরীক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষার ফলাফল

আইএএইচএস বিএমডিসি অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে। আইএএইচএস এর কোন শিক্ষার্থী ৭৫ ভাগ ক্লাস না করলে এবং প্রতিটি আইটেম / কার্ড সফলভাবে সম্পন্ন না করলে টেস্ট পরীক্ষা প্রদান করতে পারেনা। প্রথম ও দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষার আগে তাদের ৪টি করে টার্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয় টার্ম পরীক্ষা বর্ষ ফাইনাল এবং চতুর্থ টার্ম পরীক্ষাকে টেষ্ট পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নে আইএএইচএস প্রথম ব্যাচের (১৯৮৮–৮৯) ছাত্রদের প্রথম পেশাগত পরীক্ষার ফলাফলের সংক্ষিপ্ত–সার নিম্নরূপ

ভর্তিকৃত ছাত্র–ছাত্রী	ঃ	৪২
ড্রপ আউট	ঃ	০৪
মোট ছাত্র–ছাএী	ঃ	৩৮

পরীক্ষার ফলাফল

সময়	পরীক্ষার্থী	পাস	রেফার্ড	ফেল	শতকরা
জানুয়ারী ১৯৯২	৩৪	১৫	১৩	০৬	৪৪.১১%
মে, ১৯৯২	২০	১২	০৫	০৩	৬০.০০%
সেপ্টেম্বর ১৯৯২	০৮	০৬	০১	০১	৭৫.০০%

অনুরূপভাবে ১৯৮৯–৯০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ৫২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দু'জন ছাত্র ড্রপ আউট হয়। অবশিষ্ট ৫০ জনের মধ্যে দু'জন প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হতে ব্যর্থ হয়। ৪৮ জনের মধ্যে ৪০ জন প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। আগের ব্যাচের ২ জনসহ মোট ২৫ জন জানুয়ারী ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ ও চম্পক বড়ুয়া মেধা তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করে। নয় জন রেফার্ড পায় এবং আট জন ফেল করে। পাসের হার ৫৯.৪৪ শতাংশ।

পরিদর্শকগণ এবং তাঁদের মন্তব্য

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই দেশী-বিদেশী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার স্থান পরিদর্শন করেন। সবার আগে আসেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে স্টানিসলাস ফিলিওল এবং তাঁর স্ত্রী। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে। তারপর সংসদ উপনেতা, যোগাযোগমন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী, একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী / প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কয়েকজন কূটনীতিক ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। ইন্সটিটিউটের প্রতিটি সংকটে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহ -অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে অফুরন্ত। তাঁদের কিছু কিছু মন্তব্য এখানে পত্রস্থ করছি ঃ

ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
সংসদ উপনেতা।

প্রারম্ভিক পর্যায়ের যে মেডিক্যাল শিক্ষায়তন আজকে দেখলাম, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। উদোক্তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হোক।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

২৭-২-৯২

ডাঃ জন, সি বুলক
মেমোরিয়াল খৃষ্টান হাসপাতাল
মালুমঘাট, কক্সবাজার

"This is our first visit to your faculty and we are delighted to see the progress you have made. We appreciate the careful thought and planning that has gone into the faculty by dedicated persons. We wish you grand success and hope to be in constant touch.

Dr. John C Bullock
17-3-90

জনাব নূরুল মোমেন খান
সচিব /প্রাক্তন
রেল বিভাগ

জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের আমন্ত্রণে সম্প্রতি চট্টগ্রামের ফয়'জ লেকে স্থাপিত এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস ইনষ্টিটিটিউট পরিদর্শনে আমার সুযোগ হয়েছিল। সে সময় আমাকে অবহিত করা হয় যে, সমাজ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে দেশে এটাই এ ধরণের প্রথম প্রতিষ্ঠান এবং এখানে শিক্ষার্থীদের নিজ এলাকার সমস্যা, চাহিদা এবং প্রয়োজনের আলোকে যে নতুন ধরণের চিকিৎসা শিক্ষা দেয়া হয় তা এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চিন্তা-ভাবনারই প্রতিফলন। ছাত্র এবং শিক্ষকের সরাসরি অংশ গ্রহণে সামাজিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এর মূখ্য উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য-জ্ঞান প্রদানের এ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমি মনে করি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যথোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একখন্ড জমির ইজারা দিয়েছেন। আমি আশা করি, যে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে এই জমি প্রদান করেছে তা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হবে। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে যারা সার্বক্ষণিকভাবে নিবেদিত তাঁদের সবার প্রতি আমার উষ্ণ অভিনন্দন রইল।

(নুরুল মোমেন খান)
সচিব, রেলপথ বিভাগ ও
মহা-পরিচালক,
বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৬.২.৯১

ডঃ দিলাওয়ার আলী খান
সিনিয়র প্রোগ্রাম কো অর্ডিনেটর
ইউনিসেফ, বাংলাদেশ।

I am highly impressed by the approach to Community Medicine being adopted by IAHS. I Found the faculty highly committed and rich in experience for successfully completing five year teaching programme for the students who came from all parts of Bangladesh and who have special interest in the rural areas, the class room teaching suplimented with community will should help in further generating the interest/ committment of this students in community medicine and in serving the urban and rural people to bring about a significant change/ improvement in the health and nutritional conditions of child health and women.

Dr. Dilwar Ali Khan
9-2-91

ডঃ তাকিয়ো ইগুচি
রাষ্ট্রদূত, জাপান

It is most encouraging to see that great efforts are being made to meet the challenge of community based medical education in Bangladesh. Japan with other donor countries and international organisations attaches great importances to the aid for basic human needs and we have had some improvements in aid to hospitals, upazilla complexes and medical institutions. We are presently in search for medical projects which meets the dire needs of your rurul communities. The ideal of IAHS and the motivation of dedicated leaders and staff members of this institute is indeed impressive."

Dr. Takeo Iguchi
15-11-1990

কাজী জাফর আহমদ
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"I am delighted to visit a unique institution of medical science which has some extraordinary characteristics of its own suited to the socio-economic condition of Bangladesh. Today in Bangladesh, educational institutions have lost its roots and have been turned into lifeless structures. Needless to say, these educational institutes lack the most fundamental prerequiste of human demand. But to my satisfaction, IAHS, has been functioning smoothly laying emphasis on two most important elements i.e. teaehers and student. I have seen here the happy combination of teachers, students and patrons in running this organisation"

Kazi Zafar Ahmed
16.6.90

মুহম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর

"আমি আইএএইচএস'এর এই প্রতিষ্ঠান দেখে খুব খুশী হয়েছি। সত্যিকার মানব কল্যাণে নিয়োজিত ডাক্তার এখানে তৈরী হউক এই কামনা করি এবং দোয়া করি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।"

মুহম্মদ ওমর ফারুক
১০-৫-৯০

ডঃ জে এল রস
ফোর্ড ফাউন্ডেশন

I greatly appreciate your sharing, your vision for the future and the sincerity to the needs of the community. I wish you continued success in your efforts.

J.L Ross
9. 1. 90

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
প্রাক্তন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী

" The Institute of Applied Health Sciences, Bangladesh is a big step towards private medical education. In a developing country like ours private efforts must compliment the government efforts. I wish success to the Institute."

Anisul Islam Mahmud
18-12-89

এম, স্টানিসলাস ফিলিওল
রাষ্ট্রদূত, ফ্রান্স

"I wish to thank National Professor Nurul Islam for having Invited me at IAHS. My first visit was two years ago. In this period things have developed in a more than encouraging way. Meeting the Director, the young teachers and the students gives a visitor a feeling of enthusiasms.

Thank you and sincere wishes of successful future."

S. FILLIOL
2. 11. 89

ডাঃ এ এফ আকরাম সাঈদ

"I was delighted to visit the Institute of Applied Health Sciences, Pahartooly, Chittagong.

It was a fulfilment of my long cherished desire to visit it ever since I heard about it.

It is a remarkable event. I wish it all round success. "

Dr. A. F. M. Akram Sayeed
27. 1. 93

জনসেবা ফাউণ্ডেশন

ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন, বাংলাদেশ (আইএমএম) এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক নুরুল ইসলামের উদ্যোগে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সীমাবদ্ধতা এবং প্রচলিত আইনের বিধি–নিষেধের কারণে কখনোই আইএএইচএস এর উপরে আইএমএম এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। ফলে নানা ধরণের প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা দেখা দিত। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে এবং প্রশাসনিক জটিলতা মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা ও গবেষণার মান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ১৮৬০ সালের সোসাইটি এ্যাক্টের বিধান অনুসারে একটি স্ব–শাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এই অবস্থায় ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের অনুরোধক্রমে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে আনোয়ারা–নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট। ফাউণ্ডেশন গঠনের মিশন ১০০,০০০/– (এক লাখ) টাকা প্রদান করেন। আনোয়ারা–নুর ওয়েলফোর ট্রাষ্ট্র দান করেন ১০০০,০০০/– (দশ লাখ) টাকা। এতে শর্ত ছিল এই টাকা দিয়ে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হবে। সেটির নাম হবে আনোয়ারা–নূর প্রফেসর অব মেডিসিন। ১৯৯০ সালের ২৭শে জুলাই ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন জনসেবা ফাউণ্ডেশন নামের কাংখিত ট্রাষ্ট গঠনের অনুমোদন প্রদান করে এবং ১৯৯১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬০ সালের সোসাইটি এ্যাক্টের বিধান অনুসারে জনসেবা ট্রাষ্ট রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে। ফলে নেতৃত্ব শূণ্যতার হাত থেকে অনাগত দিনের জন্যে মুক্ত হয়ে যায় আইএএইচএস। একই সময়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর বিধিমালা প্রযুক্ত হওয়ায় এবং তাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের স্বীকৃতি লাভের ফলে আইএএইচএস এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে রচিত হয় স্পষ্টতর আইনানুগ সেতুবন্ধন।

আইএমএম এবং আইএএইচএস এর সকল পর্যায়ে স্মরণীয় অবদানকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে জনসেবা ফাউণ্ডেশনের ট্রাষ্টি বোর্ড। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এই ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ হচ্ছেন ডঃ এএফএম ইউসুফ, জনাব এম,এ সালাম, গাজী শামসুর রহমান, ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস, ইঞ্জিঃ ফিরোজ খান নুন, আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম, ডঃ আবুল কাসেম এবং যুগ্ম সচিবের পদ মর্যাদার নীচে নন সাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এমন একজন প্রতিনিধি।

তাছাড়া জনসেবা ফাউণ্ডেশনের একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী রয়েছে। কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম এই উপদেষ্টা মণ্ডলীর চেয়ারম্যান।

অনুরূপভাবে আইএএইচএস এর মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রশ্নে নানা ধরণের চিন্তা–ভাবনা হচ্ছিল। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘদিনের সংস্রব হেতু আইএএইচএস অনুভব করছিল যে, প্রাইভেট ডিগ্রী কলেজের জন্যে প্রযোজ্য বিধিমালার মাধ্যমে কখনোই মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান চলতে পারেনা, তাই আইএএইচএস এর পক্ষ থেকে সুবিধাজনক বিকল্প অনুসন্ধান করা হচ্ছিল। জনসেবা ফাউন্ডেশন এ ক্ষেত্রে অনন্য একটি আইনানুগ ভিত্তি।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে স্নাতক পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সত্তুর বছরে সরকারী উদ্যোগে আরো ৮টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটায়। কিন্তু তা কোনভাবেই বর্ধিত জনগণের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিলনা। প্রতি বছর যতজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ পায় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তায় ঘুরপাক খেতে থাকে। স্বচ্ছল পিতা–মাতার মুষ্টিমেয় কিছু সন্তান বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই অকালে শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে হয়। যা সামাজিক পরিবেশকে দ্রুত প্রভাবিত করতে থাকে। একই সময়ে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সেশন জটের ন্যায় বিষ ফোঁড়া আসন গেড়ে বসে। ফলে সুযোগ প্রাপ্ত এবং সুযোগ–বঞ্চিত সকল শিক্ষার্থীর জীবনেই নেমে আসতে থাকে দিবসে রাত্রির অন্ধকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পিছু বছরে গড়ে ২২/২৩ হাজার টাকা ব্যয় করেও দেখা যায় যে, তিন বছরের অনার্স কোর্স ৫–৬ বছরের আগে শেষ হয়না। সুযোগের দৈন্যের মাঝে সম্পদ অপচয়ের বিলাসিতার এই নির্মম খেলার অবসান কল্পে দেশ ও জাতির সামনে তাই বড় হয়ে ওঠে বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। বলাবাহুল্য, এ দেশে বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোন নতুন উদ্যোগ নয়। বরং আমাদের সোনালি অতীতের শ্রেষ্ঠতম সম্বল। বৌদ্ধ শাসনামলে

এ দেশে অন্ততঃ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া এসব বিশ্ববিদ্যালয় কুমিল্লার শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং চট্টগ্রামের চক্রশালায় মতান্তরে রংমহল পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ পন্ডিত ও ভিক্ষুদের প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষায়তন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে সামাজিক সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হোত।প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়বিধ শিক্ষা পদ্ধতি এবং নৈতিক নির্দেশনা সমৃদ্ধ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ যুগ অবসানের পর ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় সত্য; তবে তার আবেদন কখনোই বিলুপ্ত হয়নি। শিক্ষার সাথে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হয়ে ছিল দীক্ষা। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষার সাথে দীক্ষার দূরত্ব বেড়ে যায়। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা লগ্ন থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সমর্থন ও সৃজনশীলতার স্থান করে নেয় রাষ্ট্রীয় অনুদান ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ। তবুও বিগত সত্তুর বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮০ সালের পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্যোগের বিকাশের ধারণা জোরদার হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট সুস্থতর সামাজিক উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে আরো অনেক ফলপ্রসু হতে পারে বলে বিদদ্ধজনেরা এবং নীতি নির্ধারকগণ অনুভব করতে থাকেন।

১৯৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী চ্যান্সেলরের সাথে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরগণের বৈঠকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত সকল সমস্যা চিহ্নিত করণের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়। ১৯৯০ সালের ১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত পরবর্তী বৈঠকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন কল্পে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৯০ সালের ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৬৭তম সভায় নিম্নোক্ত দিক-নির্দেশনা অনুমোদন করা হয় ঃ

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই –

ক) বিস্তারিত শিক্ষাক্রম থাকতে হবে।
খ) কমপক্ষে দু'টি অনুষদ থাকতে হবে।
গ) ভারসাম্যপূর্ণ, সমন্বিত ও সুষ্ঠু শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম থাকতে হবে।
ঘ) উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী থাকতে হবে।

ঙ) পাঁচ কোটি টাকার সংরক্ষিত তহবিল থাকতে হবে।

চ) শিক্ষা, শিল্প–কলা ও শিল্পক্ষেত্রের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ১১ সদস্যের ট্রাষ্টি বোর্ড থাকতে হবে।

ছ) ছাত্রদের টিউশন ফি এবং শিক্ষকগণের বেতনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

উক্ত দিক–নির্দেশনা প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সরকারী পর্যায়েও ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

১৯৯১ সালের ৭ই ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমীর উদ্দিন সরকার আগ্রহী সকল মহলকে এক বৈঠকে ডাকেন শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দু' জন সদস্যসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাগন এই সভায় যোগদান করেন। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম ও এখানে এক জন আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রণীত দিক– নির্দেশনার উপর ব্যাপক আলোচনা অনুষ্টিত হয় এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২ এর রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়।

১৯৯২ সালের ২৪শে মার্চ মন্ত্রীসভার বৈঠকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দিক–নির্দেশনা সংশোধিত ও সহজতর করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২ এর খসড়া চূড়ান্ত হয়। ৭ই জুলাই ১৯৯২ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমীর উদ্দিন সরকার জাতীয় সংসদে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২ উথাপন করেন। সংসদ ৫ই আগষ্ট ১৯৯২ এই বিল পাস করেন। ৯ই আগষ্ট ১৯৯২ রাষ্ট্রপতির সম্মতির মাধ্যমে এই বিল আইনে পরিণত হয়।

বেসরকারী কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ও আইএএইচএস

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম শুরু থেকেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্টতার কারণে তিনি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিমালা ও দিক –নির্দেশনা প্রণয়নে সহযোগিতা করেন এবং বহুলাংশে অবহিত ছিলেন।

আইএএইচএস এবং ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের ন্যায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা তাঁকে ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে

থাকে। বিশেষতঃ আইএএইচএস এর প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ কোর্স শেষ করার পর সেশন জটের কারণে আট মাস পরীক্ষা দিতে না পারায় সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠেন। অনুরূপভাবে প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষাও আট মাস পিছিয়ে যায়। এ সময়ে আইএএইচএস ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। সেশন জট নির্মূলের ঐকান্তিক ইচ্ছে তাঁকে এবং আইএএইচএস গভর্ণিং বডিকে বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় করে তোলে এবং অধ্যাপক ইসলামের নেতৃত্ব আইএএইচএস এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রস্তুতি মূলক কাজ করে যায়।

ইউ টি সি ঃ প্রথম উদ্যোগ

চট্টগ্রামে কমার্স কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি এবং এ কে খান ফাউন্ডেশন একটি ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট চালু করার জন্যে কাজ করেছিল। তারা মিলিতভাবে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করায় ১৯৯১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জনসেবা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে জনসেবা ফাউন্ডেশন এবং এ কে খান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, চিটাগাং নামে একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং একটি উদ্যোক্তা পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের অবয়ব ছিল নিম্নরূপঃ–

চেয়ারম্যানঃ কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম
চেয়ারম্যান, উপদেষ্টামন্ডলী জনসেবা ফাউন্ডেশন।

সদস্যবৃন্দঃ ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ
সদস্য, জনসেবা ফাউন্ডেশন
এবং ভাইস চেয়ারম্যান
ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস।

প্রফেসর মোহাম্মদ আলী
প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
এবং সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রফেসর এম এন আমিন
প্রফেসর, ইএনটি আই পি জি এম আর এবং
সদস্য ট্রাস্টি বোর্ড চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

জনাব সালাহ্ উদ্দিন কাসেম খান
ট্রাস্ট সচিব, এ কে খান ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম।

সমন্বয়কারীঃ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম,
চেয়ারম্যান জনসেবা ফাউন্ডেশন এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস।

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে ইউ টি সির প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয় এবং ১৮–১–৯২ ইং তিনি নিজে প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রীর ব্যারিষ্টার জমীর উদ্দিন সরকারের নিম্নোক্ত মন্তব্য সহ ইউটিসির প্রকল্প প্রস্তাবটি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে শিক্ষা সচিবের নিকট প্রেরণ করেন ঃ–

(সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে এই প্রকল্প অনুমোদন করা হ'ল।)

The project is approved in principle subject to passing of the ordinance by the parliament.

ইউটিসি'র প্রস্তাবে উদোক্তা হিসেবে বর্ণিত ছিল জনসেবা ফাউণ্ডেশন এবং এ কে খান ফাউণ্ডেশন। কিন্তু পরবর্তীতে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করায় জনসেবা ফাউণ্ডেশন ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয় এবং ইউটিসি (কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম University of Technology, Chittagong) থেকে ইউএসটিসি (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, University of Science and Technology, Chittagong) নাম পরিবর্তন করা হয়।

ইউ এস টি সি

১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর ইউএসটিসির আবেদন পত্র জমা দেয়া হয়। মাত্র ৯ দিনের মধ্যেই চ্যান্সেলরের সচিবালয় থেকে ইউএসটিসির অনুমোদন ও সনদ পত্র ইস্যু করা হয়। ফলে দীর্ঘ দিনের এক লালিত স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ আর নিয়ন্ত্রণের কঠিন টানা–পোড়নের অবসান ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ

১৯৯২ সালের ৯ই নভেম্বর চ্যান্সেলরের সচিবালয় থেকে ইস্যুকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম–এর সনদপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

চ্যান্সেলরের সচিবালয়

নং শা ঃ ১৫/১০ এম–৮/৯২/৬৩০– শিক্ষা, তারিখ ঃ ৯/১১/১৯৯২ ইং

বিষয় ঃ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী (বেসরকারী) স্থাপনের জন্য অনুমোদন ও সনদপত্র প্রদান প্রসংগে।

নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত তাঁহার গত ১/১১/৯২ ইং তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২–এর ৬(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, চট্টগ্রাম স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও সনদপত্র প্রদান করিলেন। শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২–এর ধারাসমূহ যথাযথভাবে পালনে বাধ্য থাকিবে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম
ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী,
জনসেবা কমপ্লেক্স, ফয়'জ লেক, চট্টগ্রাম।

(মির্জা ফজলুল করিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইএএইচএস থেকে ইউএসটিসি

বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা একটা ঐতিহাসিক দলিল। এর আগে স্মরণ কালে এমন কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি এবং সরকারের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ইউটিসি (পরবর্তীতে ইউএসটিসি) এভাবে দেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে এবং এর সক্রিয় সহযোগী হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী জনাব জমিরউদ্দিন সরকার উৎসাহের সাথে এ প্রচেষ্টায় প্রথম অনুমোদন দেন।

প্রেসিডেন্ট নিয়োগ

১৯৯৩ সালের ১২ই মে মাননীয় চ্যান্সেলর জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে ইউএসটিসি'র প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দান করেন। এই নিয়োগ পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
চ্যান্সেলরের সচিবালয়

নং- শাঃ ১৫(১)/১০-এম-৮/১২/১৪-শিক্ষা তারিখঃ ১২-৫-১৯৯৩ ইং

বিষয়ঃ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সে এণ্ড টেকনোলজি (বেসরকারী) চট্টগ্রাম এর প্রেসিডেন্ট পদে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে নিয়োগদান প্রসংগে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি/চ্যান্সেলর প্রীত হইয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর ধারা ১৩ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সে এণ্ড টেকনোলজি (বেসরকারী) চট্টগ্রাম এর প্রেসিডেন্ট পদে জনসেবা ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে এতদ্বারা নিয়োগ করিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে বোর্ড অব গভর্ণস কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিবেন।

২। এই আদেশ তাহার যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি/চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে,

(গোলাম ফারুক খান)
সহকারী সচিব।

ডাঃ নুরুল ইসলাম,
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান,
বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ,
জসসেবা ফাউণ্ডেশন
৬৩, সেন্টাল রোড, , ঢাকা-১২০৫

নং - শাঃ ১৫(১)/১০ এম-৮/৯২ - শিক্ষা তারিখঃ ১২-৫-১৯৯৩ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ -

১। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
৪। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা

(গোলাম ফারুক খান)
সহকারী সচিব।

সিন্ডিকেট গঠন ও প্রথম সংবিধি প্রণয়ন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ অনুসারে জনসেবা ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডই ইউএসটিসি পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট। তবুও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণ (ডীন) এবং বিভিন্ন পরিষদের মনোনীত প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল সিন্ডিকেট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে জনসেবা ফাউন্ডেশনের তিনজন প্রতিনিধি (প্রেসিডেন্টসহ), সরকারের মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি (মেয়র ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মনোনীত একজন প্রতিনিধি), দু'জন দাতা সদস্য, পদাধিকার বলে দু'জন ডীন, ভাইস চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষ এবং একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ১৫ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, ডঃ আবুল কাসেম, প্রফেসর এ, জে, এম নুরুদ্দীন চৌধুরী, জনাব এম, এ সালাম, জনাব মোজাফফর আহমদ মিঞা ও প্রফেসর আবুল কাসেম চৌধুরী সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি (Statute) প্রণয়ন এই সিন্ডিকেটের প্রধানতম কর্তব্য।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী এবং প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খান সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই সংবিধি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে আইএএইচএস/ইউএসটিসি

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের ব্যাপক পরিচিতি ও যোগাযোগ শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচিত করে তোলে। ১৯৭৮ সালের আলমা আতা সম্মেলনের পর সারা বিশ্বে সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল শিক্ষা (Community Based Medical Education) সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার সমন্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেদারল্যান্ডের মাস্টিক্টস্থ ইউনিভার্সিটি অব লিমবার্গের Network of Community Based Educational Institutions for Health sciences বা সংক্ষেপে নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত সংগঠনটি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃত এই সংগঠন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে সমাজ ভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

নেটওয়ার্কের তৎকালীন মহাসচিব ডঃ জাকোবাস এম গ্রীফ ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের নিকট থেকে বাংলাদেশে সমাজ ভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রস্তাবিত ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেসকে নেটওয়ার্কে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান। অধ্যাপক ইসলাম সাথে সাথেই নেটওয়ার্কে যোগদানের আবেদন পত্র পাঠান এবং নেটওয়ার্ক নির্বাহী কমিটি ১৯৮৬ সালের জুন মাসে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেসকে সহযোগী সদস্যপদ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠার তিন বছর পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যভুক্তির ব্যাপারটি ছিল নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার সুস্পষ্ট গ্যারান্টি।

১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেটওয়ার্কের আমন্ত্রণে অধ্যাপক ইসলাম থাইল্যাণ্ডের পাতিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সমাজ ভিত্তিক মেডিক্যাল শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের ৭-১২ই অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার যোগজার্কাতায় অনুষ্ঠিত হয় নেটওয়ার্ক আয়োজিত 2nd International Symposium on Problem Based learning. দু'জন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষকসহ অধ্যাপক ইসলামের নেতৃত্বে একটি আইএএইচএস প্রতিনিধিদল এই আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন। এই সিম্পোজিয়ামে প্রথম বারের ন্যায় আইএএইচএস এর এক বছরের অভিজ্ঞতা ও কর্মকান্ডের মূল্যায়ন সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনটির সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

"ONE YEAR EXPERIENCE AT IAHS

N. Islam

Institute of Applied Health Sciences

Dhaka, Bangladesh.

Institute of Applied Health Sciences (IAHS) started functioning in May, 1989 with 42 students.

The IAHS besides carrying out normal curricular activities has been able to establish a community wing under leadership of one co-ordinator who makes plans for community works and implements it accordingly. Monasha, Gohira, Gumdandi and Kuaish, the four villages under four police stations surrounding Chittagong city were

taken as primary demonstration centre where local hindrances were successfully eliminated through discussion meetings with social leaders.

Students are taken to these villages where they collect basic demographic data and health care statistics with the help of PHC workers. After proper assessment they prepare a detailed plan for implementation of IAHS PHC concept, an idea for ensuring minimum health care support which involves eradication of common diseases enunciated under EPI program, Ensuring supply of safe water disposal of excercta, eradication of anemia and worms and other related issues.Initially the students had to face a number of problems. They all came from urban elite communities and were more prone to urban life style. For some the experience with rural life was for the first time.

The program is well acclaimed by the villagers but is often criticised by certain people who made medical services their personal business viz. the unqualified village practitioners and even a section of graduate doctors. The principle of CBME enunciated by the Network and practised by this Institute was not quite known to the public and the press. Introduction of this system with exposure of students to the environment, supervision of qualified teachers from the beginning of their career were well received by the students, the public and the administrators."

এরপর থেকে নেটওয়ার্কের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং সময়ে সময়ে নেটওয়ার্ককে আইএএইচএস এর অগ্রগতির বিবরণ পাঠানো হতে থাকে। ১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বরে আইএএইচএস নেটওয়ার্কের পুর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক পরিচিতি আইএএইচএস এর প্রতি উৎসাহী বিদেশী অভিভাবকদের আশান্বিত করে তোলে এবং ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদেশী ছাত্রদের আনাগোনা শুরু হয়। বর্তমানে ফিলিস্তিন, নেপাল ও ভারতের ২২ জন শিক্ষার্থী আইএএইচএস এ অধ্যয়ন করছে।

বৃটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য ডাঃ এ এফ আকরাম সাঈদ সম্প্রতি ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন এবং ভবিষ্যতে জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্বীকৃতির ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

কয়েকটি স্মরণীয় দিন

২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে আইএএইচএস এ এমবিবিএস কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত ।

১৩ মে ১৯৮৯। আইএএইচএস এ ক্লাস শুরু।

২ ডিসেম্বর ১৯৮৯। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রথম পরিদর্শন।

১৫ মার্চ ১৯৯০। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল টিম কর্তৃক আইএএইচএস এ প্রথম পরিদর্শন।

১২ জুলাই ১৯৯০। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান।

অক্টোবর ১৯৯০। ইন্দোনেশিয়ার যোগজাকার্তায় অনুষ্ঠিত Second International Symposium on Problem Based Learing, এ আইএএইচএস এর দু'জন ছাত্রী, একজন শিক্ষক ও চেয়ারম্যানের অংশ গ্রহণ।

২৯ এপ্রিল ১৯৯১। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি।

১৮ জুলাই ১৯৯১। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যোগাযোগমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আইএএইচএস এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৩ আগষ্ট ১৯৯১। মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আইএএইচএস এর মহিলা হোষ্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। প্রথম পরিচালক অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লার ইন্তেকাল।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৯১। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীদের প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রদান।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৯১। প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন এবং পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম জমা দান।

১লা জানুয়ারী ১৯৯২। প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় আইএএইচএস পরীক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ।

৯ই নভেম্বর ১৯৯২। ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন ও সনদ লাভ।

২৪ জানুয়ারী ১৯৯৩। ইউএসটিসির ক্লাস শুরু।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের পরিদর্শন টীম কর্তৃক আইএএইচএস পরিদর্শন।

কয়েকজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

আইএএইচএস 'এর প্রতিষ্ঠা লগ্নের ক'জন নিষ্ঠাবান মানুষ আজ নেই। রয়ে গেছে এদের স্মৃতিময় অতীত এবং নিঃশেষে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। যার প্রমাণ বয়ে চলেছে আজকের আইএএইচএস।

এদের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রামের খ্যাতনামা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আলহাজ ইব্রাহিম মিঞা, তাঁরই পুত্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র জনাব সেকান্দর হোসেন মিঞা, ডাঃ (কাপ্টেন) বজলুর রহমান চৌধুরী, ইন্সটিটিউটের প্রথম পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ, ফিজিওলজি বিভাগের প্রভাষক ডাঃ নুরুল আলম আজাদ এবং এনাটমি বিভাগের টেস্রিডার্মিস্ট জনাব বশির উদ্দিন।

জনাব ইব্রাহিম মিঞা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন এলাকায় সাত একর জমি দান করেছেন।

ডাঃ ক্যাপ্টেন বি, রহমান চৌধুরী ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ফয়'জ লেকস্থ জনসেবা কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজসহ যাবতীয় কাজ করে গেছেন স্বেচ্ছাভিত্তিতে।

অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ দেশের প্রবীনতম মেডিক্যাল শিক্ষকগণের অন্যতম। চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল এবং অবলুপ্ত পাবনা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন এবং আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার দিন থেকে শুরু করে ১৯৯১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি আইএএইচএস এ পরিচালক পদে কাজ করে যান।

ডাঃ নুরুল আলম আজাদ ১৯৮৭ সাল থেকে চট্টগ্রামে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের মেডিক্যাল অফিসার এবং ১৯৮৯ সালের মে মাস থেকে ফিজিওলজি বিভাগের লেকচারারের দায়িত্ব পালন ছাড়াও নির্মাণ কাজ, আসবাব-পত্র ও যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৯২ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

জনাব বশির উদ্দিন দীর্ঘ ৩০ বছর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে টেস্রিডার্মিস্ট হিসেবে কাজ করেন। আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯২ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুপর্যন্ত সময়ে তিনি এনাটমি বিভাগে টেস্রিডার্মিস্টের দায়িত্ব পালন করে যান।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম যারা

স্থান সংরক্ষণ এবং শেড্ নির্মাণে ক্যাপ্টেন (ডাঃ) বজলুর রহমান চৌধুরী।

প্রথম শিক্ষক ও
প্রথম পরিচালক ঃ প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ্।

প্রথম লেকচারার ঃ ডাঃ নুরুল আলম আজাদ, মুজিবুর রহমান,
ডাঃ হাসান মিঞা, ডাঃ আবদুল্লাহ্ খান,
ডাঃ মোঃ মহিউদ্দিন ও
ডাঃ কাজী মুহম্মদ আসিফ জামিল।

প্রথম বিদেশী
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ ডাঃ কাজী মুহম্মদ আসিফ জামিল।
মনবসু বৃত্তি, জাপান।

শিক্ষকতাকালে
এফসিপিএস পাস ঃ ডাঃ আ ন ম ফারুক উর রশিদ।

বিশ্ববিদ্যালয় মেধা তালিকায়
প্রথমে স্থান পায় ঃ মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ, প্রথম পেশাগত এমবিবিএস, জানুয়ারী ১৯৯৩। ২য় স্থান।

নেটওয়ার্কের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে
যোগদানকারী দু' ছাত্রী ঃ তাহমিনা ওয়াহাব ও শায়লা চৌধুরী ১৯৯০ (ইন্দোনেশিয়া)।

প্রথম প্রকাশনা ঃ The Echo

প্রথম স্মরণিকা ঃ The Beginning

ছাত্রদের প্রথম প্রকাশনা ঃ প্রভাত।

প্রথম বেদনাময় বিচ্ছেদ ঃ প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ্‌র আকস্মিক মৃত্যু।

প্রথম এসোসিয়েট প্রফেসর ঃ ডঃ জয়নুল আবেদীন।

প্রথম এসিসটেন্ট প্রফেসর ঃ ডঃ খালিকুজ্জামান।

প্রথম উপ-পরিচালক ঃ ডাঃ মাহমুদুল হক চৌধুরী।

প্রথম সহকারী পরিচালক ঃ ডাঃ মোহাম্মদ বদরুদোজ্জা।

ফিজিওলজি বিভাগে প্রথম শিক্ষক ঃ ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

ফার্মকোলজি বিভাগে প্রথম শিক্ষক ঃ প্রফেসর আবুল কাসেম চৌধুরী

প্যাথলজি বিভাগে প্রথম শিক্ষক ঃ ডাঃ এ এস এম মোস্তাক আহমেদ

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে
প্রথম শিক্ষক ঃ ডাঃ মাহমুদুল হক চৌধুরী।

কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগ
প্রথম শিক্ষক ঃ ডাঃ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন।

মেডিসিন বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	ডাঃ আ ন ম ফারুক উর রশিদ।
সার্জারী বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	প্রফেসর এ এস এম এফ করিম ও প্রফেসর পি বি রায়।
শিশু বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	ডাঃ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা।
অর্থোপেডিক সার্জারী বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	ডাঃ মোঃ ইমাম উদ্দিন।
স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যা বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	ডাঃ লুৎফুন নিসা খান।
নাক, কান, গলা বিভাগে প্রথম শিক্ষক	ঃ	ডাঃ মাহমুদুর রহমান।
প্রথম লাইব্রেরিয়ান	ঃ	জনাব মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন
প্রথম সহকারী লাইব্রেরিয়ান	ঃ	জনাব মোঃ নাছির উল আলম।
প্রথম সচিব	ঃ	জনাব আবুল কাসেম।
প্রথম সহকারী সচিব	ঃ	জনাব সৈয়দ আহমদ চৌধুরী।
প্রথম হিসাব রক্ষণ অফিসার	ঃ	জনাব নজির আহমদ।
প্রথম হিসাব সহকারী	ঃ	জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী।
প্রথম স্টোর সহকারী	ঃ	জনাব রবিউল হোসেন।

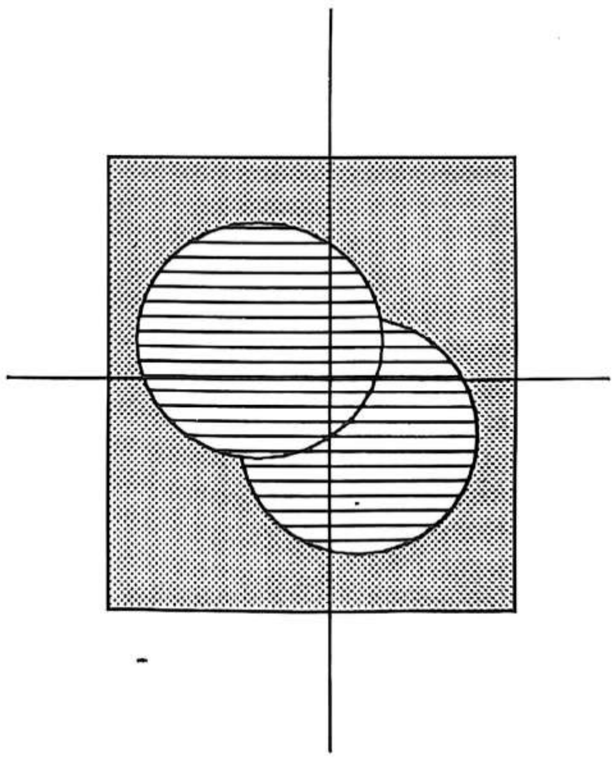

গণমাধ্যমে আইএএইচএস/ইউএসটিসি

(আইএএইচএস শুরু থেকে সংবাদ-পত্র এবং রেডিও, টিভি সহ দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমের অকৃপন সহযোগিতা পেয়ে এসেছে।আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের অবদানের কথা স্বীকার করছি।বেতার ও টিভি সংবাদ সংরক্ষন করা অনেকাংশে সম্ভব নয়। এখানে সংবাদপত্রের প্রকাশিত কতিপয় সংবাদ পত্রস্থ করা হলো।)

দৈনিক আজাদী

বুধবার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আওতায়

চট্টগ্রামে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

।। এম, নাসিরুল হক।।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষাদান ও উচ্চতর স্বাস্থ্য গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে শিগগিরই "ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই চিকিৎসা ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান এম,বি,বি,এস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে। তবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পাঠ্য সূচীতে প্রচলিত মেডিকেল কলেজ সমূহ থেকে পার্থক্য থাকবে।

প্রতিষ্ঠানে এই সালে প্রাথমিক ভাবে ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হবে বলে জানা গেছে। প্রকাশ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত দেশের ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিতব্য এই প্রতিষ্ঠানের সমাজ মুখী চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা প্রদানের ব্যাপক এক কর্মসূচী রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে এবং ইন্টারন্যাশনাল নেট ওয়ার্ক অব হেলথ সায়েন্সেস ইনষ্টিটিউটের নথীভূক্ত হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুপ্রেরণায় প্রায় ত্রিশটি দেশে ইতোমধ্যেই এই নেটওয়ার্ক কাজ করছে।

এই নেটওয়ার্কের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ, প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধার বিকাশে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যায় ক্রমে স্বাস্থ্য বিষয়ক জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দু'হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচীর রূপায়নে সহায়তা প্রদান করা।

এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে টেকনিশিয়ান, প্যারামেডিক্স, পল্লী চিকিৎসক, মসজিদের ইমাম, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এই স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণে সফলকাম প্রার্থীরা পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে পারবেন। এই ভাবে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন প্রকার জেলা কিংবা অঞ্চল ভিত্তিক কোটা ব্যবস্থা থাকবেনা। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পাঠ্য সূচীভুক্ত বিষয়াদি অধ্যয়ন ছাড়াও সমাজমুখী চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম।নেপাল, পাকিস্তান ও ভারতে ইতোমধ্যেই এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

দৈনিক আজাদী

শনিবার ১৩ই মে ১৯৮৯

এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সের সভা
চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা

চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক এলাকায় নব প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস এর একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অনগ্রসর চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য সুবিধে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের কাজের সমন্বয় এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিএনএসবি ও ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের ন্যায় নিজস্ব চিকিৎসা ও সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহকে সহায়তা দানের মাধ্যমে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে এবং এই লক্ষ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু হবে।

সভায় চট্টগ্রামে ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এই ইনষ্টিটিউটটির কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনায় সদস্যগণ সর্বাত্মক প্রদানের আশ্বাস দেন।

অন্যান্যদের মধ্যে ডাঃ এএফএম ইউসুফ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ডাঃ রবিউল হোসেন, অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ, অধ্যাপক পি বি রায়, অধ্যাপক ফজলুল কাদের ও ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

বৈঠকে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে কয়েকটি উপ–কমিটি গঠন করা হয়। বৈঠক শেষে কমিটির সদস্যবৃন্দ ইনষ্টিটিউটের একাডেমিক ব্লক পরিদর্শক করেন। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি'র।

দৈনিক পূর্বকোণ

আই এ এইচ এস প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মহলের সন্তোষ

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ইনস্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস (আই এ এইচ এস) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, হাইকোর্ট ডিভিশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এডভোকেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা ও এডভোকেট এহসানুল করিম স্বাগতঃ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, সমাজ সচেতন চিকিৎসক তৈরীর কাজে এ প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তাঁরা তাঁর এ উদ্যোগকে বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম মহানগরী ও চট্টগ্রাম সদর ইউনিট কমান্ড, আনজুমানে ইত্তেহাদ, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক আজাদী

রবিবার ১৮ই জুন ১৯৮৯ ইং ৪ঠা আষাঢ় ১৩৯৬ সাল

দৈনিক পূর্বকোণ

ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনকে মোবারকবাদ —

উন্নত বিশ্ব যেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সেক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। অর্থনৈতিক চাপের মুখে থাকলেও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী ছাত্রদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও কমবেশী চলছে। এসব পদক্ষেপ সত্যিই উৎসাহ ব্যঞ্জক ও জনহিতকর। বাংলাদেশ ইসলামিক মিশনের অন্যতম প্রকল্প "জনসেবা কমপ্লেক্স" এর অধীনে চট্টগ্রামে স্থাপিত নুতন মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু হয়েছে। এতে আমরা সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা আশাকরি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে অক্ষম অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এটা বিরাট সুযোগ এনে দেবে, ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য যারা এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদেরকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই, বিশেষ করে ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা ও কর্মতৎপরতা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। আমরা আশা করব ভবিষ্যতেও এই কলেজকে পূর্ণাঙ্গরূপে দিতে তাঁর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সর্বশেষে বিধাতার দরবারে আমাদের ফরিয়াদ রইল যুগ যুগ ধরে এ প্রতিষ্ঠান যেন সাফল্যের সাথে চলতে থাকে এবং আপামর জনসাধারণের উপকার করতে পারে।

মদিনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষে ঃ- ডাঃ এম,এ, মান্নান, মিসেস জুবাইদা মান্নান, ডাঃ মামুন সফদার, ডাঃ মাহবুবুল আনোয়ার, আলহাজ্ব রেজাউল করিম, আলহাজ্ব মমতাজুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব শরীয়ত উল্লাহ, আলহাজ্ব মোহাঃ রফিক, আলহাজ্ব বাচ্চু মিয়া চৌধুরী ও ডাঃ হামিদুর রশীদ চৌধুরী।

দৈনিক আজাদী

বৃহস্পতিবার ২০শে এপ্রিল ১৯৮৯ ইং ৭ই বৈশাখ ১৩৯৬ সাল।

ইনষ্টিটিটিউ অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠা অভিনন্দিত

(বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে "ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ সায়েন্সেস" নামে একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা ও সুচিকিৎসা ব্যবস্থা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সর্ব সহল থেকে অভিনন্দন লাভ করছে।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ কবির চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে একে অতীব বাস্তবমুখী সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা বলেন, সচেতন চিকিৎসক তৈরী ও সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর অভাব মোচনে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে প্রদত্ত অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় সংসদ সহ সভাপতি আলহাজ্ব এ,কে,মাহমুদুল হক ও অসিত কুমার লালা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এ,টি,এম, রফিকুল আনওয়ার সিদ্দিকী ও সুনীল চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম মহানগরী, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ ও কক্সবাজার জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সন্তোষ দেওয়ানজী, এমদাদুল আলম, আবু তাহের, প্রশান্ত বড়ুয়া, দিলীপ চৌধুরী, মুহাম্মদ মুসা, সুলতান আহমদ ও নুরুল কবির এ মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের যুগে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবস্থা সমন্বিত এই প্রতিষ্ঠান স্থপনাকে চট্টগ্রামবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীর দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন।

দৈনিক আজাদী

সোমবার ৭ই আগষ্ট ১৯৮৯ ইং ২৩শে শ্রাবণ

আইএএইচএস—এর সমাবেশে ডাঃ নুরুল ইসলাম

নিষ্ঠাবান চিকিৎসকের অভাব পূরণের জন্য প্রচেষ্টা নিন, নইলে সমাজ থেকে মানবতাবোধ হারিয়ে যাবে

(বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেছেন, নিষ্ঠাবান চিকিৎসক ও সেবকের অভাব পূরণের জন্য সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। অন্যথায় সমাজ থেকে মানবতাবোধ হারিয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

ডাঃ নুরুল ইসলাম গতকাল ফয়েজ লেকস্থ ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস এর ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে একথা বলেন। ইনষ্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ইউ এন বি'র প্রধান সম্পাদক ও ঢাকা ক্যুরিয়ার সম্পাদক এবং ইনষ্টিটিউটের গভর্ণিং বডির সদস্য জনাব এনায়েত উল্লাহ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ নুরুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, যে, কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানবতার সেবায় দৃঢ় সংকল্প নতুন প্রজন্মের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী গড়ার লক্ষ্যেই ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এখন সকল বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে উঠেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাধা না থাকলে কোন কাজই ত্বরান্বিত হয়না। আর বাধাহীন কোন কাজই ভাল কাজ নয়।

বিশেষ অতিথি জনাব এনায়েত উল্লাহ খান বলেছেন যে, মানুষের পক্ষে অমর হওয়া কিংবা সারা জীবন রোগমুক্ত থাকা সম্ভব নয় বলেই চিকিৎসকেরা আছেন। আর তাই চিকিৎসকদের কাছেও সমাজের দাবী করার মত অনেক কিছু আছে। তিনি ইনষ্টিটিউটের কল্যাণে সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম পরে ইনষ্টিটিউটের এনাটমী বিভাগের ডিসেকশান হল উদ্বোধন করেন।

দৈনিক আজাদী

শুক্রবার ৩রা নভেম্বর ১৯৮৯ ইং ১৯শে কার্তিক ১৩৯৬ সাল

এপ্লায়েড হেলথে ফিলিওল
মানবতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পথ চিকিৎসকের নেই

।।নিজিস্ব বার্তা পরিবেশক।।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে স্টানিসলাস ফিলিওল বলেছেন, সময়, পরিবেশ কিংবা প্রতিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও চিকিৎসকের দায়িত্বের কোন পরিবর্তন হয়না। তাই মানবতাবোধ থেকেও বিচ্ছিন্ন হবার কোন পথই একজন আদর্শ চিকিৎসকের সামনে খোলা থাকতে পারে না।

গতকাল ফয়েজ লেক এলাকায় ইনষ্টিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস এর ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। তিনি গ্রামীন স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য সকল প্রকার জনশক্তি উন্নয়নে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নয়ন কখনোই বিচ্ছিন্ন ভাবে সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রমের প্রশংসা করে তিনি কর্মসূচীর রূপায়নে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ইনষ্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ, শিক্ষার্থী এ টি এম মামুন মাহমুদ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রদূত ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শণ করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে স্টানিসলাস ফিলিওল বলেছেন যে, চিকিৎসদের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব যতই বাড়ছে, চিকিৎসক সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ততই বাড়ছে। আর তাই ছাত্রাবস্থা থেকেই, ভবিষ্যতের সুযোগ্য ডাক্তার সৃষ্টির জন্যে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

রাষ্ট্রদূত গতকাল ফয়'স লেক এলাকায় ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস–এর ছাত্র–শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের কখনোই কোন বিশেষ ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ, শিক্ষার্থী এ টি এম মামুন মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন শায়েলা চৌধুরী।

রাষ্ট্রদূত ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

দৈনিক নয়াবাংলা

বুধবার, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ ইং

আইএএইচএস চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারে স্মরণীয় পদক্ষেপঃ আনিস

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন যে, চট্টগ্রামে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস এর প্রতিষ্ঠা দেশে বেসরকারী উদ্যোগে চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ, তিনি বলেন, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এ ধরণের বেসরকারী উদ্যোগ সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক মাত্র।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত পরশু সকালে ফয়'জ লেক এলাকাস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস পরিদর্শনকালে এই মন্তব্য করেন।

ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, গভর্ণিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ, একাডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ রবিউল হোসেন, গভর্ণিং বডির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমদ এম, পি, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইন্সটিটিউটের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন।

মন্ত্রী ইন্সটিটিউটের সমাজ ভিত্তিক চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেন যে, ইন্সটিটিউট শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব হেলথ সায়েন্সেস ইন্সটিটিউটের সহযোগী সদস্য হিসেবে ইন্সটিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিশ্বের ত্রিশটি দেশের ১৩১ টি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগের অধিকারী। তিনি জানান যে, আগামী বৎসর ইন্সটিটিউটের তিনজন শিক্ষার্থী কানাডা এবং দু'জন শিক্ষক নেদারল্যান্ডে প্রশিক্ষণে যাবার কর্মসূচী রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ইন্সটিটিউটের হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মঈনুল হোসেনের নেতৃত্বে একদল স্থাপিত ও প্রকৌশলী সার্বক্ষণিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্সটিটিউটের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি পরে অন্ধকল্যাণ সমিতি মিলনায়তনে বি,পি, এম পি'র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, বেসরকারী উদ্যোগে এত সুন্দর পরিবেশে নীরবে নিঃশব্দে এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে দেখে আমি আনন্দিত। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করতে গিয়ে জানান যে, ইন্সটিটিউট শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এর ছাত্র শিক্ষকগণ বিশ্বের ত্রিশটি দেশের ১৩১ টি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্সটিটিউটের কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দৈনিক পূর্বকোণ

আই এ এইচ এস চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারে স্মরণীয় পদক্ষেপঃ আনিস

।। নিজস্ব প্রতিবেদক।।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চট্টগ্রামে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস (আই এ এইচ এস) প্রতিষ্ঠাকে দেশে বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারে "স্মরণীয় পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করে বলেছেন যে, এ ধরণের উদ্যোগ সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে বিশেষ অবদান রাখবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত সোমবার সকালে ফয়'স লেক এলাকাস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস (আই এ এইচ এস) পরিদর্শন কালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী ইন্সটিটিউটের সমাজ ভিত্তিক চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, গভর্নিং বর্ডির ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ, একাডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ রবিউল হোসেন, গভর্ণিং বডির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমদ এম পি, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

ঢাকাঃ শনিবার, ৩০ শে পৌষ, ১৩৯৬

ফলিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের অনুমোদন লাভ

সরকার চট্টগ্রামে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফলিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটকে অনুমোদন দিয়েছেন।

গত মে মাস থেকে ইন্সটিটিউটটি কাজ করছে। জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এর চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড ইন্সটিটিউশন্স ফর হেল্থ সায়েন্সের সাথে এফিলিয়েটেড। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ শনিবার, ৩০ শে পৌষ, ১৩৯৬ঃ
১৩ ই জানুয়ারী, ১৯৯০

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস—এর সরকারী অনুমোদন লাভ

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস (আই এ এইচ এস) বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল প্রণীত নীতিমালা প্রতিপালন সাপেক্ষে সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে বলে গতকাল জাতীয় অধ্যাপক নুরুল্‌ ইসলাম জানান। প্রফেসর ইসলাম এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

তিনি জানান, এ প্রতিষ্ঠান গত বছর ৪২ জন ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে বেসরকারী পর্যায়ে চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক এলাকায় প্রথম কোর্স চালু করে। মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিলের কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা হলেও শুরু থেকে এখানে প্রথম বর্ষে গ্রামমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গঠিত। চট্টগ্রামস্থ আইএএইচএস এই নেটওয়ার্কের সদস্যভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একই ধরণের ইন্সটিটিউটের সঙ্গে এর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

The New Nation

Saturday 13 January 1990

IAHS given recognition

Staff Reporter

The government has rendered recognition to the Institute of Applied Health Sciences (IAHS).

A press release issued by the chairman of IAHS National Professor Nurul Islam said the institute launched its programme of training students leading to the MBBS degree in May 1989. The curriculam has been adjusted to fulfil the ideals of the international network and the requirements of Bangladesh Medical and Dental Council.

The institute is affliated with the International Network of Community-oriented Institutions for Health Sciences which is a recognised body of the World Health Organisation (WHO).

বাংলার বাণী

ঢাকা ঃ শনিবার ৩০ পৌষ ১৩৯৬ বাংলা

আই এ এইচ এস সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্স (আই এ এইচ এস) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল প্রণীত নীতিমালা প্রতিপালন সাপেক্ষে সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে।

গত বছর আই এ এইচ এস বেসরকারী পর্যায়ে প্রথম কোর্স চালু করে। প্রথম বর্ষে ৪২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ইন্সটিটিউটের কোর্স মেডিকেল ও ডেন্টাল পাঠ্যক্রম ভিত্তিক হলেও শুরু থেকে এখানে গ্রামমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ইন্সটিটিউটের মুখপাত্র জানান, আই এ এইচ এস–এর মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গঠিত। আই এ এইচ এস এই নেটওয়ার্কের সদস্যভুক্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক একই ধরণের ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে আই এ এইচ এস–এর সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে এবং এতে ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়ের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে বলে পর্যবেক্ষকরা আশা করছেন।

দৈনিক ইনকিলাব

THE DAILY INQILAB

ঢাকাঃ শনিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৯৬, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৯০

চট্টগ্রামস্থ আইএএইচএস সরকারী অনুমোদন পেল

চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্স (আই এ এইচ এস) বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিলের প্রণীত নীতিমালা প্রতিপালন সাপেক্ষে সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এ প্রতিষ্ঠান গত বছর ৪২ জন ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে বেসরকারী পর্যায়ে চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক এলাকায় প্রথম কোর্স চালু করে। মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিলের কারিকুলাম ভিত্তিক হলেও শুরু থেকে এখানে প্রথম বর্ষ হতে গ্রামমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক নেট ওয়ার্ক গঠিত। চট্টগ্রামস্থ আই এ এইচ এস এ নেটওয়ার্কের সদস্যভূক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একই ধরণের ইন্সটিটিউটের সাথে এর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে ছাত্র এবং শিক্ষক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক পূর্বকোণ

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে

সরকার চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেসকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। গতকাল (শনিবার) প্রতিষ্ঠানের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

এতে বলা হয় যে, গত ১১ জানুয়ারী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা ও হাসপাতাল শাখার স্মারকে, এব্যাপারে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের নীতিমালা প্রতিপালনের শর্তারোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত বছরের মে মাস থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রথম বর্ষ এবিবিবিএস ক্লাস চালু করা হয়।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন ইসলামিক মেডিকেল মিশন, বাংলাদেশ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা।

দৈনিক নয়া বাংলা

রবিবার ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯০ ইং

চট্টগ্রাম আইএএইচএস প্রতিষ্ঠায় সরকারের সম্মতি মিলেছে।

সরকার চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্থ সায়েন্সেস (আই এ এইচ এস) প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়েছে।

গত ১১ই জানুয়ারী ইন্সটিটিউটের পরিচালকের বরাবরে লেখা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষা ও হাসপাতাল শাখার এক পত্রে সরকারের এ সম্মতির কথা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৩ই মে থেকে এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম বর্ষ এম বিবিএস ক্লাশ চলছে। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইসলামিক মেডিকেল মিশন। আইএএইচএস গোড়া থেকেই ইসলামিক মেডিকেল মিশনের অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে। খবর বিজ্ঞপ্তির।

THE DAILY LIFE
SUNDAY, JANUARY 14 1990

Establishment of Instt of Applied Health Sciences permitted

The Government has accorded full permission for establishment of the Institute of Applied Health Sciences, a Privately managed multidisciplinary medical education centre at Chittagong, says a press release.

A circular of the Ministry of Health and Family Planning issued on 11 January contained the clearence of the government which says subject to the compliance of the rules framed by the Bangladesh Medical and Dental Council the Government extended its consent towards establishment of the Institute of Applied Health Sciences.

It may be mentioned that the Institute began first MBBS class on 13 May 1989 under the banner of Janasheba Complex of Islamic Medical Mission, Bangladesh, a National level voluntary organis-ation led by National Professor Dr. Nurul Islam.

The Institute has already become an associate member of Community based Medical Institutes for Health Sciences, a World Health Organisation. sponsored body responsible for introduction of newly designed community based medical education thoughout the world.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১লা মাঘ, ১৩৯৬

হেলথ সায়েন্স ইন্সটিটিউটের অনুমোদন লাভ

চট্টগ্রাম ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্স (আইএএইচএস) বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের নীতিমালার অধীনে সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বেসরকারী পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠান গত বছর ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী লইয়া চট্টগ্রাম ফয়েজ লেক এলাকায় স্থাপন করা হয়। মেডিকেল ও ডেন্টাল কউন্সিলের পাঠ্যসূচীর আওতায় এ প্রতিষ্ঠানে গ্রামমুখী শিক্ষা চালু আছে।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক নয়া বাংলা
শুক্রবার, ১৯ শে জানুয়ারী ১৯৯৯০ ইং

ডাঃ আসিফ জামিলের মনবসু বৃত্তি লাভ

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সের (আই এ এইচএস) ফিজিওলজি ও বায়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রভাষক ডাঃ কাজী মোহাম্মদ আসিফ জামিল কিডনী

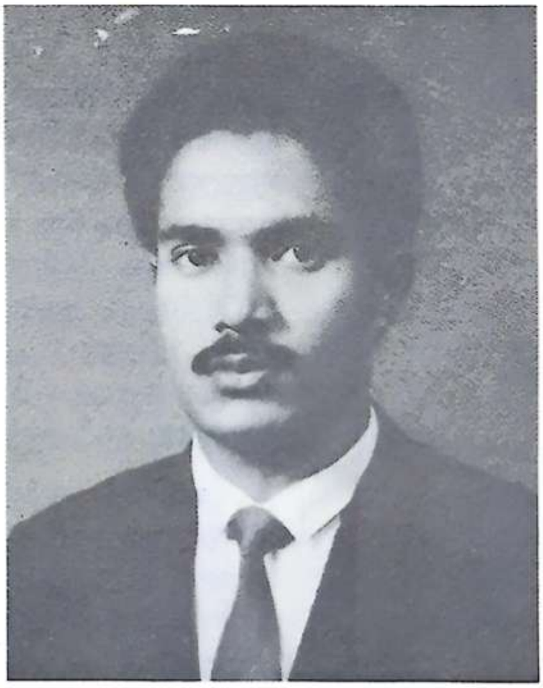

রোগ বিষয়ে পিএইচডি করার জন্য জাপানের শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রদত্ত মনবসুবৃত্তি লাভ করেছেন।

আইএএইচএস শিক্ষকগণ গত ১৫ই জানুয়ারী স্থানীয় একটি হোটেলে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আই এ এইচ এস একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ। বক্তব্য রাখেন পরিচালক (একাডেমিক) অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ ও প্রভাষক ডাঃ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ বলেন,আই এ এইচ এস এর একজন শিক্ষকের জাপানের মনবসু বৃত্তিলাভ নিঃসন্দেহে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গৌরবময়। তিনি বলেন মনবসু বৃত্তি জাপানের সবচেয়ে সম্মানজনক বৃত্তি। অনন্য সাধারণ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই এই বৃত্তি পেয়ে থাকেন। তিনি ডাঃ জামিলের সাফল্য কামনা করেন।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা গত ১৪ই জানুয়ারী ডাঃ জামিলের বিদায় উপলক্ষে এক সংবর্ধনার আয়োজনকরেন।

ডাঃ জামিল পাথরঘাটা নিবাসী মরহুম ডাঃ এস, এ, খালেক ও রিজিয়া বেগম এর একমাত্র পুত্র। তিনি ১৯৭৯ সলে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ৪র্থ ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে এস, এস,সি পাস করেন। ১৯৮১ সালে তিনি এইচ, এস, সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন।

তিনি ওল্ড ফৌজিয়ান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশন ও লায়ন্স ক্লাবের সদস্য এবং সন্ধানী চমেক শাখার উপদেষ্টা। খবর বিজ্ঞপ্তি'র।

দৈনিক আজাদী

অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস ইন্সটিটিউটে দশ লাখ

টাকা দান

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফরিদুল আনোয়ার ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস-এ অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত এই পদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস -এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নিকট দশ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

এই অর্থ ব্যাংকে স্থায়ী জামানত হিসেবে রাখা হবে। বছর বছর প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট পদে নিযুক্ত অধ্যাপকের বেতন ও ভাতার ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নিকট দশ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করছেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফরিদুল আনোয়ার।

দৈনিক নয়া বাংলা

মঙ্গলবার ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯০ ইং

আইএএইচএস এ আলহাজ্ব ফরিদুল আনোয়ারের নামে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফরিদুল আনোয়ার ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্সেস–এ অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টি করেছেন।

তাঁর নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত এই পদের ব্যয়নির্বাহের জন্যে গত পরশু তিনি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্স এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নিকট দশ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

এই অর্থ ব্যাংকে স্থায়ী জামানত হিসেবে রাখা হবে। বছর বছর প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট পদে নিযুক্ত অধ্যাপকের বেতন ও ভাতার ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

দৈনিক নয়াবাংলা

শনিবার ১৬ই জুন ১৯৯০

এপ্লায়েড হেলথ্ সায়েন্সেস—এ প্রধান মন্ত্রী

বরাদ্ধ বৃদ্ধি বা ইমারত তৈরী শিক্ষা বিস্তারে শেষ কথা নয়

প্রধান মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অবশ্যই মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

তিনি বলেন, ব্যয় বরাদ্ধ বৃদ্ধি কিংবা ইমারত নির্মাণই শিক্ষা বিস্তারের শেষ কথা নয়। শিক্ষার সাথে মানবিকতার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তার বিকাশ ঘটানো ছাড়া শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না।

প্রধান মন্ত্রী গতকাল লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর ছাত্র-শিক্ষক এবং সংগঠকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম মেডিকে কলেজ প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মোঃ নুর উন নবী বক্তৃতা করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ যে কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গণে সত্যিকার লেখা-পড়া ও জ্ঞানার্জনের পরিবেশ সৃষ্টির আহবান জানান।

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, প্রাচুর্যহীন-প্রাণময় এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের আগামী প্রজন্মের গর্বিত উত্তরাধিকার। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে তার ব্যক্তিগত এবং সম্ভাব্য সকল সরকারী সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মোঃ নুর উন নবী বলেন, শিক্ষকগণ সুযোগের নিরাপত্তা পেলে যে কোন সংকটের মোকাবেলা প্রতিশ্রুত। তিনি বলেন, শিক্ষকতার প্রতি সমর্থন নির্বিঘ্ন না হলে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হতে বাধ্য। তিনি প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিকতা বিকাশে কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস দেশের প্রথম সমাজভিত্তিক মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবু ছালেহ, সংসদ সদস্য জনাব আফসার উদ্দিন আহমদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী এবং ইন্সটিটিউটের গভর্নিং বডি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাহ্নে প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। – খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রাক্তন এম এল এ আলী আহমদ চৌধুরীর বদান্যতা

সাবেক বঙ্গীয় ও পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য জনাব আলী আহমদ চৌধুরী ইনষ্টিটিউটের উন্নয়ন মূলক কাজে সহযোগিতার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। গতকাল জনাব আলী আহমদ চৌধুরী তাঁর পাথরঘাটাস্থ বাসভবনে এই টাকা ডাঃ নুরুল ইসলামের হাতে হস্তান্তর করেছেন।

উল্লেখ্য, নবতিপর বৃদ্ধ জনাব আলী আহমদ চৌধুরী এম ই এস কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী পিতা। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

THE DAILY LIFE
Saturday June 16, 1990

Govt. firm to bring qualitative change in education system-Zafar

Prime Minister Kazi Zafar Ahmed today said the government was determined to bring about a qualitative change in education system, says BSS.

It is imperative to check the Population boom on one hand and transform the existing population into meaningful human resources on the other, he said.

The Prime Minister was addressing the teachers and students of the Institute of Applied Health Sciences (IAHS) at Pahartali here Chairman of the institute National Prof Nurul Islam also spoke on the occasion.

The Prime Minister further added that the national education system must be people and production oriented.

The government of President Ershad is committed to develop the condition of the two basic human components, that is he students and the teachers. The third component, which comprises the buildings was, not the priority at the moment for improving the standard of education and eradicting the curse of iliteracy, he said.

Earlier, the Prime Minister went round different sections, classrooms and laboratory of the institute.

Mayor, Chittagong Municipal Corporation, Mr. Mahmudul Islam Chowdhury MP and local MP's were with he Prime Minister during the visit.

দৈনিক পূর্বকোণ

অভিভাবকদের প্রতি ডাঃ নুরুল ইসলাম

প্রাচুর্য্যের বিপদ সম্পর্কে সন্তানদের সজাগ রাখুন

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেছেন যে, সন্তানদের প্রাচুর্য্যের বিপদ সম্পর্কে সজাগ রাখা প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি বলেন যে, দারিদ্র জীবনের জন্য বিড়ম্বনাময় হলেও তা সৃজনশীলতা বিকাশে অবদান রাখে। পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্য অপচালিত হবার আশঙ্কা বাড়ায়।

অধ্যাপক ইসলাম গত শনিবার ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে দারিদ্র যতটা ক্ষতি করছে, প্রাচুর্য তার চেয়েও বেশী বিপদ ডেকে আনছে। তিনি শৈশব কাল থেকে শিশুদের এ সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানসিকতায় গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকের প্রতি আহবান জানান।

অধ্যাপক ইসলাম বলেন, দারিদ্র

মোচনের জন্য জাতীয় কর্মসূচীর পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের কর্মসূচী থাকাও বাঞ্ছ্ নীয়। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বেসরকারী খাতকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনি ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন, অসুখ হলে ঔষধ দেবে। এই মানসিকতার পরিবর্তে অসুখ প্রতিরোধ করার কর্মসূচীই ইনষ্টিটিউ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছে। ছাত্রদের লেখাপড়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দেন এবং শিক্ষকদের প্রতি সময়ানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার আবেদন জানান।

উল্লেখ্য, গত ২রা মে থেকে ইনষ্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ এমবিবিএস ক্লাশ শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইন্সটিটিউটের সাফল্য কামনা করে মুনাজাত করেন অধ্যাপক এম এ ওয়াদুদ

–খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সের জন্য দান

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব কবির আহমদ চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস–এ অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টির জন্যে এককালীন দশ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন।

গত সোমবার রাতে তিনি তার চকবাজার চট্টেশ্বরী রোডস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা–চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের কাছে দশ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আবদুল ওয়াদুদ, ইন্সটিটিউটের গভর্নিং বডির সদস্য বৃন্দ, অন্যতম ডোনার আলহাজ্ব ফরিদুল আনোয়ার, ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হাফেজ মুহম্মদ শরীফসহ শহরের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আলহাজ্ব কবির আহমদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়–স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক আজাদী

৫ই অক্টোবর শুক্রবার ১৯৯০

ডাঃ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে আইএএইচএস প্রতিনিধিদের জাকার্তাযাত্রা

ইন্দোনেশিয়ার যোগ জাকার্তায় 'সমস্যা ভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম' সম্পর্কিত সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার আজ থেকে শুরু হচ্ছে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) এর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই সেমিনারে যোগদান করছেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যগণ হচ্ছে মিসেস আনোয়ারা ইসলাম, শিক্ষক ডাঃ সুমন বড়ুয়া এবং আইএএইচএস এর এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শায়লা চৌধুরী ও তাহমিনা ওয়াহাব।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গতকাল দুপুরে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট যোগে ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

দৈনিক পূর্বকোণ

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্স দেখতে গেছেন জাপানী রাষ্ট্রদূত

।। নিজস্ব প্রতিবেদক।।

ফয়'স লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস পরিদর্শনকালে গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত তাকিয়ো ইগুচি বলেন, জাপান সমগ্র পৃথিবীর গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসা সুবিধা প্রসারের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সম্ভব সব রকম সাহায্য–সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী। জাপানী রাষ্ট্রদূত ঢাকাস্থ বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট এবং নারায়ণগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে জাপানী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, টাকার অভাবে দরিদ্র জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত কোন সেবা প্রকল্প বন্ধ থাকার কথা নয়।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, ডাঃ এ, এফ, এম ইউসুফ, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমদ, এম,পি ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। চট্টগ্রামস্থ জাপানী কন্সাল নুরুল ইসলাম এ সময় জাপানী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন। রাষ্ট্রদূত ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপন করেন।

দৈনিক আজাদী

১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৯১

এপ্লাইড হেলথ্ ইন্সটিটিউটে রেলপথ সচিব

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগের সচিব জনাব নুরুল মোমেন খান গত পরশু সকালে ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে ইন্সটিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ এবং জৈব রসায়ন বিভাগের প্রধান প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম রেলপথ বিভাগের সচিবকে স্বাগত জানান। সচিব ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ফিরে দেখেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। করে জনাব খান ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এলাকার দরিদ্র জনগণের মধ্যে জাপান থেকে প্রাপ্ত বস্ত্র সামগ্রী বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রদত্ত তিন একর জমির উপর এ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

দৈনিক আজাদী

১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৯০

'ইন্সটিটিউট অব এপ্লায়েড হেলথ্' এ বিজয় উৎসব
চিকিৎসক সমাজ স্বৈরাচার বিরোধী যে কোন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে

।।বার্তা পরিবেশক।।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রফেসর এল, এ কাদেরী বলেছেন যে, স্বৈরাচার বিরোধী যে কোন আন্দোলনে চিকিৎসক সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে। তিনি বলেন, মানুষের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়ে যায় তখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বিবেকবান চিকিৎসকের কোন উপায় থাকে না।

প্রফেসর কাদেরী ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর (আইএএইচএস) ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়োজিত বিজয় উৎসব উদ্বোধন করছিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ নয় বছর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছি মাত্র। গণতন্ত্র এখনো আসেনি। যতক্ষণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ আমাদের বিশ্রাম নেই। প্রফেসর কাদেরী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আইএএইচএস ছাত্র–শিক্ষকদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, ২৭শে নভেম্বর ডাঃ মিলনের সাহাদাতের পর আইএএইচএস ছাত্ররা সবার আগে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে চট্টগ্রাম বিএম এ'র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম বিগত সরকারের আমলে চিকিৎসকদের উপর যে সব নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, সকল নির্যাতনেও যখন চিকিৎসক সমাজকে দমন করা যাচ্ছিল না। তখনই চিকিৎসক হত্যার জন্য স্বৈরাচারী সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। যার পরিণতিতে বিএমএ'র কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ডাঃ মিলনকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, বিগত সরকার স্বাস্থ্য নীতির নামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এনজিও'দের হাতে জিম্মি করার অশুভ চক্রান্তই করেনি, চিকিৎসকদের চরিত্র হননের অশুভ খেলায় মেতে ওঠেছিল। ডাঃ সিরাজুল ইসলাম স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আইএএইচএস ছাত্র–শিক্ষকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভাপতির ভাষণে ইন্সটিটিউটের পরিচালক (একাডেমিক) প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ শহীদ ডাঃ মিলনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভার শুরুতে সকল শহীদগণের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং শেষে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। প্রফেসর কাদেরী কবুতর এবং ডাঃ সিরাজুল ইসলাম বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিজয় র‍্যালী

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংগীত পরিবেশন করেন ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থী শায়লা চৌধুরী, মুনজিবা শারমীন নূর, মনীষা চৌধুরী, রাবেয়া বেগম, নাজমুন নাহার, শামীম আরা বেগম, শরমিন শরীফ, ফারজানা আহমেদ, মোশাররফ হোসেন, কৌতুক অভিনয় করেন রায়হান উদ্দিন, আরিফুল আমিন, ফোরকান উদ্দিন, শোয়েব আহমদ। আবৃত্তি করেন মামুন আহমুদ চৌধুরী ও সুজন বড়ুয়া।

দৈনিক পূর্বকোণ

১৯ জুলাই শুক্রবার ১৯৯১

আইএএইচএস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্পন্ন

।।নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।।

।। নিজস্ব প্রতিবেদক।।

যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ (অবঃ) বলেছেন, দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য।

চট্টগ্রামের ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) ভবনের গতকাল ভিত্তি প্রস্তর স্থান করা হয়েছে।

যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ইন্সটিটিউটকে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তিনি আরো ফলপ্রসু চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসক সমাজ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, দায়িত্ব সচেতনা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে সীমিত সম্পদের মধ্যেও আরো উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এরূপ উদ্যোগকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সরকার সম্ভাব্য সব কিছু করবেন।

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) –এর সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, বিপদগামী রাজনীতির ফলশ্রুতি স্বরূপ সামাজিক অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে এসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের। যুগের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে এখন পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন নিয়ে আমরা সকলেই বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

তিনি বলেন, নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক অপরিহার্য চাহিদা পূরণে সীমিত সাহায্য নিয়ে

প্রতিনিয়ত আমরা যে জটিলতার সম্মুখীন হই আজকের দিনটি তার থেকে মুক্ত নয়। এ সকল নানা সমস্যা নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি, হঠাৎ যেন মনে হয় এর সমাধান নেই। পথের সন্ধান আমরা কোন দিনই পাবনা।

তিনি বলেন, বিগত কয়েক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে ফিরে তাকালে মনে হয় আমরা কতকালই না হেলায় কাটিয়েছি। নিজেদের গোড়ামীর বদ্ধজালে আবদ্ধ রেখে একদিকে যেমন আমরা প্রগতিকে ব্যাহত করেছি, অন্যদিকে সমাজকে বঞ্চিত করেছি। অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দু'একটা শহরেই সীমাবদ্ধ রেখে আমরা যাদের আওতায় রেখেছিলাম তারা হলেন ভাগ্যবান কিছু পরিবারের ছেলে-মেয়ে।

ডাঃ ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিককালে এ গতি ধারার আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্লোগান ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং এ স্বাস্থ্য সকলের জন্যে। এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে অংশীদারিত্ব নিতে হবে সকলের। সরকার এবং জনগণের। শুধু সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা জাতিকে পঙ্গু করে তোলে। জনগণের সীমাহীন প্রত্যাশা, সরকারের বলগাহীন প্রতিশ্রুতি আমাদের সীমাবদ্ধতায় জটিলতার সৃষ্টি করে। আইন ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে অবনিত ঘটে। তা ঘটছে বলে আমরা এখন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। তিনি বলেন, বিলম্ব হলেও দিকে দিকে এখন শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ পরস্পর পরস্পরকে সম্পূরক হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে এখন প্রয়াসী।

জাতীয় অধ্যাপক বলেন, আইএএইচএস জনগণের প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণে নিবেদিত। সরকারের আর্শীবাদ নিয়ে এর যাত্রা শুরু। আজ আমরা যেখানে অবস্থান করছি। তা রেল কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সরকারী অনুদান। পাশের যে টিনের সেড সেগুলো নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা প্রমাণ করেছি বর্তমান সরকারের বেসরকারী উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান কত যুক্তিসংগত এবং কত ফলপ্রসু হতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন তিনি তাঁদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক আজাদী

১৮ই মে শনিবার ১৯৯১

হেলথ্ সায়েন্স ইন্সটিটিউটটের ত্রাণ কাজ

।বার্তা পরিবেশক।।

জাপানের ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ ফেন্ডশীপ ফাউন্ডেশন এবং চট্টগ্রামের ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) যৌথভাবে গত ১২ই মে কুমিরার জমাদারপাড়া ও আকিলপুরে দুঃস্থদের চিকিৎসা প্রদান করেন।

ইন্সটিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকগণ এই সময় দুঃস্থদের মধ্যে একহাজার পিস বস্ত্র বিতরণ করেন এবং ৪০০ জনকে চিকিৎসা প্রদান করেন।

ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ ফ্রেন্ডশীপ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কাটসুমি ডেট এই ত্রাণ কাজে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ কাটসুমি এলাকায় একটি নলকূপ স্থাপনে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দৈনিক আজাদী

২০ শে জুলাই শনিবার ১৯৯১

আইএএইচএস—কে এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের অঙ্গীকার

স্বাস্থ্য মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেসকে একটি মাইক্রোবাস ও একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

গত ১৮-ই জুলাই ইন্সটিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এই অঙ্গীকার প্রদান করে বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের নিকট নতুন কোন মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্স এলে তা আইএএইচএসকে প্রদান করা হবে।

উপরোক্ত পরিবহন দু'টি সংগৃহীত হলে রোগ প্রতিরোধ ও সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউটের একটি বড় ধরণের অভাব দুর হবে।

ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যে পাঁচ লাখ টাকা অনুদান

বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও ফটিকছড়ি উপজেলার লায়লা কবির কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব রফিকুল আনোয়ার আইএএইচএস হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যে পাঁচ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

১৮-ই জুলাই আইএএইচএস এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি ঐ টাকার চেক প্রদান করেন। ইন্সটিটিউটের পক্ষে চেকটি গ্রহণ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ।

উল্লেখ্য, জনাব রফিকুল আনোয়ারের ছোট ভাই আলহাজ্ব ফরিদুল আনোয়ার ইতিপূর্বে আইএএইচএসকে দশ লাখ টাকা প্রদান করেছিলেন। ঐ টাকায় আইএএইচএস–এ একটি প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়।

দৈনিক আজাদী

১৪ই আগষ্ট বুধবার ১৯৯১ইং

আইএএইচএস–এর অনুষ্ঠানে যোগাযোগমন্ত্রী

চট্টগ্রামে কিডনী হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদ বলেছেন যে, পাহাড়তলীতে ফয়'স লেকের কাছে একটি কিডনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এজন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের এক একর একুশ শতক জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। লেকের নিকটস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) এর একটি ছাত্রী নিবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করছিলেন।

ইন্সটিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, সিএমসিএর অধ্যক্ষ ডাঃ নুরুন্নবী, সিটি মেয়র মীর নাসির উদ্দিন, প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ, ডাঃ ইমরান বিন ইউনুস ও প্রফেসর নুরুল আমিন। জাতীয় সংসদ সদস্য মিস মামিয়া চিং, এম এ জিন্নাহ, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যোগাযোগমন্ত্রী বলেন, এই কিডনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ হবে। ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কিডনী রোগীদের চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠাতে হবেনা। এই এলাকায় নাক–কান–গলা রোগী এবং বধিরদের জন্য অপর একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এবিষয়ে তিনি সমাজসেবী ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

জনাব আহমদ আরও বলেন, বিএনপি সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল প্রশাসন গড়ে তুলবে। সকল সরকারী ও কর্মকর্তা কর্মচারীকে সততা ও ত্যাগের মানসিকতায় কাজ করতে হবে। যারা আমাদের নির্বাচিত করেছে আমরা সেই জনগণের আস্থাভাজন হতে চাই। তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। অন্যথায় তা সফলভাবে সম্পন্ন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক পূর্বকোণ

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

ডাঃ ছিদ্দিকুল্লাহর ইন্তেকাল

।।নিজস্ব প্রতিবেদন।।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ ছিদ্দিকুল্লাহ গত কাল (সোমবার) ভোর ৫ টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে........ রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

তিনি স্ত্রী,দুইপুত্র, এক কন্যা ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বেলা ২টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী চাঁদপুরের বচুয়া উপজেলার কাদিরখীল গ্রামে পাঠানো হয়।

অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহ সিলেট এম,এ, জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ এবং বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৮৯ সালে ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর পরিচালক (একাডেমিক) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধ্যাপক ছিদ্দিকুল্লাহর মৃত্যুতে আজ ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় আইএএইচএস লেকচার হলে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল (সোমবার) আইএএইচএস-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

শোকবাণীঃ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সে-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর মৃত্যুতে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এক শোকবার্তা দিয়েছেন।

শোক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত ও মর্মাহত। দেশের একজন প্রথিতযশা মেডিকেল শিক্ষক এবং বরিশাল ও সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর মৃত্যুতে দেশের মেডিকেল শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কখনো পূরণ হবার নয়।

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস 'এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উদ্যোক্তাগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে। একজন মেডিকেল শিক্ষক হিসেবে ত্রিশ বছর আগে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল এবং জীবনের শেষ দিনটিও তিনি মেডিকেল শিক্ষক হিসেবে অতিবাহিত করেন। তাঁর মৃত্যুতে আইএএইচএস সহ দেশের মেডিকেল শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল।

দৈনিক আজাদী

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

ডাঃ ছিদ্দিকল্লাহর ইন্তেকালে শোক

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও বরিশাল ও সিলেট মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডাক্তার ছিদ্দিকুল্লাহ আকস্মিক মৃত্যুবরণ করায় জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম সংবাদপত্রে পদত্ত এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং মরহুমের শোকার্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

এছাড়া বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, অধ্যাপক ডাক্তার ছিদ্দিকুল্লাহ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ হিসেবে যে অবদান রেখে গেছেন তা জনগণের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাঁর মৃত্যুতে জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

দৈনিক আজাদী

২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৯১

কোক্কাই টাইমস চেয়ারম্যানের আইএএইচএস পরিদর্শন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

জাপানের কোক্কাই টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যান মিঃ তাকাহিশি ইগুচির নেতৃত্বে বিশ সদস্যের একটি রিলিফ টিম গত ২২ শে সেপ্টেম্বর ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) পরিদর্শন করেন।

ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম প্রতিনিধি দলকে ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময়ে ইন্সটিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ রবিউল হোসেন, গভর্নিং বডির সদস্য জনাব এম এ সালাম, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিনিধি দলের নেতা ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করেন। –খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক পূর্বকোণ

২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

আইএএইচএস পরিদর্শনে সংসদ উপনেতা

জাতীয় সংসদের উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী গতকাল ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস পরিদর্শন করেন।

ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও চিকিৎসা অনুষদের ডীন প্রফেসর মুহম্মদ নুর উন নবী এবং ইন্সটিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডি,পি বড়ুয়া ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদ উপনেতাকে অবহিত করেন।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মদ ইসহাক ইন্সটিটিউটের জন্যে দশ গন্ডা জমি দান করার কথা ঘোষণা করেন।

দৈনিক আজাদী

২৬শে এপ্রিল রবিবার ১৯৯২

এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সের ইন্সটিটিউটে ডাঃ ইউসুফ সংবর্ধিত

।।বার্তা পরিবেশক।।

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস ২৪শে এপ্রিল যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ডাঃ এ এফ এম ইউসুফকে সংবর্ধনা দিয়েছে।

ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় নব নিযুক্ত হাই কমিশনারকে অভিনন্দন জানিয়ে ইন্সটিটিউটের গভর্নিং বডির সদস্য জনাব এম এ সালাম, শিক্ষক ডাঃ নুরুল আলম এবং ছাত্র রাহাত আনোয়ার চৌধুরী বক্তৃতা করেন। পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইন্সটিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ রবিউল হোসেন।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেন যে, দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে যাঁরা পরস্পরের সাথে পরিচিত, সহপাঠি। সহকর্মী এবং বন্ধু হিসাবে ডাঃ ইউসুফকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে এবং এই দীর্ঘ পাঁচ দশকে তাদের মধ্যে কখনোই কোন ভুল-বুঝাবুঝি হয়নি। তিনি যুক্তরাজ্যে ডাঃ ইউসুফের ন্যায় একজন কৃতী চিকিৎসকের হাই কমিশনার হিসাবে নিযুক্তি দেশে চিকিৎসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডাঃ এ এফ এম ইউসুফ হাই কমিশনার হিসাবে তার সাফল্যের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেন।

সভায় ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে ডাঃ এ এফ এম ইউসুফকে ইন্সটিটিউটের ক্রেষ্ট উপহার দেয়া হয়। –খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক পূর্বকোণ

১৮ই আগষ্ট ১৯৯২

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস পরিদর্শনে সুইডিস প্রতিনিধি দল

।। বার্তা পরিবেশক।।

চট্টগ্রাম একটি বেসরকারী কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের লক্ষ্যে আগত সুইস ট্যাঙ্ক ফোর্স টিম গত ১৬ই আগষ্ট পাহাড়তলী ফয়'জ লেকস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস (আইএএইচএস) পরিদর্শন করেন।

দলের সদস্যগণ হচ্ছেনঃ প্রফেসর জিন ম্যাক্স বোওমার, ডঃ মারকাস সোয়ানিং মিঃ ম্যাক্স মারবেক ও মিঃ জন গিয়ারসন।

তাঁরা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সহায়তার উপায় পন্থা নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার আশ্বাস দেন।

পরিদর্শনকালে ইন্সটিটিউটের একা–ডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক রবিউল হোসেন, পরিচালক প্রফেসর ডি,পি বড়ুয়া এবং উপ পরিচালক ডাঃ মাহমুদুল হক চৌধুরী প্রতিনিধি দলকে ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। তুরস্কের চট্টগ্রামস্থ অনারারী কন্সাল জেনারেল জনাব সালাউদ্দিন কাশেম খানও এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

–খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক পূর্বকোণ

প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ

'প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর ন্যায় একজন মেডিকেল শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠকের মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করার জন্যে আমাদের জাতীয় ভিত্তিতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় মেডিকেল কলেজ সমূহে এনাটমির ন্যায় মৌলিক বিষয় অধ্যয়নে অচিরেই মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে।'

ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস–এর প্রথম পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষনদানকালে তাঁরই দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং ইন্সটিটিউটের বর্তমান পরিচালক প্রফেসর ডি, পি বড়ুয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এনাটমি বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ যে অবদান রেখে গেছেন, এ দেশে আর কারো পক্ষে এরূপ অবদান রেখে যাওয়া কখনোই হয়ত সম্ভব হবে না। আইএএইচএস এর কথা উল্লেখ করে প্রফেসর বড়ুয়া বলেন, ঢাকার বাইরের একমাত্র বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হিসেবে আইএএইচএস এর প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ।

ইন্সটিটিউট উপ–পরিচালক ডাঃ মাহমুদুল হক চৌধুরী বলেন, প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহ শুধু শিক্ষকই ছিলেন না, রাজশাহী ও পাবনা (অবলুপ্ত) মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল। আর তিনি না হলে আইএএইচএস শুরু করাও কষ্টকর হতো।

ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর আবুল কাশেম চৌধুরী বলেন, তাঁর মত বন্ধু বৎসল সহকর্মী জীবনে আর পাবনা।

মেডিসির্ন এবং বায়োকেমিষ্টি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ আ, ন,ম ফারুক উর রশীদ বলেন, তাঁর মত ধৈর্য্যশীল, সাহসী,

সংযমী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি, বলেই মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছি।

এনাটমি বিভাগের লেকচারার ডাঃ হাসান বলেন, প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর ছাত্র আমরা। তাঁর সাথে একই বিভাগে কাজ করতে এসে কখন জানিনা আমরা আবদ্ধ হয়ে গেলাম পিতা-পুত্রের সম্পর্কের বাঁধনে।

কলেজের সচিব জনাব আবুল কাশেম বলেন, প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর জীবন উৎসর্গিত হয়েছিল তাঁর ছাত্রদের কল্যাণে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হান উদ্দিন ও শামীম আরা বেগম, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চম্পক বড়ুয়া, রাহাত আনোয়ার চৌধুরী এবং মুক্তা চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মামুন মাহমুদ চৌধুরী। প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর কর্মময় জীবনের উপর আইএএইচএস ছাত্র শোয়েব, আবদুল হাদী, সাজ্জাদ ও ফোরকান এক মনোজ্ঞ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের শ্রদ্ধার্ঘঃ ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম ইন্সটিটিউটের প্রথম পরিচালক ডাঃ ছিদ্দিকুল্লাহর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে প্রেরিত এক বার্তায় আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার প্রফেসর ছিদ্দিকুল্লাহর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

দৈনিক আজাদী

২২ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৯২

আইএএইচএস'র মোঃ বশির উদ্দিনের ইন্তেকাল

।। বার্তা পরিবেশক।।

একটি মাত্র কিডনী নিয়ে দীর্ঘ ৩১ বছর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পর ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সের এনাটমী বিভাগের টেক্সিডার্মিষ্ট (TAXIDERMIST) জনাব মোঃ বশির উদ্দিন গত ২০ শে সেপ্টেম্বর রাত আটটায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না......রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক এম এন দত্ত তাঁর একটি রোগাক্রান্ত কিডনী অপসারণ করেন এবং সেটা ছিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রথম মেজর অপারেশন।

জনাব বশির উদ্দিন ১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ি মেডিকেল স্কুলে টেকনিশিয়ান হিঁসেবে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চাকুরী করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি চট্টগ্রামস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস -এ যোগ দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে যান।

জনাব বশির উদ্দিন বিধবা স্ত্রী, দুইপুত্র, দুই কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনী এবং অসংখ্য শুভাকাংখী রেখে গেছেন।

গতকাল ২১শে সেপ্টেম্বর দশটায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং বেলা এগারটায় আইএএইচএস প্রাঙ্গনে নামাজে জানাজার পর হজরত গরীবউল্লাহ শাহ (রাঃ) মাজার সংলগ্ন গোরস্থানে মরহুমের লাশ দাফন করা হয়।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের শোক

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী এবং দীর্ঘ চার দশক ধরে মেডিকেল শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নিবেদিত প্রাণ কর্মী জনাব বশির উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বাণীতে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মেডিকেল শিক্ষায় জনাব বশির উদ্দিনের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

দৈনিক পূর্বকোণ

১৮-ই অক্টোবর রবিবার ১৯৯২

ডাঃ নুরুল আলম আজাদের ইন্তেকাল

বাংলাদেশ কিডনী ফাউন্ডেশন নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর ফিজিওলজি বিভাগের লেকচারার ডাঃ নুরুল আলম আজাদ গতকাল সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের করোনারী কেয়ার ইউনিটে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে......... রাজেউন) ডাঃ আজাদ বুকে গুরুতর ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে সাথে সাথে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ইন্তেকাল করেন।

ডাঃ আজাদ নোয়াখালী জেলায় রামগঞ্জ থানার টিওরী গ্রামের প্রাক্তন রেলওয়ে কর্মকর্তা মুজিবুল হকের তৃতীয় পুত্র। তিনি ১৯৮৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি চট্টগ্রামে ইসলামিক মেডিকেল মিশনের প্রথম মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি চট্টগ্রামে কিডনী ডায়ালাইসিস চালু এবং স্কুল পর্যায়ে কিডনী রোগ সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ডাঃ আজাদের লাশ দাফনের জন্যে আজ তাঁর গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে।

The Daily Star

Dhaka, Sunday, November 15, 1992

University of Science Technology to begin academic session Jan '93

CHITTAGONG, Nov 14, University of Science and Technology , Chittagong a full fledged private university of the country, will begin its academic session from January next with the faculties of Medicine and Basic Medical and Pharmaceutical Science to cater to the need of medical practitioners, reports BSS.

National Professor Nurul Islam told newsmen at the Institute of Applied Health Sciences (IAHS) Auditorium at Foy's Lake here today that the University was affiliated by the government on November 9 under he Private Unicersity Act of 1992.

The University will gradually open faculties of business studies, social sciences and faculty of agriculture. With the aim of meeting this requirement to some extent Prof. Islam founded the IAHS, a private medical college in May 13, 1989 of which is the chairman.

Prof. Islam said the major advantage is that the private University could be able to prescribe strict rules for maintaining discipline and conducting examinations in order to avoid session jams, strike and violence.

Emirates News
SUNDAY, NOVEMBER 8, 1992

LATE FOREIGN NEWS

Private medical varsity for Bangladesh

by a Staff Reporter

ABU DHABI: A full fledged private university with medical and pharmaceutical faculties is coming up in Chittagong, Bangladesh to cater to the need for more medical practitioners in the country.

Prof. Dr. Nurul Islam, National Professor of Bangladesh, told newsmen here yesterday that the university is proposed to be set up by the Jana Seba Foundation of which he is the Chairman.

The plan for setting up a private university comes in the wake of the enactment of the Private University Act of 1992 three weeks ago by the Bangladesh Government. The Act envisages setting up of private universities subject to certain conditions including establishment of atleast two faculties, holding of a reserve fund of 10 million taka with a Government bank and five acres of land.

The proposed University of Science and Technology will include a medical faculty and a faculty for basic medical and pharmaceutical sciences, Prof. Islam said.

The eminent physician and medical scientist from Bangladesh, who has earned laurels in the international scene for his achievements in the field, said that his country was sorely in need of doctors. "For a country of 110 million people, there are only 16,000 doctors which includes those who have left the country for better prospects elsewhere", he pointed out.

With the aim of filling in this requirement to some extent, Prof. Islam founded the Institute of Applied Health Sciences. IAHS, in 1989 of which he is presently the Chairman. This private medical institute has around 240 students going through their initial medical course. Once the proposed private university is established early next year, the IAHS, which is presently attached to the Chittagong University, will become a part of the new university. Prof. Islam explained.

The major advantage is that the autonomous administration can prescribe strict rules for examination dates and not be a victim of delays due to strikes, etc., in the main universities, he pointed out. It will be the university's responsibility to pay for the students, education for any year lost, if it is due to a national catastrophe, he added.

Prof. Islam who is here mainly to apprise members of the Bangladesh community about the

new project and seek funds, said that initial costs were estimated in the range of 200 million taka.

M.A. Salam, a prominent industrialist from Bangladesh, who is accompanying Prof. Islam has donated a piece of land for the project and is supervising the building project. A three-storey building has already come up and another building of the same size is expected to be ready in six months,. Salam said.

Admissions to the university will be strictly on merit. Though admission fees are fixed, donations are welcome though no student will be taken in if he does not qualify from the merit angle, Prof. Islam stressed.

Fifty students will be admitted annually for the medical faculty and ten students for each of the basic medical subjects and 20-30 students for the pharmacology faculty. A unique 'earn while you learn' programme in the pharmacology section based on a Western model is being proposed, whereby students can take their practical lessons in a pharmaceutical industry to be set up near the university. A nucleus unit has already been initiated in this connection, Prof. Islam said.

Children of non-resident Bangladeshis will have a quota reserved for them. Foreign students will also be admitted, though the admission fee has not yet been fixed.

Bangladeshis living abroad can also participate in the project for which the foundation has set up some proposals. Among them are the creation of a Chair in any name requested by a person contributing one million taka, permanent engraving of the name of anyone who contributes 0.5 million taka and naming of a hospital bed with the name of any contributor giving 150.000 taka.

Welcoming the Government's enactment of the Private University Bill, Prof. Islam said that the condition of a reserve fund prescribed under the law was necessary and demands to eliminate it should be ignored as it will lead to mushrooming of institutions that do not have the wherewithal to provide good educational standards.

He later addressed members of the Bangladeshi community at the Emirates Plaza Hotel, which sponsored his visit here.

Bangladesh Ambassador Fariddudin Ahmed said that it is an honour to welcome Prof. Islam, who has brought fame to the country through his achievements.

THE BANGLADESH OBSERVER

Dhaka, Wednesday, December 15, 1992

Applied health science insti gets Network membership

Staff Correspondent

The Institute of Applied Health Science an organisation of the Science and Technology University in Chittagong, earned the full membership of the WHO affiliated international organisation "Network"

The institute got the "Network" membership in view of its community based health education programme. The "Network" has 56 members from USA to Japan. Now the students of institute will get chance to study in "Network" institutions in 56 countries.

ঘোষণা দিলেন ডাঃ নুরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম গত কাল (শনিবার) ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেসকে (আইএএইচএস) চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হবে আগামী বছরের জানুয়ারী থেকে। এই ঘোষণার সময় তিনি বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৯২-এর পুরণীয় পাঁচটি শর্ত ব্যাখ্যা করে জানান যে, আইএএইচএস এসব শর্ত পূরণ করে প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোজন প্রাপ্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ হয় এবং পরে গত ৯ নভেম্বর এই প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম জানান, দেশে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি তার বর্তমান মেডিসিন ফ্যাকাল্টিসহ বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্সেস নামে অপর একটি ফ্যাকাল্টি এবং ফার্মেসী বিভাগ নিয়ে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে পুরোদমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম 'EARN WHILE YOU LEARN. শীর্ষক শ্লোগানটি তুলে ধরে বলেন, 'আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত কারণ আমি এ মুহূর্তে সাংবাদিকদের সামনে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম প্রকাশের কথা ঘোষণা করছি।

ফয়'স লেক এলাকাস্থ ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস-এর মিলনায়তনে গতকাল (শনিবার) দুপুরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণাকালে তাঁর প্রতি সরকারী সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির পূর্ণাঙ্গ উপরি ও অবকাঠামো সৃষ্টিতে বিত্তবান মহলের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন চট্টগ্রামে সিভিল সার্জন ডাঃ আবদুন নুর, আইএএইচএস-এর পরিচালক প্রফেসর ডি,পি বড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের অন্যতম দাতা নজরুল ইসলাম এবং মোজাফফর আহমদ মিঞা এবং জাপানী বেসরকারী সাহায্য সংস্থা কিরারা নোকাই-এর প্রতিষ্ঠাতা মিসেস কাওয়াহারা।

প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম আরও বলেন, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে ফার্মেসী বিভাগ চালু করার কাজ চলছে। কারণ দেশের অধিকাংশ ফার্মেসী সমূহে পাশ করা ফার্মাসিস্টের অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও ৫টি ফ্যাকাল্টি স্থাপন করা হবে। ফ্যাকাল্টিগুলো হচ্ছে কম্পারেটিভ ষ্টাডি অব রিলিজিয়ন, এগ্রিকালচার, বিজনেস ষ্টাডিজ, জার্নালিজম এবং সোশাল সায়েন্সেস। তিনি তথ্য প্রকাশ করে জানান, চট্টগ্রম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য একটি পৃথক সেট আপ থাকবে। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও হবেন একজন বেসরকারী ব্যক্তি। এতে উপাচার্য নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গের অনুমোদন লাগবে। প্রফেসর ডঃ নুরুল ইসলাম আরও জানান, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপোজিট রয়েছে ১ কোটি টাকা। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ভূমি রয়েছে ১৫ একর। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর যেসব বিধি ও ক্রটিসমূহ রয়েছে সেগুলো এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং অনুসরণ করা হবে না। তিনি জানান, ছাত্রীদের আবাসিক হোষ্টেলের নির্মাণ কাজ চলছে এবং ছাত্রদের আবাসিক হোষ্টেলের জন্য জায়গা নির্বাচিত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে আইএএইচএস-এর ২১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে এখানে ১ জন ফিলিস্তিনী এবং ২ জন নেপালী ছাত্রীও রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্সটিটিউটের ৩৮ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হচ্ছেন। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলেও জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম জানান। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যিনি ১০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করবেন, তার নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর যিনি দেবেন ৫ লাখ টাকা, তার নাম পাথরে খোদাই করে দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অধ্যয়নরত ৫% প্রকৃত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনা খরচে পড়াশোনা করার সুবিধা প্রদান করবে। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণে সমাজের সবাইকে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত ছেড়ে এবার পূর্ব প্রান্তের দিকে যাত্রা করার আহবান জানিয়ে বলেন, বাস্তবতাকে আমাদের মানতে হবে। যে যাই বলুক ভারতের কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি জানান বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর জনসেবা ফার্মাসিউটিক্যালকে একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জানান, ইন্সটিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ্ সায়েন্সেস প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চালু হয়েছিল। পরে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৮৯ সালের ১৩ মে এতে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়েছিলো। এখানে প্রথমে ছিলো একটি টিনের ঘর। আর আজ পাকা দালান গড়ে ওঠেছে।

উল্লেখ্য, প্রফেসর ডাঃ নুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি গত ৭ নভেম্বর আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রচারভিযান শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করলে সেখানকার 'আমিরাটস নিউজ' 'গালফ নিউজ' সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়।

Acc. No.........
Date.........
USTC CENTRAL LIBRARY 1992

দৈনিক আজাদী

১২ই মাঘ ১৩৯৯ সাল ২৫শে জানুয়ারী
সোমবার ১৯৯৩ খৃঃ

চট্টগ্রামে ইউএসটিসি'র উদ্বোধনকালে ডাঃ নুরুল ইসলাম

ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্যাম্পাসের নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব

।। আজাদী প্রতিবেদক।।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেছেন, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিরতা, নৈরাজ্য একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে নৈরাজ্য দূরা করা সম্ভব বলে মত ব্যক্ত করে জনাব ইসলাম বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ এবং বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম গতকাল রোববার সকালে দেশের প্রথম বেসরকারী কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএসটিসি)-এর উদ্বোধন উপলক্ষে বেসিক মেডিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এবং মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ক্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

অধ্যাপক ইসলাম বলেন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের পাশাপাশি সেশন জট শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হিসেবে বিরাজ করছে। ফলে আজ একজন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর জীবন থেকে গড়ে দুই বছর হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষাক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত সেশন জট কিংবা পরীক্ষা পিছানোর কোন মানসিকতা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ও পরীক্ষা পিছানোর প্রবণতাকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবেনা বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন। তিনি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বাহন হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিষ্ঠা ও সৃজনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

- **The Direction in which education starts a man, will determine his future life.** - Plato

  যে লক্ষ্যে শিক্ষার সূচনা তার উপর মানুষের ভবিষ্যত।
  — প্লেটো

- **The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.**
  - Aristotle

  শিক্ষার শিকড় তিক্ত, সুফল মধুর।
  —এরিস্টটল

- **Whoso neglects learning in his youth, loses the past and is dead for the future** **Euripides.**

  যৌবনে যে শিখতে চায়না, সে অতীত হারিয়ে ফেলে এবং ভবিষ্যৎের জন্যে মৃত্যু ডেকে আনে। — ইউরিপিডস্

- **A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.** **- Henry Adams**

  শিক্ষকের আবেদন চিরন্তন, কোথায় তার শেষ তিনি জানেন না।
  — হেনরী এডামস

- **Without knowledge, life is no more than the shadow of death.**
  - Moliers.

  জ্ঞানহীন জীবন মৃত্যুর ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।
  — মলিয়ার্স